# বাস্তুতন্ত্র ও গ্রামীণ শিক্ষা

Ecology & Rural Education Manual for Rural Teachers

Food and Agriculture Organization of the United Nations

# বাস্তুতন্ত্র ও গ্রামীণ শিক্ষা

AHEAD Initiativ

# বাস্তুতন্ত্র ও গ্রামীণ শিক্ষা

(Bastutantra O Gramin Sikkha)

ভাষান্তরঃ আশিস কান্তি ভট্টাচার্য

প্রকাশকঃ অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯
ইমেলঃ ahead@aheadinitiatives.in

ছবিঃ মানব পাল

প্রকাশ কালঃ ২০১৯

# মুখবন্ধ

গ্রামের উন্নয়নে গ্রামীণ শিক্ষার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাই শিক্ষায় গ্রামের স্কুলের দায়িত্বও অনেক বেশি। যদিও দুর্ভাগ্যের হলেও এটাই বাস্তব যে, অনেক তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা শহরের শিক্ষাকেই সঠিক মৌলিক শিক্ষা বলে মনে করেন। তাদের কাছে গ্রামের স্কুলের চেয়ে শহরের নামজাদা স্কুলগুলি অনেক মূল্যবান। সম্ভবত গ্রামের স্কুলের নানান সীমাবদ্ধতার কারণে এমন ধারণা করা হয় যে, গ্রামের স্কুল নিশ্চয় শহরের স্কুলের মতো নয়। আসল ছবিটা কিন্তু তা নয়। গ্রামের স্কুলেরও একটা নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে এই প্রশ্ন কখনই তোলা যায় না যে, গ্রামের স্কুল শহরের স্কুলের মতই বা শহরের স্কুলের চেয়ে ভিন্ন। যদিও গ্রামের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যেক দিন প্রচুর পরিশ্রম করেন। তবে হ্যাঁ, তাদের সদিচ্ছা ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সবক্ষেত্রে যে তারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন তা নয়।

গ্রামীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই উৎসাহ, সদিচ্ছা, ধ্যান-ধারণা এবং মহৎ উদ্দেশ্য প্রভৃতি গুণগুলিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের স্কুলের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এজন্য প্রথমেই গ্রামীণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে হবে, সুযোগ মতন গ্রামীণ পরিবেশ ও তার বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনগুলিকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রামীণ শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনতে হবে। বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করে তোলাটাও জরুরি। তাদের কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে। জীবন-মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যাগুলি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, কীভাবে সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, কীভাবে সেগুলিকে বুঝে নিয়ে সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে স্কুলেই তারা সেই পাঠ পাবে। পঠন-পাঠনকে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নির্ভর না রেখে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে এসে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটানো। বিশেষ করে গ্রামীণ শিশুর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পরিবেশের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলে তা তার পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্যা এবং তার সুস্থায়ী ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি। শিশুকে যেমন জানতে হবে তার পরিবার ও প্রতিবেশীকে, তেমন জানতে হবে গোষ্ঠী ও সমাজকেও। শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনতে হাতে-কলমে পাঠের ব্যবস্থাও করতে হবে। ব্যবহার করা যেতে পারে অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমকে। সর্বোপরি লক্ষ্য, বিষয় এবং পদ্ধতিতে অবশ্যই পরিবর্তন আসা বাঞ্ছনীয়। এই তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, অন্যটিকে প্রভাবিত না করে একটিকে সংশোধন করা যায় না। অর্থাৎ গ্রামীণ পড়ুয়া বা সেখানাকার ভৌগোলিক আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিচার করে শিখন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে মৌলিক শিক্ষা পাঠক্রমকে গ্রামীণ শিক্ষার উপযোগী করে তোলাই একমাত্র সমাধান। আর এই কাজকে আরও সহজতর করতেই রাষ্ট্রসংঘের ‘Food and Agriculture Organization’-এর ‘Ecology and rural education, Manual for rural teachers’ শীর্ষক বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও আমরা যখন দেখি গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কুলে সবজি বাগান করছেন, ফল গাছ লাগাচ্ছেন, পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলেই চলছে ক্ষুদে পড়ুয়াদের সৃজন প্রতিভা বিকাশের নানা আয়োজন, অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যম সহযোগে বা হাতে-কলমে পাঠদান তখন আমরা আরও আশান্বিত হই। আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় এই ভেবে, আগামীদিনে এমন অসংখ্য উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকার হাত ধরে গ্রামের প্রতিটি স্কুলেই হয়তো দেখা মিলবে এই ছবির।

# সূচিপত্র


১। সূচনা ........ ৯

গ্রামের স্কুল ও গ্রামের শিক্ষকবৃন্দ ........ ৯

গ্রামের স্কুল ও শহরের স্কুল ........ ১১

গ্রামীণ শিক্ষক - ........ ১২

উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ স্কুল - ........ ১৩

২. গ্রামীণ স্কুলের শিক্ষা পাঠক্রম ........ ১৪

মৌলিক শিক্ষা পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণা - ........ ১৪

মৌলশিক্ষা পাঠক্রম - ........ ১৫

মৌলশিক্ষা পাঠক্রমকে উপযোগী করে নেওয়া – ........ ১৫

মৌলিক পাঠক্রম উপযোগী করে নেওয়ার পদ্ধতি ........ ১৬

১। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত শর্ত অনুযায়ী পরিবর্তন ........ ১৬

২। পরিবেশের প্রকৃত ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন ........ ১৬

৩। পরিবর্তনযোগ্য উপকরণসমূহ ........ ১৭

পদ্ধতি - ........ ১৮

বাড়তি পর্যবেক্ষণ - ........ ১৯

৩। গ্রামীণ এলাকায় পাঠক্রমকে উপযোগী করে নেওয়া ........ ১৯

গ্রামীণ স্কুলে বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা - ........ ১৯

বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা এবং মৌলিক পাঠক্রম - ........ ২০

৪। গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি ........ ২১

পঠন-পাঠনের ধারণা – ........ ২২

শিক্ষকের ভূমিকা - ........ ২২

গ্রামের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের ভাণ্ডার - ........ ২৪

শিক্ষাদানের কাজকর্ম - ........ ২৪

কাজের বহুমুখী প্রকৃতি বা ধরন - ........ ২৬

৫। কর্মসূচি–শিক্ষা বিষয়ক কাজ ........ ২৬

কর্মসূচির ধাপ - ........ ২৬

ক। প্রকৃত সময় আন্দাজ ........ ২৭

খ। পাঠক্রমের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ............ ২৭

গ। কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ ............ ২৮

ঘ। কাজকর্ম চিহ্নিতকরণ ............ ২৯

ঙ। সময় সারণি মেনে কাজ ............ ৩০

চ। কর্মসূচি রূপায়ণ ............ ৩০

পরিকল্পনা পরিমাপ পদ্ধতি - ............ ৩০

শেখার কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক - ............ ৩০

পারস্পরিক সম্পর্ক - ............ ৩১

পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু - ............ ৩২

১. বিভাগ – ক (পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করছে) ............ ৩২

২। বিভাগ খ - (বিভাগীয়করণ পদ্ধতিতে কাজ) ............ ৩৩

পরিশিষ্ট ১ ............ ৩৪

গ্রামীণ স্কুলের পক্ষে উপযোগী বিষয় ............ ৩৪

চাষের কাজ - ............ ৩৭

প্রাণীপালন ও কৃষি - ............ ৩৭

পরিশিষ্ট ২ ............ ৩৮

প্রস্তাবিত প্রকল্প ............ ৩৮

গাছ উৎপাদন - ............ ৩৮

গাছ লাগানো - ............ ৩৯

কম্পোস্ট সার উৎপাদন - ............ ৩৯

শাক-সবজি উৎপাদন - ............ ৩৯

পরিশিষ্ট ৩ ............ ৩৯

পরিকল্পিত কাজ ............ ৩৯

প্রদর্শন: কাজের বর্ণনা এবং লক্ষ্য ............ ৪০

শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুতি - ............ ৪১

কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ - ............ ৪১

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের গঠন ও ব্যাখ্যা - ............ ৪২

অতিরিক্ত পরামর্শ – ............ ৪২

ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য সংগঠিত করা ............ ৪৩

- কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা – ........................................ ৪৩
- শিক্ষকের প্রস্তুতি - ........................................ ৪৪
- কাজকর্মের অধিগ্রহণ - ........................................ ৪৪
- কাঠামো তৈরি এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা – ........................................ ৪৫
- বাড়তি অনুমোদন - ........................................ ৪৫
- কাজের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন করা - ........................................ ৪৬
- পরিদর্শন - ........................................ ৪৬
- শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুতি - ........................................ ৪৬
- কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ – ........................................ ৪৮
- অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি এবং সম্প্রসারণ - ........................................ ৪৮
- বাড়তি অনুমোদন – ........................................ ৪৮
- প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য পর্যবেক্ষণ - ........................................ ৪৯
- প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য পর্যবেক্ষণ দু'ধরনের হতে পারে - ........................................ ৪৯
- কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ - ........................................ ৫০
- কাঠামো গঠন এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা - ........................................ ৫১
- বাড়তি অনুমোদন - ........................................ ৫১
- স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ - ........................................ ৫১
- কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য - ........................................ ৫১
- কাজকর্ম হাতে নেওয়া – ........................................ ৫৩
- কাঠামো তৈরি এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা - ........................................ ৫৩
- স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ - ........................................ ৫৩

মডেলের (প্রতিরূপ বা আদল) সাথে কাজ ........................................ ৫৪

- কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য - ........................................ ৫৪
- কাজকর্ম গ্রহণের ধাপ - ........................................ ৫৫
- শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি - ........................................ ৫৬
- কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................ ৫৬
- গঠন ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি – ........................................ ৫৭
- বাড়তি অনুমোদন - ........................................ ৫৭

একটি বিষয় অধ্যয়ন ........................................ ৫৭

কাজের লক্ষ্য এবং বর্ণনা - ........................................................ ৫৭

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৫৮

অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা - ........................................................ ৫৯

বাড়তি অনুমোদন - ........................................................ ৫৯

পরিচালক নির্দেশিত কাজ ........................................................ ৬০

কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য - ........................................................ ৬০

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৬১

অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা – ........................................................ ৬১

বাড়তি অনুমোদন - ........................................................ ৬১

স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যসের দ্বারা বলা বা প্রদর্শন করা ........................................................ ৬২

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা - ........................................................ ৬২

শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি - ........................................................ ৬২

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৬৩

বাড়তি অনুমোদন - ........................................................ ৬৪

অবস্থা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ........................................................ ৬৪

বর্ণনা ও লক্ষ্য - ........................................................ ৬৪

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৬৪

অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা - ........................................................ ৬৪

বাড়তি অনুমোদন – ........................................................ ৬৫

কাজের লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের সংগঠিত করা – ........................................................ ৬৫

অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থাকে দেখানো ........................................................ ৬৬

কাজের অভিজ্ঞতা ও লক্ষ্য - ........................................................ ৬৬

শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুতি – ........................................................ ৬৬

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৬৬

অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও কাঠামো তৈরি - ........................................................ ৬৭

বাড়তি সুপারিশ - ........................................................ ৬৮

নাট্য-রূপায়ণ ........................................................ ৬৮

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা - ........................................................ ৬৮

কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ........................................................ ৬৮

বাড়তি অনুমোদন - ........................................................................................ ৬৯
কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা - .................................................................. ৭০
গল্প শোনা ........................................................................................................... ৭০
বর্ণনা এবং লক্ষ্য - ............................................................................................ ৭০
শিক্ষকের প্রস্তুতি - ............................................................................................. ৭০
কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ..................................................................................... ৭০
অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি এবং ব্যাখ্যা - ............................................................... ৭১
বাড়তি অনুমোদন - ............................................................................................ ৭১
কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা - ..................................................................................... ৭২
শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি - ..................................................................................... ৭২
কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ..................................................................................... ৭৪
অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও নির্মাণ - .............................................................................. ৭৪
বাড়তি অনুমোদন - ............................................................................................ ৭৪
কথাবার্তা ব্যাখ্যা - ............................................................................................. ৭৫
শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি - ..................................................................................... ৭৫
কাজকর্ম হাতে নেওয়া - ..................................................................................... ৭৬
বাড়তি অনুমোদন - ............................................................................................ ৭৬
পরিশিষ্ট ৪ .......................................................................................................... ৭৬
বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে পরামর্শ ...................................................... ৭৬
পথ প্রদর্শক কর্তৃক যাত্রা - .................................................................................... ৭৭
পরিদর্শন - ....................................................................................................... ৭৮
স্থলভাগের প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ ........................................................................ ৭৮
নির্দেশিত চিত্রাঙ্কন - ........................................................................................... ৭৯
মডেলের সাথে কাজ - ......................................................................................... ৭৯
স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা বলা বা প্রদর্শন করা - .................................................. ৮০
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার অভিনয়ের মধ্যে সম্পর্ক - .......................... ৮০

# বাস্তুতন্ত্র ও গ্রামীণ শিক্ষা

## ১। সূচনা

### গ্রামের স্কুল ও গ্রামের শিক্ষকবৃন্দ

মৌলিকভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামের স্কুলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাবিদ, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং গ্রামের মানুষরা এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই একমত হবেন। কিন্তু গ্রামের শিক্ষকরা একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং সামান্য পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিদিনের শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যে সমস্ত সমস্যা গ্রামের স্কুলের ক্ষেত্রে এবং তাদের কাজের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে সেগুলি তারা ভালই জানেন। কিন্তু তারা যে তাদের মতো করেই তা দূর করার চেষ্টা করবেন সে ব্যাপারে তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। আসলে শিক্ষকতা করতে গিয়ে তারা যে বাধাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলিই ক্রমে ক্রমে তাদেরকে নিরাশ করে তুলছে এবং এরফলে পড়াশোনাটা যেমন বৈচিত্র্য হারিয়ে নিরন্তর রুটিনে পরিণত হচ্ছে তেমনই শিক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই সমস্ত সমস্যাকে দূর করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কিছু নতুন বিষয় গ্রহণ করতে হবে যাতে একজন শিশু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে তার যা প্রয়োজন সেটা যেন সে দেখতে পায় এবং উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ যে ধরনের শিক্ষা শিশুটি পাচ্ছে সেটা যেন তার বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে শিক্ষকদের জন্যও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে তারা শিশুদের প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাও সহজেই দিতে পারেন।

বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার –

১। জাতীয় শিক্ষানীতির কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ স্কুল মিশনকে গুরুত্ব সহকারে প্রচার ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বিচারসাপেক্ষে তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রতিফলিত করা।

২। হাতের কাছেই যে সমস্ত মানবিক সম্পদ, কারিগরি সম্পদ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ রয়েছে, যা সহজেই পাওয়া যেতে পারে, তা খুঁজে বার করা। কারণ এই জিনিসগুলি সহজে পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা দক্ষতাবৃদ্ধির কাজে লাগানো বা পুরো সদ্ব্যবহার কোনটাই করা হয়নি। অথচ দক্ষতার সাথে এই সমস্ত সহজলভ্য সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারলে গ্রামের স্কুলগুলির গুণগত মানের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটবে।

৩। গ্রামের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের সামাজিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রথমত যে সমস্ত শিক্ষা- উপকরণ সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্কুলের সারা বছরের শিক্ষাসূচির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তাকে দূর করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, এই নতুন ধারণার মূল কথাই হল, একটি স্কুলকে সমাজ-শিক্ষামূলক মিশন রূপে চিহ্নিত করার কাজ তখনই সম্ভব হবে যখন স্কুল তার নিজস্ব সম্পদের উন্নয়ন এবং আশপাশের বর্তমান সম্পদ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে উদ্যোগী হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই ধরনের পরিবর্তন ঘটানো তখনই সম্ভব হবে, যখন কাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ দায়িত্ববান একজন শিক্ষকের কাছ থেকে আন্তরিক সহায়তাটুকু পাওয়া যাবে।

গ্রামের স্কুলের মিশনঃ গ্রামের স্কুলের দায়িত্ব হল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, নীতিবোধ, এবং কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো। এই স্কুল থেকেই তাদের এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যাগুলো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে কীভাবে সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, কীভাবে সেগুলিকে বুঝে নিয়ে সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে।

আবার অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, গ্রামের শিশু এবং তরুণদের নিজেদের সম্প্রদায়, অঞ্চল এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্ষম এবং দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মধ্যেই গ্রামীণ স্কুলের গুরুত্ব ধরা পড়ে। এই মিশনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে গ্রামের স্কুলগুলিকে অবশ্যই –

ক। গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভাষা, আচার-আচরণ, বিশেষ কোন জ্ঞানভাণ্ডার প্রভৃতি স্কুলের বিষয় ও কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে। এটা করার অর্থ হল, তাদের মনের মধ্যে পিছিয়ে থাকার কোন প্রভাব যেন না পড়ে। এমন ধরনের অনুভূতি তাদের মনে জাগলে তা নির্মূল করে ফেলতে হবে।

স্কুলের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ঐতিহ্যরূপে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেবে এবং স্বল্প উন্নয়নের ভাবাবেগকে বিসর্জন দেবে না।

খ। স্কুলের পঠন-পাঠনে শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ, গ্রামের ছেলেমেয়েদের ঘরবাড়ি এবং কাজের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই পুনর্বার শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

এতে কিন্তু এটা বোঝায় না যে, স্কুলের সাথে ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। বরং বলা যায় স্ব-উন্নতি ও সংহতির একটি ইউনিট রূপে স্কুল কাজ করছে।

গ। স্থানীয় গ্রামীণ গোষ্ঠীর প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ের সাথে স্কুলের পরিচিতি গড়ে তোলা এবং পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বকে ব্যবহার করা দরকার। পঠন-পাঠন পদ্ধতির মধ্যেও এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

গ্রামীণ পরিবারের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার সদর্থক দিকগুলির মূল্যায়ন করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও তাদের বাস্তব জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নতি ঘটাতে হবে। সমস্ত পঠন-পাঠনই জীবন যাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত নির্দিষ্ট কাজগুলি রয়েছে সেগুলিকেই প্রাধান্য দেবে।

ঘ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে সেগুলিকে শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ব্যবহার করা, কার্যক্রমকে প্রসারিত এবং রূপায়িত করা। দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে স্কুলের কাজকর্মের ব্যবহারই একটি বৈশিষ্ট্য হবে।

নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি মেটাতে নির্দিষ্ট বিকল্পের সন্ধান করার ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষিত করে তুলবে।

ঙ। স্থানীয় সমাজ এবং তার পরিবেশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে শিক্ষাসূচি এবং পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।। স্কুলের শিক্ষাসূচিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে এমন সমস্ত উদাহরণ এবং কাজকর্মগুলোকে বেছে নিতে হবে যেগুলি মানুষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং স্বভাবতই প্রকৃতিকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

মানব জীবনের প্রেক্ষিতে পরিবেশ এবং তার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যেই আজকের এবং আগামীদিনের গ্রামীণ পরিবারগুলির কল্যাণ ও উন্নয়নের একমাত্র সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তাই গ্রামের স্কুলগুলির উচিত এই সমস্ত সম্পদ সম্পর্কে জানতে, সম্পদকে রক্ষা করতে এবং সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রত্যেক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতি পরিবেশের নিজস্ব সমস্যা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে সবচেয়ে ভাল পথ হল, স্কুল শিক্ষাকে স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে আসা। এরফলে শিক্ষক মহাশয় প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিশদভাবে জানার, পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার এবং সমস্যাগুলিকে বোঝার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি যে সমস্ত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব হল হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই সমস্ত সমস্যাকে সমাধানের সম্ভাবনাও খুঁজে পাবেন।

চ। সমষ্টিগত কাজ পরিচালনা ও উৎসাহ দান, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সহযোগিতা, সংহতি এবং ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি প্রভৃতি উপাদানসমূহ গোষ্ঠী উন্নয়নের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই লক্ষ্যপূরণে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল, গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সহমর্মিতা ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের যে সমস্ত বিষয় দৈনন্দিন জীবনে তাদের অভ্যাসে পরিণত করেছে তাকে মান্যতা দেওয়া। কারণ শিশুকাল থেকেই তারা এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তাই গ্রামীণ স্কুলগুলিকে সেই সমস্ত নির্ভরযোগ্য, অংশগ্রহণকারী লোকদেরই প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যারা জানেন মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ গুণাবলীকে কতখানি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সাধারণের মঙ্গলের জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

## গ্রামের স্কুল ও শহরের স্কুল

অনেক সময়, ভুলবশত শহরের স্কুলগুলিকে অধিক মূল্যবান ও গ্রামের স্কুলগুলিকে কম মূল্যবান মনে করা হয়। সম্ভবত গ্রামের স্কুলের সীমাবদ্ধতার সূত্রেই এমন ধারণা করা হয়েছে যে, এটা নিশ্চয়ই শহরের স্কুলের মতো নয়। আসলে কিন্তু তা নয়। গ্রামের স্কুলেরও একটা নিজস্ব গুরুত্ব আছে, সেখানে এই প্রশ্ন তোলা যায় না যে, এটা শহরের স্কুলের মতই বা শহরের স্কুলের চেয়ে ভিন্ন।

### ১। দু'টি স্কুলই অভিন্ন –

ক) শহরের স্কুল আর গ্রামের স্কুল, উভয় একই জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির অংশ। তাই স্বভাবতই, দু'টি স্কুলই একই শিক্ষানীতি এবং সাধারণ জাতীয় নীতি ও লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। দুটি স্কুলই শিশু ও যুবক-যুবতীদের শিক্ষাদান করে, তা সে শহর বা গ্রাম যেখানকারই হোক না কেন।

খ) কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ লক্ষ্য এবং পাঠ্য বিষয়সূচিতেও দু'টি বিদ্যালয়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।। দুটি স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন যেমন, স্বার্থরক্ষা, তাদের গোষ্ঠী বা পাড়া-প্রতিবেশীদের সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকরীভাবে সাড়া দেওয়া। সুতরাং পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠ্যসূচি তৈরি করা শুধুমাত্র গ্রামের স্কুলেরই প্রয়োজন, একথা বললে চলবে না। শহরের স্কুলকেও তাই করতে হবে।

### ২. গ্রামের স্কুলের নিজস্বতা –

ক) গ্রামীণ এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সাথে গভীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা কর্মসূচি তৈরির ব্যাপারে গ্রামের স্কুলের একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ স্কুল এখানে শিশু ও যুবক-যুবতীদের তাদের পরিবেশের সাথে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে কাজে লাগাতে পারে। আরও কাজে লাগাতে পারে তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে যা তারা তাদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে লাভ করেছে এবং এই সামাজিকীকরণের বিভিন্ন রূপ তাদের নিজস্ব সত্তাকে একটি আকার দিয়েছে।

খ) গ্রামের স্কুলে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষাদানের নানা ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। খোলা আকাশের নিচে ক্লাস হলে ছাত্র-ছাত্রীরা চোখের সামনে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাজগুলি দেখতে পায়। সেই সমস্ত কাজকর্মের পাশাপাশি সমস্ত সাংস্কৃতিক কাজের সাথেও ছাত্র-ছাত্রীদের একাত্মতা গড়ে ওঠে। এইভাবে স্কুলও প্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিকীকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকায় সামাজিকীকরণের পদ্ধতিকে স্কুলের কাজকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

গ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং যে নীতিবোধকে আঁকড়ে ধরে গ্রামের পরিবারগুলি বেঁচে-বর্তে আছে সে কারণে স্কুল তো গ্রামের কোন কাজে অংশগ্রহণে অবশ্যই সেই ধারা এবং কৌশল অবলম্বন করবে।

ঘ) গ্রামীণ সংস্কৃতি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কঠোর পদ্ধতি আরোপ করে এর মানোন্নয়ন করা যাবে না। কঠোর পদ্ধতির পাশাপাশি ছেলেমেয়েরা বৈধ, সম্মানজনক এবং আদানপ্রদানের দায়বদ্ধতা পালন করে অগ্রগতির বিবর্তনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। বহু গ্রামীণ গোষ্ঠীর মধ্যে আইনসিদ্ধ সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খাতিরে সেই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে সহমত হন এবং কাজকর্মেও হাত লাগান। সহযোগিতা ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের যে সমস্ত সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান সেগুলির মাধ্যমেই স্কুলশিক্ষায় যথেষ্ট ভালভাবে অংশগ্রহণ করা যায়।

## গ্রামীণ শিক্ষক -

গ্রামীণ স্কুলে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকরা প্রত্যেকদিন প্রচুর পরিশ্রম করেন। কিন্তু তাদের সদিচ্ছা ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সবক্ষেত্রে যে তারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন তা নয়।

গ্রামীণ শিক্ষকদের উৎসাহ, সদিচ্ছা, ধ্যান-ধারণা এবং মহৎ উদ্দেশ্য প্রভৃতি গুণগুলিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের স্কুলের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।

এটা করার জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষাদানের দক্ষতাকে বিশেষভাবে উন্নত করতে হবে।

- শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রূপরেখা নির্ণয় করা।
- গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনগুলোকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনা।
- একটি গ্রামীণ শিশু যে পদ্ধতিতে স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করছে সেই শিক্ষা পদ্ধতিতে তার সংস্কৃতি, ভাষা, জ্ঞান, যা সে তার পরিবার এবং গ্রাম থেকে আয়ত্ত করেছে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামীণ পরিবেশ থেকে পাওয়া তার সজীব অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভ্যাসসমূহ যা সে তার গ্রাম থেকেই শিখেছে সেগুলি দিয়েই তার শিক্ষা-পাঠক্রম শুরু করা।

শ্রেণীকক্ষে (ক্লাসরুম) এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে গোষ্ঠীবিন্যাস ও সেই সম্পর্কিত বিষয়। ছোট স্কুলগুলির প্রকল্পের জন্য পদ্ধতিগত বিষয় ও পরামর্শ--যেখানে ব্যবহারিক দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ধরা পড়েছে, যা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে আরও উন্নত করা।

- স্কুলের আশে-পাশের এলাকা থেকে শিক্ষাদানের জন্য এমন সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করা, যেগুলি সামান্য খরচে পাওয়া যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনক্ষমতা ও বুদ্ধিসূচক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে যা তৈরি করা যেতে পারে।

- শিক্ষার গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং পদ্ধতিতে যেন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বৈধতা, প্রবণতা, স্বীকৃতি পায় এবং বিষয়বস্তু ও মৌলিক ধারণায় সমালোচনামূলক বিচারের গুরুত্ব ধরা পড়ে।

## উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ স্কুল -

গ্রামীণ স্কুলগুলি যখন উন্নয়নের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন স্কুলগুলির গুরুত্ব এবং আত্মপ্রত্যয়ও অনেকটা বেড়ে যায়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য এবং অপূরণীয়ঃ যেমন,

- গ্রামীণ পরিবার ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- সংরক্ষণ, আত্মসুরক্ষা এবং উপযুক্তভাবে নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান।
- আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, জাতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ।

গ্রামীণ পরিবেশ পরিমণ্ডলের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এই সমস্ত অবদানের মূল কথাই হল শিক্ষকদের মাধ্যমে গ্রামীণ স্কুলের নিম্নলিখিত চাহিদাগুলি পূরণ করা। -

ক) গ্রামীণ পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং তার ইতিহাসের সাথে স্থায়ী শিক্ষামূলক কথোপকথন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই শিক্ষামূলক কথোপকথন বিশেষত সেই সমস্ত গ্রামের মানুষদের সাথেই শুরু করতে হবে যারা তাদের সমাজ ও সম্প্রদায়কে ভালভাবে জানেন কারণ তারা সেখানেই বসবাস করেন এবং কাজকর্ম করেন। এই সমস্ত মানুষজন তাদের জ্ঞান এবং ইচ্ছাগুলোকে শিশুদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এরফলে শিশুরাও সামাজিকীকরণের অংশ হয়ে ওঠে।

খ) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, বৈশিষ্ট্য গঠন, ধারণা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে। পুনর্শিক্ষা এমন হবে যাতে তা গ্রামীণ পরিবারসমূহ এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখে।

গ) নানাবিধ মূল্যবোধ ও জ্ঞানের মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রকৃতির পুরো ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা, যা সমাজ তৈরির কারিগরদের মধ্যে এবং সমাজের মানুষ ও তাদের পরিবেশের মধ্যেই বিদ্যমান।

ঘ) যে সমস্ত সমস্যা গ্রামীণ পরিবারসমূহ ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে চলেছে সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানে ভালভাবে জানা বা বোঝা, সুরক্ষা প্রদান এবং নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারই হল সুস্থায়ী উন্নয়নের নিশ্চিত পথ। আর এই সমস্ত উপাদানকে ভিত্তি করেই যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশের মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যা গ্রামীণ পরিবার ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে চলেছে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা।

ঙ) যৌথ পরিকল্পনামূলক কার্যক্রম রচনার লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষ, অ-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা।

## গ্রামীণ স্কুলের মান উন্নয়ন -

যদি আগের কথা ধরা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, গ্রামীণ স্কুলের মান উন্নয়নের ব্যাপারটা আজ অত্যন্ত

জরুরী। ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের লোকজন সরাসরি যে সুবিধা পেয়েছে তার জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজন নেই, কিন্তু শুরু করার ব্যক্তিটি কোথায়?

শিক্ষানীতির সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে, প্রয়োজনীয় পদ্ধতির রূপায়ণ করে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং তাদের হাতে শিক্ষার উপাদান প্রভৃতি তুলে দিয়ে কতিপয়ের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ অবশ্যই শুরু করে।

এটা সঠিক প্রেক্ষিত কিন্তু এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ নয়। প্রথমেই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অপেক্ষার মধ্য দিয়ে অন্য সম্ভাবনাগুলি দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিল।

স্বীকৃত মূল্যবোধের এবং বর্তমান শিক্ষকদের সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে এধরনের সুযোগের শুরু হয়। এই অন্য রাস্তাটি শীঘ্রই আরম্ভ হতে পারে। এটা যেমন কম মূলধনের ব্যাপার তেমনই আবার বিরোধিতাহীন। অথচ প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৈরি হয়ে অগ্রসর হওয়া যায়।

## ২. গ্রামীণ স্কুলের শিক্ষা পাঠক্রম

### মৌলিক শিক্ষা পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণা -

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা স্কুল, কলেজ, অ্যাকাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন, তাদের কাজকর্মকে এমনভাবে সংগঠিত করে যাতে তারা আগে থেকে ঠিক করে না রাখা একগুচ্ছ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্যগুলিকে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করা হয়। যেমন,

বিভিন্ন ধাপে বা শিক্ষাবর্ষ ধরে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি)

ক্ষেত্র ধরে (যেমন, অক্ষর, বিজ্ঞান, কলা)

বা বিষয়ভিত্তিক (যেমন ভাষা, অংক, ইতিহাস)।

সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত এই সমস্ত লক্ষ্যকে স্কুলশিক্ষা পাঠক্রম রূপে অভিহিত করা হয়। স্কুলশিক্ষা পাঠক্রমে প্রায়ই বিষয় সূচি লিপিবদ্ধ  থাকে বিশেষতঃ যখন লক্ষ্যকে সীমায়িত করা হয়।

উদাহরণঃ-

লক্ষ্যঃ-- 'বাস্তব জীবনের বাড়তি কারিগরি কৌশলের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা, লক্ষ্যই বলে, এটাই সব এবং বিষয়ের তালিকায় গাছ-গাছড়া সংযুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু লক্ষ্যের মধ্যেঃ সঠিকভাবে গাছগাছালির জগতের পদ্ধতি বোঝা দরকার। সীমাবদ্ধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু একজায়গায় জড়ো হওয়া গাছগাছালির পার্থিব পদ্ধতিটি বেশ বড় তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে অধ্যয়ন করার পক্ষে বিষয়টি বেশ জটিল। তাই লক্ষ্যপূরণের সহায়ক বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারের মধ্য দিয়ে বিষয়সূচিকে নির্দিষ্ট করার কথা বলা যেতে পারে। এ ধরনের উদাহরণের ক্ষেত্রে বিষয়সূচির সংক্ষিপ্তসার হবে ---- গঠনপ্রণালী অনুযায়ী গাছগাছালির শ্রেণীবিন্যাস, গাছগাছালির অংশবিশেষ, গুঁড়ি এবং পাতার কাজ, গাছগাছলির পুষ্টি পদ্ধতি এবং জলের প্রয়োজনীয়তা।'

এটাও দেখা গেছে বিষয়সূচির সংক্ষিপ্তসার লক্ষ্যের সাথে জুড়ে দেওয়ার কারণে পরবর্তী বিষয়টি বোঝার কাজটা সহজতর হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাসূচিকে লক্ষ্য ও বিষয়ের জৈব দেহ রূপে বর্ণণা করা যেতে পারে যা স্কুলের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

## মৌলশিক্ষা পাঠক্রম -

শিক্ষা পদ্ধতি যখন জাতীয়, বেশকিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত, পুরো পদ্ধতিটিই একটি মৌলিক শিক্ষা পাঠক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেটাকে শিক্ষাকাজে নিয়োজিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একগুচ্ছ নিয়মাবলী রূপে মনে করা হয়।

মৌলশিক্ষা পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত সমস্ত লক্ষ্য ও বিষয়সূচিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, কিন্তু যেখানে প্রয়োগের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেখানে সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি, এটাকে ঐ জায়গায় উপযোগী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এই উপযোগী করে নেওয়ার ব্যাপারটিকে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, যা যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রদেশ বা অঞ্চলগুলি বড় ধরনের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যগুলি তুলে ধরে। যাইহোক, মৌলশিক্ষা পাঠক্রম এই অদ্ভুত বিষয়গুলি ঢাকতে পারে না বা এটা করার জন্য প্রত্যাশাও করা যায় না। বরং উল্টোটাই করার কথা বলা হয়। মৌলশিক্ষা পাঠক্রম সাধারণ উপাদানের ভিত্তিতেই এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ঐ সমস্ত উপাদানসমূহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

## মৌলশিক্ষা পাঠক্রমকে উপযোগী করে নেওয়া -

স্কুল কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পদ্ধতিতে মৌল পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম পরিকল্পনা গড়ে তোলা যায়। এটা লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম যাতে যারা এই সমস্ত শিক্ষালাভ করছে তাদের প্রয়োজন এবং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভালভাবে সাড়া দিতে পারে। এটাকেই বলা হয় পাঠক্রমকে নিজেদের উপযোগী করে নেওয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা বিভাগীয় শাখাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

এইভাবে গ্রহণযোগ্য করে নেওয়ার ফলে পাঠক্রমের বৈচিত্র্য সব জায়গায় দেখা যায়। তারা সংশ্লিষ্ট বাস্তব অবস্থার অত্যন্ত কাছাকাছি কিন্তু একই ক্ষেত্র থেকে উৎপত্তির সুবাদে একে অন্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। এভাবেই পদ্ধতির ঐক্যকে ধরে রাখার পাশাপাশি এমন এক পাঠক্রম কর্মসূচি তৈরি করতে হবে যা বাস্তব অবস্থার অত্যন্ত কাছাকাছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই উপযোগী করে নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক সময় গ্রহণ করা হয় না এবং আঞ্চলিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত পাঠক্রমের পরিবর্তে জাতীয় মৌল পাঠক্রমকেই সকল স্তরে গ্রহণ করা হয়। আর এক নেতিবাচক পরিণাম ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ক্ষতি করে। বিশেষত যখন উপযোগী করে নেওয়া যায় না এমন কোন পাঠক্রমের সাথে শিক্ষকদের কাজ করতে হয় তখন তারা কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক। আশেপাশের বাস্তব অবস্থার সাথে পাঠ্যসূচির সামঞ্জস্য খুঁজে না পাওয়ার ফলে তারা মাঠ পরিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সক্রিয় কারিগরি দিকগুলি ব্যবহার করতে পারেন না। মৌখিকভাবে বর্ণনা করার কাজের মধ্যেই তাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা যে নিজেদের শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রকৃতই একজন স্থপতি হয়ে উঠতে পারে সেটাকে গুরুত্বই দেওয়া হয় না।

খ। বাস্তব জীবনচিত্র, যার সাথে ছাত্রছাত্রীদের কোন সংস্পর্শ নেই, সেটা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শিক্ষা উপকরণ তাদের প্রয়োজন-- যেমন, পরিদর্শন করা, ছবি, স্লাইড প্রভৃতি তাদের কাছে থাকে না। যেহেতু এই সমস্ত উপকরণ তাদের কাছে থাকেনা তাই তাদেরকে সাধারণত মৌখিক বর্ণনার উপরই নির্ভর করতে হয়।

গ। যখন দেখা যায় যে, যা শেখানো হচ্ছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তখন তারা না পারে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে, না পারে আশপাশের পাড়া-প্রতিবেশীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হতে।

ঘ। অংশগ্রহণের জন্য নয়, ভিন্নপথ অবলম্বনের জন্য তাদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার মোকাবিলা

করতে হয়। বিষয়বস্তু থেকে মনঃসংযোগের অভাবের ফলে তাদের আচরণটাই এমন হয় যে তারা মনে করে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাটাই বাইরের বিষয়। এরফলে অনেক শিক্ষকই গ্রামের ছেলেমেয়েদের নেতিবাচক মূল্যায়ন করেন। যেমন, ওরা অলস প্রকৃতির, আগ্রহ নেই, তাদের খুব সামান্যই মনোযোগ দেওয়ার সামর্থ রয়েছে প্রভৃতি।

ছেলেমেয়েরা গ্রহণযোগ্য করে নেওয়া যায় না এমন পাঠক্রমের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকা বা ছোট শহরভুক্ত এবং এমন অঞ্চলভুক্ত যার সাথে মূল অঞ্চলের বৈসাদৃশ্য বর্তমান। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক দিকগুলি হলঃ

- ছাত্রছাত্রীরা বাইরের বিষয়যুক্ত এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার শরিক হচ্ছে যার সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই।
- অনেকগুলি বিষয়, যা তাদের শেখানো হচ্ছে, সেগুলি তাদের কাছে অপরিহার্য নয় কারণ গ্রামের ছেলেমেয়েদের বাস্তব অবস্থার সাথে সেগুলি কোনভাবেই খাপ খায় না।
- অন্যান্য বিষয় যেগুলি তাদের আশেপাশের জগতে ঘটছে এবং যেগুলি তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সেগুলিই পাঠ্যসূচির বাইরে থেকে যাচ্ছে।

শিক্ষা যদি শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার উপর ভিত্তি করেই চলে তবে তা কখনও ভাল শিক্ষা হয় না। শুধুমাত্র মৌখিক জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য ও আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার কাজটা বেশ কঠিন। ছাত্রছাত্রীরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না। উপরন্তু কম নম্বর পাওয়া, বারবার পরীক্ষায় বসা, কোন কারণ ছাড়াই স্কুলছুট হওয়া প্রভৃতি প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়।

## মৌলিক পাঠক্রম উপযোগী করে নেওয়ার পদ্ধতি

### প্রাথমিক বিবেচনা -

একটি মৌলিক পাঠক্রম দু'ভাবে গ্রহণযোগ্য করে নেওয়া যায়। প্রথমটি হল, ছাত্রছাত্রীদের বৈশিষ্ট্য সমূহ ভালভাবে শুনে তাদের সঙ্গে কাজ করা। দ্বিতীয়টি হল অঞ্চলের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বিবেচনা করে কাজ করা।

### ১। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত শর্ত অনুযায়ী পরিবর্তন

যখন মৌলিক পাঠক্রম-খসড়া তৈরি হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি আদর্শ জীবন-পঞ্জী ব্যবহার করা হয়। সেটি ছিল গড়-পড়তা আদর্শ পঞ্জী। স্বাভাবিকভাবেই, এমন অনেক ছেলেমেয়ে রয়েছে যারা উপরের স্তরে আছে, আবার অনেক ছেলেমেয়েরা আজও নিচের দিকে রয়েছে। তাই একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম উপযোগী করে নেওয়ার জন্য যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাথে কাজ করা হবে তাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সমূহ জানতে হবে।

এই সমস্ত পরিবর্তনকে সব সময়েই স্বাগত। যে স্তরের ছেলেমেয়েদের পাঠক্রম তৈরি করা হবে তা যেন প্রকৃতই তাদের কাজের উপযোগী হয় এবং লক্ষ্যটাও যেন তাদের নাগালের মধ্যে থাকে। যে লক্ষ্যের কাছে তারা পৌঁছতে পারবে না এমন লক্ষ্য যেন তাদের জন্য স্থির করা না হয়।

### ২। পরিবেশের প্রকৃত ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন

প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাই তারা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় সেগুলিও ভিন্ন ধরনের হতে

পারে। তাদের পরিকল্পনা তৈরি এবং যে বিষয়গুলি তারা ইতিমধ্যে অর্জন করেছে সেগুলিও বিশেষ ধরনের। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, অঞ্চল ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলিই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলকে পৃথকীকরণ করে নিজস্ব সত্তাকে ধরে রেখেছে। এইভাবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, অঞ্চলের কাজকর্মের নিরিখে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম তৈরিতে সমর্থ হওয়ার মধ্য দিয়েই মৌলিক পাঠক্রমকে পুনর্গঠিত করতে হবে।

## ৩। পরিবর্তনযোগ্য উপকরণসমূহ

যখন পাঠক্রমকে উপযোগী করে নেওয়া হয় তখন প্রধানত পাঠক্রমের লক্ষ্যকেই পরিবর্তন করা হয়।

যথাযথ পরিবর্তনের সূচনা করতে পাঠক্রমের লক্ষ্যের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

- দক্ষতা
- গুণমান স্তর
- বিষয়

- দক্ষতা বলতে বোঝানো হয়, একটি শিশু লেখা, আঁকা, বীজ বপন করা প্রভৃতি বিষয়ে নিজের দক্ষতাকে বিকশিত করতে পারে।
- একজন ছাত্র/ছাত্রীর দক্ষতা এমন স্তরে পৌঁছাবে যেখানে সে পরিষ্কারভাবে লিখতে পারবে, সঠিকভাবে আঁকতে পারবে এবং সারিবদ্ধভাবে বীজ বুনতে পারবে প্রভৃতি।
- বিষয়বস্তু এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার উপর নির্ভর করে ছাত্র বা ছাত্রীটি তার দক্ষতাকে তুলে ধরতে পারবে। যেমন খুব সাধারণ ভাষায়, পরিষ্কার বিষয়টি লেখা থাকবে, একটি ফুলের অংশবিশেষ সঠিকভাবে আঁকা থাকবে, সারিবদ্ধভাবে গাছের বীজ বোনার চিত্র থাকবে ইত্যাদি।

প্রায়শই এই তিনটি উপকরণ সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। এমনকি সঠিকভাবে বলাও হয় না। ছাত্রছাত্রীদের জানার স্তরের গুণগত মানদণ্ড যাচাই করা হয় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। যেমন ০ – ৯ এর মধ্যে কত পেল। প্রায়শই এমনটা দেখা যায় যে, উপকরণগুলিও পরপর সাজানো থাকে না। 'যেমন – সমস্যার সমাধান কর বাস্তব জীবনের গুণ-ভাগের কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে' – এমন বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক পাঠক্রমের বিষয়বস্তুতে স্থান পায় না। তথাপি, যাইহোক না কেন, এমন প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে চিহ্নিতকরণ এবং অন্তর দিয়ে বোঝার ক্ষমতাটুকু লক্ষ্যের একটা বড় অংশ হয়ে উঠতে পারে।

এই সমস্ত উপকরণসমূহ চিহ্নিত হওয়ার পরই পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। এই পরিবর্তন সমূহকে গুণগত মানের স্তরে বা বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রায়শই দক্ষতা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ সাধারণ ভাষায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে নিজের ভাবনা প্রকাশ করে সেটাই তার লক্ষ্য। কিন্তু এটা যদি কোন ছাত্র-ছাত্রীকে এভাবে বলা হয় যে, আমরা যেটা বলছি সেটা তুমি স্পষ্টভাবে লেখ তাহলে তার লক্ষ্য পূরণের চাহিদাটা একটু ধাক্কা খাবে। কেননা সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে এটা বলা হয়নি যে, তুমি যেটা লিখেছিলে সেটাই একটু পুনর্গঠন করে লেখ। এক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র বা ছাত্রী নিজেদের শিক্ষাকে এভাবে সীমায়িত করে রাখছে যে তাকে যেটুকু বলা হচ্ছে সেটুকুই লিখছে।

দ্বিতীয়টি হল, পরিবর্তনটা অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন বলা হল, তোমার ভাবনাটা তুমি স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সাধারণভাবে লেখ। লেখায় যেন কোন বানান ভুল না থাকে। স্বভাবতই এখানে প্রকৃত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোন চাহিদার কথা বলা হল না, শুধু বানান ভুল না থাকার কথাই সংযোজিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত স্তরের পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যেখানে বাস্তবই পরিকল্পিত রূপে বজায় থাকল এবং পাঠ্যসূচিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করা হল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মৌলিক পাঠক্রমে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত মূল তথ্যের লক্ষ্য সিলেবাসের মাধ্যমে বিষয়বস্তুতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইভাবে 'মহাদেশের অবস্থান, পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধের দূরত্বের পরিমাপ, বর্তমান সীমা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের বড় মাধ্যম। কিন্তু এটাই বিবেচনার বিষয় যে, এখানে কিছু পরিবর্তন করতে হবেঃ' উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধের বিস্তারিতভাবে জানার প্রয়োজন নেই। যেটা করতে হবে সেটা হল, দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগসূত্রের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা। সুতরাং লক্ষ্যকে না ছুঁয়েই সিলেবাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে যা দাঁড়াল—তা হল, 'মহাদেশের মধ্যে দেশের অবস্থান, বর্তমান সীমা, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগের পথ, তাদের সঙ্গে এলাকার মধ্যে বাণিজ্য'-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ।

তাহলে এর ভিত্তিতেই আমরা আগের তথ্যের পুনরাবৃত্তি করতে পারিঃ উপযোগী করে নেওয়াটাই হল পুনরায় মানিয়ে নেওয়া যা প্রধানত মৌল পাঠক্রমের 'লক্ষ্য' এবং 'বিষয়'। পুনরায় মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি স্থানান্তর, যুক্ত করা বা দু'টি উপাদানেরই অপসারণ করা নিয়ে গঠিত।

পদ্ধতি -

পাঠক্রমকে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়ার ধাপগুলি হলঃ-

- উপযোগী করে নেওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু সমূহ পর্যালোচনা করা।
- নির্বাচিত লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু সমূহ পুনরায় অঙ্কন করা।

ব্যবহারের উপযোগী বৈশিষ্ট্য সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রধান কাজ হল, যে পরিবর্তনের কথা ভাবা হচ্ছে তার অর্থ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত করা। এটা করলে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়ার পর মৌল পাঠক্রমের চূড়ান্ত অবস্থান কী থাকবে তা বর্ণনা করা হবে।

উদাহরণঃ মৌলিক পাঠক্রম পরীক্ষা করার সময় আমরা বলতে পারিঃ 'এই মৌলিক পাঠক্রমে সমাজে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়নি। অতএব মৌলিক পাঠক্রমকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তি হিসাবে পুরুষদের মতো মহিলাদেরও সমাজে সমান অধিকার রয়েছে। একইভাবে কোন সম্প্রদায়ের পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে মহিলাদের যে ভূমিকা রয়েছে সেটাও দেখতে হবে। এটা করার মধ্য দিয়েই আমরা বৈশিষ্ট্য সমূহকে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়ার একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি।

মুখবন্ধ হিসাবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ দলিলটিকে যত্নের সঙ্গে পুনরায় পড়া হয়।

উদাহরণঃ একটি সিলেবাস বলেঃ পরিবেশ গঠনের প্রধান উপকরণঃ উপত্যকা, পর্বত, নদী। এটাই যথেষ্ট, কিন্তু আমরা যদি শিক্ষাদানের মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে চাই, তাহলে আমাদের আবহাওয়ার ব্যাপার ( তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাস প্রভৃতি), মাটির ব্যাপার (শক্ত মাটি, বালিমাটি প্রভৃতি) এবং শাক-সবজির ব্যাপারগুলি যুক্ত করতে হবে। আগে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা ব্যবহার উপযোগী করে নিয়েছিলাম সেগুলি নিয়েই চলছিল, কিন্তু এইবার এই সমস্ত বিষয়কে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটাই হল তফাত।

### বাড়তি পর্যবেক্ষণ -

প্রয়োজনে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহকে ব্যবহার করে সব সময় পুনর্বার সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সংস্কৃতিকে পুনর্যাচাইয়ের ব্যাপারে পাঠক্রম নির্দেশিত করাটা উৎসাহের বিষয় হতে পারে। এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মৌলিক পাঠক্রম অঙ্কন, বাড়ির প্রথা, ধর্মীয় আবেগ প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আলোচনায় আসার সুযোগ করে দিতে পারে।

কঠোরভাবে বলা যায়, সমস্ত বিষয়গুলিকে সাধারণতঃ ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়া হয় না। যখন এটার প্রয়োজন পড়ে তখন নানাভাবে এটা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এমন ঘটনা তো ঘটতেই পারে যেখানে ভাষার পাঠক্রমকে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়া হল, কিন্তু অঙ্কের মৌলিক পাঠক্রম অপরিবর্তিত থাকল। এমনটাই তাহলে প্রকাশ্যে এল যে, একটি নির্দিষ্ট ধারাকে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়ার লক্ষ্যে বৈশিষ্ট্য সমূহকে প্রয়োগ করা হল এবং অন্য একটি অপরের জন্য থাকল।

যাইহোক, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়ার ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের ক্ষতি করে না, উপরন্তু ফল পাওয়া যাচ্ছে এমন পরিকাঠামোর সমতা রক্ষা করে। এটা ভুললে চলবে না যে, শেষোক্তটি মৌলিক পাঠক্রমের উদ্দীপনা এবং নির্দেশ দেওয়ার স্বভাবকে অবশ্যই ধরে রাখে। এইজন্য সামান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বিবেচনা করা হবে এবং মূল্যবান, দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তাব সমূহকে গ্রহণ করা হবে।

## ৩। গ্রামীণ এলাকায় পাঠক্রমকে উপযোগী করে নেওয়া

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ স্কুলগুলি নিবিড়ভাবে কাজকেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলার আহ্বান জানায় কারণ মৌলিক পাঠক্রমটি ভীষণভাবে শহুরে মানুষদের দিকে ঝুঁকে থাকে। স্কুলশিক্ষার বিষয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সবচেয়ে যে বড় প্রচেষ্টাটি গড়ে উঠেছে তা হল বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক ভাষাভাষি লোকেদের কথা বোঝার জন্য দ্বিভাষাক্রমকে (অর্থাৎ যিনি বলবেন এবং যিনি শুনে প্রতিক্রিয়া জানাবেন) এবং আন্তঃ-সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচিকে ব্যবহার উপযোগী করা হচ্ছে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবেশ ও প্রকৃতি শিক্ষার উপকরণসমূহকে এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য সম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, একেবারে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার আগে শিক্ষা প্রস্তুতি, কলেরা প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল পিতৃত্ব প্রভৃতি নিয়েও বয়স্ক মানুষদের জন্য নির্দেশিত কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে।

### গ্রামীণ স্কুলে বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা -

উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্যা এবং তার সুস্থায়ী ব্যবহার – এই গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী বিষয়টিকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথভাবে পড়ানো প্রয়োজন। অনেক দেশের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র শিক্ষাকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলার জন্য।

আমাদের প্রচেষ্টা হবে এই বইয়ের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা। একক শব্দগুচ্ছ দিয়ে এটিকে সংক্ষিপ্তকরণ করা যেতে পারেঃ বাস্তুতন্ত্র  শিক্ষার মূলকথা হল, কীভাবে পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে বাস করা যায়। এই একাত্মতার মধ্য দিয়ে এটাও দেখানো যায়, মানুষের কাজ পরিবেশের সাথে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এটাও ব্যাখ্যা করা যে, আমরা বর্তমানে যা করছি তার উপর পরিবেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। আমরা আজকের দিনে স্থলভাগের যে দৃশ্য দেখতে পাই তা মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফল, যা ভুল কারিগরি কৌশল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে।

গ্রামীণ পৃথিবীতে পরিবেশের স্থান বা গুরুত্ব জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে আরও কিছুটা বেশি। কৃষি এবং প্রাণীপালনই যাদের মূল জীবন-জীবিকা সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পরিবেশ একটি প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎস রূপে চিহ্নিত। যারা গ্রামে বাস করেন তাদের কাছে পরিবেশের অর্থ হল মাটি, জল, উদ্ভিদ– যেগুলির বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য তাদের বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য রসদের যোগান দেয়। এই পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসংযত আচরণের ফলস্বরূপ প্রকৃতিও আজ দুর্বিনীত হয়ে ওঠার সাহস দেখাচ্ছে – যেমন অসময়ে ঝড়-বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সহজে মাটির ক্ষয় প্রভৃতি। আর এই প্রতিকূলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, কৃষিভিত্তিক জীবন-জীবিকায় যুক্ত মানুষের দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়া। বছরের মাত্র তিন-চার মাস জল থাকে তারপর বাকি সময়টায় চলতে থাকে জলের কষ্ট। বিভিন্ন প্রদেশে পরিবেশ-প্রতিকূলতার কারণে উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি না পাচ্ছে মাটির সুরক্ষা দিতে, না পাচ্ছে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠের প্রয়োজন মেটাতে।

মানুষের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। জনজীবনে পরিবেশের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে মানুষকে অবশ্যই পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে পড়াশুনা করতে হবে, কারিগরি দিকগুলি জানতে হবে, সকলকে সচেতন করতে হবে, মানুষকে অবশ্যই সম্পদ রূপে পরিবেশের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং এই অমূল্য সম্পদের ক্ষতি কীভাবে আটকানো যায় তা নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হবে। চারটি মৌলিক ধারণার নিরিখে এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে –

- পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এবং বর্তমানে যেভাবে পরিবেশ শোষণের শিকার হচ্ছে –এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ককে ভালভাবে বুঝতে পারা।
- নিজের আশপাশের জিনিসগুলিকে ভাল করে জানা এবং বোঝা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে সুখে শান্তিতে যাতে থাকা যায় সে ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া।
- দৈনন্দিন জীবনে এ ব্যাপারে যাতে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- পরিবেশের ক্ষতি না করে যথাযথভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া।

## বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা এবং মৌলিক পাঠক্রম -

উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকৃতি ও পরিবেশ শিক্ষার মৌলিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিষয়সূচির পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কার করতে হবে মূলত প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখায়। সংক্ষেপে বলা যায়, পরিবেশ এবং মানুষের দ্বারা তার ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্কিত বিষয়সূচিকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে এই দুটি বিষয়ই অগ্রাধিকারের তালিকায় পড়ে।

কিন্তু বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা উল্লিখিত বিষয়গুলিতে সীমায়িত নয়। পেশাগত বা খামার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বা অনুরূপ কোন বিষয় যার মূল লক্ষ্য হল কাজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, যেগুলি বাস্তুতন্ত্র শিক্ষার সাথে যুক্ত। এর যুক্তি খুবই সহজ সরল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী গ্রামীণ পরিবেশে পড়াশুনা করছে তারা অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহারের ধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলবে। এইভাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে বৌদ্ধিক জ্ঞানার্জন ও কৌশল শিক্ষা ছাড়াও সংরক্ষণ কাজটা কীভাবে করতে হবে তার কৌশলগুলিও আয়ত্ত করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই সমস্ত কৌশলগুলি হল, জমির ক্ষতি না করে চাষবাস, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও জৈব কীটনাশকের উৎপাদন, শস্য সুরক্ষার গাছ ও জঙ্গলের উৎপাদন প্রভৃতি। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলি ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে এবং মৌলিক পাঠক্রমের মধ্যেও বিষয়টি প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্র শিক্ষা চিরদিনই বর্তমান থাকবে এই কথাটি কোনভাবেই ভুললে চলবে না। পর্যালোচনা মূলক প্রতিবেদন বা কর্ম পরিকল্পনা, যাই হোক না কেন, পরিবেশের সম্পর্কের ব্যাপারটা অবশ্যই আসবে।

পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপযুক্ত উপায় হল, ছেলেমেয়েদেরকে তাদের পরিবারের সহায়তায় পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ছোট ছোট প্রকল্পের কাজ হাতে কলমে শেখানো। এই সমস্ত প্রকল্পে সেই সমস্ত সমস্যাগুলি উল্লিখিত থাকবে যেগুলি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করছে। আর এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্কুলের অবদানই বড় ভূমিকা পালন করবে।

একটি উদাহরণঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষজন তাদের নিকটেই অবস্থিত একটি ছোট টিলার পাশ দিয়ে বৃষ্টির জল যাওয়ার নালা তৈরি করলেন। উদ্দেশ্য হল বৃষ্টির জমা জল একজায়গায় জমা করে না রেখে তাকে নালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে মাটির উপরিভাগের নিচের স্তরকে ভিজে রাখা। যেহেতু এই কাজটা অত্যন্ত ভারী ধরনের তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বড়রাই কাজটা করলেন। আবার এক্ষেত্রে দেখা গেল, যে নালা কাটা হল তাতে তার দু'পাশে মাটির ক্ষয় হচ্ছে তা ঠেকানোর জন্য জংলা গাছ-গাছালি লাগানো প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এখানকার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরাই কিছু কিছু জংলি গাছ-গাছালি লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করতে পারে। এই সমস্ত ছেলেমেয়েরাই তো এটার উপর ভিত্তি করে তাদের স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায় একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। শিক্ষকরাই এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট নার্সারি করবে, পছন্দমত গাছ-গাছালির বীজ সংগ্রহ করবে, প্রয়োজনে চারা তৈরির কাজ হাতে নেবে এবং সেই চারা মাটিতে পুঁতে গাছ তৈরি করবে।

গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ধরনের অনেক প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। (এই বইয়ের পরিশিষ্ট ২-এ তাদের তালিকা দেওয়া আছে)।

## ৪। গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি

আমরা আগের অধ্যায়ে গ্রামীণ স্কুলগুলির রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

সর্বোপরি লক্ষ্য, বিষয় এবং পদ্ধতিতে অবশ্যই পরিবর্তন আসা উচিত। এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে এমনভাবে যুক্ত যে, অন্যটিকে প্রভাবিত না করে একটিকে সংশোধন করা যায় না।

গ্রামীণ স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান পদ্ধতির এমন পরিবর্তনই বাঞ্ছনীয় যেখানে পরিবেশ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাঠ্যসূচিতে উপযুক্ত স্থান পাবে। যদি বিষয় ও লক্ষ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়া যায় তাহলে সক্রিয়ভাবে বিষয়-পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজ হবে এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্যম ও উৎসাহের সাথে কাজে হাত লাগাতে পারবে। যদি তাদেরকে এভাবে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়া না যায় তাহলে শুধুমাত্র মৌখিক ব্যাখ্যাই সার হবে, কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। গ্রামের বাস্তব অবস্থার সাথে যখন পাঠ্যসূচির মেলবন্ধন ঘটবে তখন শিক্ষাদান পদ্ধতির অনেক নতুন অভিমুখ খুলে যাবে। পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সুযোগ নেওয়া সহজ হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের দরজা খুলে যাবে।

উদাহরণঃ যদি পাঠ্যসূচিতে এমনটাই থাকে যে, এই অঞ্চলের পরিবেশে প্রায়ই ঘটতে থাকা গ্যাসট্রিক এবং শ্বাসজনিত রোগের বিষয়টাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা রোগের লক্ষণ এবং রোগের অগ্রগতির বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পারবে। কারণ তাদের কারুর কারুর বা পরিবারের লোকেদের মধ্যে তারা এই অসুখের লক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছে। তাই কোন্ ধরনের গাছ-গাছালি দিয়ে এই অসুখের চিকিৎসা করা যায় সেটি চিহ্নিত করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর নয়। এবার তারা রাজ্যের নানা জায়গা থেকে বেশ আনন্দের সঙ্গে এই সমস্ত মূল্যবান ওষধি গাছের নমুনা সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে। আবার একজন ব্যক্তি যিনি গ্রামে থাকেন এবং ভেষজ ওষুধ সম্পর্কে জানেন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমস্ত স্থানীয় ভেষজের সুপরিকল্পিত একটি ধারণা দিতে পারেন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান উপদেশও দিতে পারেন।

তাছাড়া ওষুধের দোকানে যে সমস্ত ওষুধপত্র পাওয়া যায় সেগুলি কী এবং কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। আবার ছেলেমেয়ে এবং স্থানীয় গোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে বড় করে আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

## পঠন-পাঠনের ধারণা -

পঠন-পাঠন এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌখিক আলোচনাই যথেষ্ট নয়। ভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাদান যদি এমন হয় যে, শিক্ষক জ্ঞান বিতরণ করছেন, যারা শিখছে তারা তা গ্রহণ করছে এবং জ্ঞানার্জন করছে ; হয়ত মৌখিকভাবে এটা পর্যাপ্ত হতে পারে কিন্তু অডিও-ভিস্যুয়াল অর্থাৎ দেখা যাবে এবং শোনাও যাবে এমন উপাদান ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষাদান আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে শিক্ষাদান করা হচ্ছে তাতে কিন্তু এই পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটছে নাঃ কোন বিষয় শেখাটা আক্ষরিক অর্থে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাতে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য যে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে।

শেখাটা হল আসলে কোন জিনিস জানা এবং পড়ার সময় তা বুঝে বুঝে পড়া। এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে থাকছে বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঁকা, বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ, বিষয়টির পরীক্ষা, শিক্ষকদের ব্যাখ্যা শোনা, কিছু বিষয়ে উপসংহার টানা, একের নিজস্ব উপসংহারের সাথে অন্যদের বৈপরীত্য, বিষয়ের উল্লেখপূর্বক পাঠ্যপুস্তক পড়া প্রভৃতি।

এটি হল নৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যা লাভ করা হয়েছে তার বাস্তবভিত্তিক ধারণার একটি সংগঠিত অংশ।

উদাহরণঃ একটি শিশু যখন একটি গাছের গঠন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সেই গাছটিকে অন্য গাছের সাথে তুলনা করতে পারে, শিশুটি যখন বই এবং শ্রেণীকক্ষের আঁকা দেখে কোন গাছের গঠন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে পারে, সে যখন স্কুলের আশেপাশে এধরনের গাছ আছে কিনা খুঁজে চিহ্নিত করতে পারে, সে যখন তার খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলির উপর প্রতিবেদন তৈরি করে অনুমোদন বা সংশোধন করার জন্য শিক্ষকের কাছে জমা দিতে পারে, সে যখন বুঝতে পারে যে অন্য ছাত্ররাও এধরনের উপসংহারে পৌঁছতে পারে, তাহলেই বুঝতে হবে উক্ত শিশু বা ছাত্রটি মূল্যবান বাস্তব শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া ছাড়াও কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, কীভাবে প্রশিক্ষণের উপকরণগুলি ব্যবহার করা যায়, কীভাবে অন্যদের সাথে কাজ করা যায় প্রভৃতি বিষয় সে শিখছে। কয়েকটি টুকরো টুকরো তথ্য জানলে সেটি কাজের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে। কিন্তু সে যদি শিক্ষার কৌশলগুলি উন্নত করার ব্যাপারটা রপ্ত করতে পারে তাহলে সেগুলি সে নিঃসন্দেহে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

সত্যিই শিক্ষাকে যদি এভাবে ধারণ করা যায়, তাহলে অবশ্যই এটা মানতে হবে যে, প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বিষয় অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শুরু হওয়া প্রয়োজন। শেখা বা জানার ব্যাপারটা হল আসলে কোন বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা, তাকে হাতে-কলমে ব্যবহার করা, তাকে অন্যের সাথে তুলনা করা। শেখার ব্যাপারটাই হল আসলে কোন ঘটনার পর্যবেক্ষণ করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, উপসংহার টানা, তাদেরকে সম্পর্কিত করা, ঘটনার উপর একজনের নিজস্ব রায় তৈরি করা।

## শিক্ষকের ভূমিকা -

স্কুলে পর্যবেক্ষণের কাজে যুক্ত থাকাঃ এটা একটি পর্যবেক্ষণ যে, স্কুলে ছাত্রটি একই কাজ অন্যদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছে, যারা একই ফল অর্জন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকই হলেন প্রধান সাথী। তিনিই শিক্ষা পাঠক্রম তৈরি করবেন, সেগুলিকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে পরিচালন করবেন এবং পরিশেষে ফলাফলের

কাঠামোর ব্যপারে নির্দেশ দেবেন।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকার কী ধরনের পরিবর্তন হয়? এটা এমন নয় যে, এই ভূমিকাকেই বাতিল করা হল, এটাকে ভিন্ন কাজে নেওয়া হল। যখন পাঠপ্রণালী বা পাঠপদ্ধতি বাস্তবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, যখন এটাকে জানা বা বোঝার জন্য এটার উপর কাজ করার প্রয়োজন হয়, তখন শিক্ষককেই কর্মনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনিই তখন সত্যিকারের 'পেডাগিগ' অর্থাৎ (স্কুল শিক্ষকের) ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'পেডাগিগ' একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হল,' তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ছেলেমেয়েদের একাধারে পরিচালক, আবার অন্যদিকে কাজকর্মের নির্দেশক।'

এই ধারণা থেকেই একজন শিক্ষক উপলব্ধি করতে পারেন, ছাত্র-ছাত্রীরা কী প্রত্যাশা করছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তিনি এটা বলতে পারবেন না। তিনি তাদেরকে একটি সমস্যার কথা বললেন, তাদেরকে সে ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিলেন, তাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যাতে কিছু মতামত দিতে পারেন সে ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং এমনকি তারা আংশিক ফলাফলের বিষয়ে আলোচনাও সেরে নিলেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করলেন এবং কীভাবে সেগুলি পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারেও কিছু সূত্র দিলেন।

এটাই স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েরা যে উপসংহার টানছে তা মূলত প্রাথমিক শুরুর দিক বলা যেতে পারে। কদাচিৎ তাতে জ্ঞানের অধিক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা তাদেরকে অন্যদিকে নিতে পারে। ছেলেমেয়েরা যেটুকু জেনেছে তার উপর ভিত্তি করে তিনি এমনভাবে তথ্য সংগঠিত করবেন যাতে মনে হবে তার মধ্যস্থতার ফলেই ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণের পরিধির বিস্তৃতি ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে তার ভূমিকা শুধুমাত্র কোন জিনিসকে জীবন্ত করা বা ফুটিয়ে তোলা নয়, তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে কথোপকথনের অভ্যাস গড়ে তুলবেন এবং তারা যেটুকু জানে সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সম্মতি দেবেন।

আগাগোড়াই দেখা যায়, কিছু সময়ের জন্য স্কুলের কাজঃ  উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, দু'মাস স্কুলের কাজকর্ম অর্থাৎ পড়াশুনা শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে আসা হয় না। না তাদের গোষ্ঠিভিত্তিক কোন কাজ করানো হয়, বা এককভাবে কিছু করানো হয়। স্কুলের কাজকর্ম হবে এমন যেখানে শিক্ষক কিছু জিনিস পঠন-পাঠনের মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়ায় সেটাই ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে চলে আসল এবং ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে কিছু শিখলো এবং সেখানে শিক্ষকও উপস্থিত থাকলেন।

এই নতুন ধারার অর্থ হল ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। তাদেরকে এই বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ এমন একটি গোষ্ঠী রূপে না দেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। তারা অবশ্যই শান্তভাবে থাকবে যাতে তারা সব কিছু শিখতে পারে। শহরে প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটে, এমনকি দেশের আশেপাশেও ঘটে, যেখানে কতিপয় শিক্ষকের গরিব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মনোভাবটা সামনে চলে আসে।

মাঝে মাঝে অনেক বিষয় তাড়াতাড়ি ভাবে শেখানো হয়। কিন্তু দেশের ছেলেমেয়েদের সাথে কাজ করার সময় এই তাড়াতাড়ি করাটাই অধৈর্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক্রমের বিষয়সূচি তাদের কাছে বিদেশীয় বলে মনে হয়। ফলে তারা সহজে বিষয়টি শিখতে পারে না। তারা যে বিষয় বা ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে সেটা যদি তাদের কাছে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরের বলে মনে হয় তাহলে তারা কীভাবে বিষয়টি শিখবে? গ্রামের একটি ছেলেমেয়ের পক্ষে সমুদ্রের ধারণা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকা সম্ভব। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের এমন সমস্ত সম্পদের সাথে পরিচিত হতে হয় যেগুলি তাদের কাছে অপরিচিত এবং কাজের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নয়। এই সমস্ত অজানা বিষয় নিয়ে যে তারা  লেগে থাকবে সেটাও সময়ের অভাবে হয় না। গ্রামের একটি শিশুকে স্কুল শিক্ষার বাইরেও অনেক কাজ করতে হয়। তাকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যেতে হয়। বাড়ির ছাগল গরু দেখতে হয়, ছোট ছোট

ভাই বোনেদের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। তাহলে তারা কীভাবে স্কুলের কাজগুলি বাড়িতে করতে পারে?

গ্রামের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের ভাণ্ডার -

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এটা ভাবতে হবে যে গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শহরের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো একই রকম গুরুত্বের অধিকারী। এখানে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাগুলি আলাদা হতে পারে। আসলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা গ্রামের জগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জানে। কারণ সে গ্রামে থাকে এবং গ্রামে কাজ করে।

এই কারণে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা বর্তমান। প্রকৃতি তার কাছে শুধুমাত্র একটি দৃশ্য নয়, এটি তার কাজের ক্ষেত্র।

গ্রামের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পরিধি যাচাই করবার পাশাপাশি সেটাকেই তাদের শেখার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এই জ্ঞানের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তাকে আরও জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষাদানের কাজকর্ম -

আগেই বলা হয়েছে, স্কুলের সময়েই শুধুমাত্র শিক্ষার কাজকর্ম চলে। কিছুটা হয় শ্রেণীকক্ষের ভেতরে, আবার কিছুটা হয় শ্রেণীকক্ষের বাইরে। গ্রামের স্কুলে এটাই যথেষ্ট নয়।

গ্রামের স্কুলে যথাযথ কাজগুলির ব্যবহারিক কাঠামোর ধরন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আবারও তা বলা হলঃ -

- কোন বিষয় প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে বলা।
- কোন নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের নিয়ে গিয়ে কোন বিষয় প্রদর্শন করার পাশাপাশি সেই বিষয় নিয়ে বোঝানো। যেমন কেন এমন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, কী কী জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে প্রভৃতি।
- প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ।
- অঙ্কনে সহায়তা করা।
- মডেল সহ কাজ করা।
- কাজের পথ নির্দেশ করা।
- স্থানীয় এলাকার গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করা এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের দিয়ে কোন বিষয় প্রদর্শন করানো।
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে কাজকে সম্পর্কিত করা।
- পরিস্থিতি জনিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।
- পথ নাটকের ব্যবহার, সেখানে কোন বিষয়ে দর্শকরাও অভিনয় করে বোঝাতে পারবেন।
- গোষ্ঠীর লোকেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নানা ধরনের গল্প শোনার ব্যবস্থা করা।
- কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা পড়া।
- বয়স্কদের সাথে কোথাও গিয়ে কোন কাজ সম্পর্কে তদন্ত করা অর্থাৎ সবিস্তারে জানা।

- উৎপাদনমুখী কাজকর্মে প্রতিদিনের অংশগ্রহণ, যা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে।

প্রত্যেকটি শিক্ষাদান পর্বকে তিনটি পৃথক অধ্যায়ে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারেঃ -

- সূচনা বা প্রারম্ভিক অর্থাৎ শুরু করার অধ্যায়।
- প্রকৃত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পড়াশোনার অধ্যায়।
- অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাঠামো তৈরির অধ্যায়।

প্রারম্ভিক বা শুরুর অধ্যায়ে ছেলেমেয়েরা কোন বিষয় সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে বা শিখেছে তা প্রদর্শন করবে। আবার যে বিষয়টি তারা পড়তে যাচ্ছে সেটাও একইভাবে প্রদর্শন করবে। এই পদ্ধতি মেনে চললে তাদের ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক কাজটি শুরু করবেন। তারপর ছেলেমেয়েরা তাদের গোষ্ঠীর মানুষের বা পরিবারের সদস্যদের কাজকর্ম দেখে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার বর্ণনা দেবে। এই কথোপকথন শেষ হলে ছেলেমেয়েদের আলাপ আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলি বেরিয়ে এল সেগুলির ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত লেখা তৈরি করা হবে। বিষয়টিকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা এখন কতটুকু জানে সেই বিষয়টিও উঠে আসে। এরফলে পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলোর মুখোমুখি হওয়া সহজ হবে। এই অধ্যায়টি শিক্ষকদের পরীক্ষামূলক মূল্যায়ন বিষয়টি যথাযথভাবে বোঝার ক্ষমতা বাড়াবে এবং তিনি তার  পরবর্তী কাজের একটি বড় অংশ দায়িত্ব সহকারে পরিচালনা করতে সমর্থ হবার জন্য ধন্যবাদের যোগ্য হবেন। এই মুহূর্তে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ছেলেমেয়েরা যে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করতে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলির সাথে যাতে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তার জন্য কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এটা হল সেই পর্ব যেখানে পরিদর্শন, প্রদর্শন, অঙ্কনে সহায়তা বা অন্যান্য কাজ হাত নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজকর্মের সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের যে ধারণা তৈরি করছে তা এখনও ‘একক’ বা ব্যক্তিবিশেষ এবং সবসময় সঠিক নয়। কিন্তু তাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টাই পরবর্তীতে ধারাবাহিক কাজকর্মের ভিত্তি হবে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কাঠামো তৈরির প্রচেষ্টাই হল প্রত্যেক কাজের চূড়ান্ত অধ্যায়। ধারণা, মতামত এবং উপসংহার-- যেগুলি ছেলেমেয়েরা কোন বিষয় পড়াশুনার সময় আয়ত্ত করেছিল সেগুলিই ব্যাখ্যা করা হয়। এটা হল সকলের অভিজ্ঞতাসমূহকে একত্রিত করার অধ্যায়। এখানে শিক্ষক প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেনঃ তিনি যে ছাঁচ বা নমুনা পছন্দ করেছেন তার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রীরা উপসংহার জমা করেছে। তাদের সাথে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রথম সংক্ষিপ্তসারের অংশবিশেষ সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকরাই এই পর্যায়ে দেখাশোনা করেন। এই মুহূর্তে গঠন প্রক্রিয়ার যে চিত্র পাওয়া গেল তার মূল্য সাধারণ। এটি একটি বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ নয়। এটা হল একই ধরনের সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে পাওয়া মতামত।

সংক্ষিপ্ত তালিকা, নকশা বা রেখাঙ্কন, সংক্ষিপ্ত মূল বিষয় যেগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুলের খাতায় লিখে রাখে--এটাই হল ফল। কিন্তু যাইহোক না কেন, এটাই প্রাথমিক, এটাই এখন যৌথ নির্মাণ, সবাই মিলে একই ধারণাবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

পরে ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্ম এবং একটি ব্যাখ্যার জন্য শিক্ষকের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার বাইরে তার বিশ্লেষণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটাই হবে পুনরায় উদাহরণ জমা দেওয়ার, কিছু মূল বিষয় পড়াশুনা করার, উদাহরণ ও ছবিসহ ব্যাখ্যা করার, কিছু রেকর্ড বাজিয়ে শোনার সময়।

### কাজের বহুমুখী প্রকৃতি বা ধরন -

এই সমস্ত কাজকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল--বহুমুখী প্রকৃতি বা ধরন। এটা বলতে বোঝায় যে এ ধরনের কাজগুলি নানাবিধ লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সমর্থ হয়। কিছু বিষয় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং অন্যগুলি সাধারণ ধরনের।

উদাহরণঃ ধরা যাক, কাজে সাফল্য পেয়েছে এমন কিছু জায়গার কিছু সাধারণ ঘটনা দেখাবার জন্য গাইড তাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লাঙল দিয়ে জমি চাষের পদ্ধতিগুলি জানা, স্থানীয় মানুষেরা কী ধরনের কৃষিকাজের সাথে যুক্ত সেগুলি চিহ্নিত করা, ওখানে কী ধরনের ফসল উৎপাদন হয় সে ব্যাপারে অবহিত হওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু অতিরিক্ত যে সমস্ত বিষয় জানা দরকার সেগুলি হল, পর্যবেক্ষণ, সংখ্যাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ, সাংগঠনিক কারিগরি কৌশল শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া প্রভৃতি। শেষ পর্যায়ে আদেশ, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ সমাজজীবনে কীভাবে বলবৎ করা যায় সে ব্যাপারে জানতে হবে। অন্যথায়, সেই চিরাচরিত শ্রেণীকক্ষের পাঠদানই চলতে থাকবে এবং ছাত্রছাত্রীরা পরোক্ষভাবেই লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে।

আমাদের সকলেরই বহুমুখী কাজের উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের চিন্তাভাবনার প্রবণতাই হল যে, পরিকল্পিত কোন একটি কাজের পেছনে অধিক সময় লাগিয়ে দেওয়া। এই ব্যাপারটা সঠিক মনে হবে যদি এর দ্বারা একমাত্র লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

কিন্তু অন্যজনের মতই শিক্ষার অপরিসীম মূল্যের ব্যাপারটি উপলব্ধি করে আমরা তাদের বহুমুখী উপকারিতার প্রস্তাব করছি যেটা অনিবার্যভাবে তাদেরকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাবে।

## ৫। কর্মসূচি–শিক্ষা বিষয়ক কাজ

ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্যপূরণের মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, শেখার কাজগুলিকে অবশ্যই কর্মসূচিতে রাখতে হবে।

শেখার কাজগুলি হল একগুচ্ছ কর্ম পরিকল্পনা, যা ছেলেমেয়েরা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা তাদের খুব কাছের জিনিস আঁকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। কাজকর্ম করাটা শিক্ষা-প্রদানকারীর কাজ নয়। তার নিবিড় কাজ হল সেটি যা ছাত্র-ছাত্রীরা করে।

কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, একগুচ্ছ কাজ হল শিক্ষকের কাজ। তিনি সতর্কতার সঙ্গে আগাম কাজগুলি ঠিক করবেন এবং কাজগুলি করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন, যা আমরা এখন আলোচনা করব।

### কর্মসূচির ধাপ -

স্কুলের কাজ বিষয়ক কর্মসূচি অধিকাংশ সময়েই ৬টি ধাপ অনুসরণ করে। একজন সুচতুর শিক্ষক সেগুলি দ্রুততার সাথে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। ধাপগুলি নিম্নরূপ –

ক) প্রকৃত সময় আন্দাজ

খ) পাঠক্রমের লক্ষ্য ও বিষয় বিশ্লেষণ

গ) কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঘ) কাজকর্ম চিহ্নিতকরণ

ঙ) সময় সারণি মেনে কাজ

চ) কর্মসূচি রূপায়ণ।

## ক। প্রকৃত সময় আন্দাজ

প্রকৃত সময় আন্দাজ করে কাজ হল, অধ্যয়নকালীন যে সময়টা পাওয়া যায় সেই সময়ের মধ্যে কর্মসূচি উল্লিখিত কাজটি হাতে নেওয়া। স্কুলে পঠন-পাঠনের দিনের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে এটা ঠিক করা হয় (স্কুলে অনুপস্থিতির দিনগুলিকে বাদ দেওয়া হয়) এবং যদি সম্ভব হয় ঘণ্টার সংখ্যাও ধরা হয়। আন্দাজ করাটা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেঃ কতদিনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রথা বা নিয়ম অনুসারে দিনগুলি আগে থেকে ঠিক করা থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সারা মাসের জন্য কর্মসূচি ঠিক করা হয়। অন্য ক্ষেত্রে আবার হয়ত কিছুটা কম সময়ের জন্য, যেমন (পনের দিনের জন্য, একসপ্তাহের জন্য প্রভৃতি)।

কর্মসূচি একমাস ধরে যে চলবে এটা ভালভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী কারণে যে সময়টা পাওয়া গেল –এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হল। এটাকে বলা যাবে 'প্রকৃত সময়'।

প্রকৃত সময় হল, দিন বা ঘণ্টা যা সহজে পাওয়া যায় তার একত্রিত যোগফল। স্কুলের কাজ যে দিনগুলিতে বন্ধ থাকে সেই দিনগুলি ধরা হয় না। যেমন জাতীয় ছুটির দিন, প্রশাসনিক কোন কাজের জন্য ছুটি প্রভৃতি।

উদাহরণঃ ধরা যাক, জুন মাসে (সপ্তাহ শেষের ছুটি বাদ দিয়ে) মোট ২২দিন ক্লাস হল। কিন্তু শিক্ষক জানেন যে, মাসের মাঝখানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্লাস বাতিল থাকবে। আবার দু'দিন ধরে স্থানীয় একটি উৎসবও চলবে। তারপর আবার মাসের শেষে তিনি মাসের মাইনে আনতে যাওয়ার জন্য একদিন ছুটি নেবেনে এবং আরও একদিন ছুটি নেবেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত একটি কর্মশালায় অংশ নেওয়ার জন্য। তাহলে তার হাতে মোট ১৭ দিন ছুটি থাকবে, ২২ দিন নয়। এই ১৭ দিনই হল প্রকৃত সময়। সঠিক আন্দাজ তখনই ভালভাবে করা যায়, যখন কাজের ঘণ্টা ঠিক ঠিক ভাবে ধরা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে, দৈনিক ৫ ঘণ্টা স্কুলের কাজ হয় মাঝখানে টিফিন ও খেলাধূলার সময় বাদ দিয়ে। তখন দেখা গেল, ১৭ দিন পাঁচ ঘন্টা ধরে স্কুল চললে (১৭×৫) মোট ৮৫ দিন পাওয়া গেল। কিন্তু এমনও ঘটতে পারে, আবহাওয়ার কারণে স্কুলের কাজ একঘণ্টা দেরীতে শুরু হচ্ছে। এই কারণে পূর্বেকার সময় থেকে আরও ১৭ ঘণ্টা বাদ দিতে হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত স্কুলের কাজ দাঁড়াল ৬৮ ঘণ্টায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এটা কর্মসূচিকে প্রভাবিত করছে – ৮৫ ঘণ্টার কর্মসূচি ১১০ ঘণ্টার কর্মসূচির চেয়ে বেশ কিছুটা ভিন্ন। এখানে ঘণ্টার সংখ্যা ১১০ ঘণ্টা (২২×৫) যদি সহজেই পাওয়া যায়, তাহলে কিছুই হারায় না।

হাতে প্রকৃত সময়ের তথ্য থাকাকালীন লক্ষ্যপূরণের জন্য বিষয়বস্তু নিয়ে যে কাজ করা হয়েছিল তা এখন মেলানো যেতে পারে।

উদাহরণঃ শিক্ষক বুধবার কাজ করার দিন ধার্য করলেন কিন্তু জুন মাস, যেটি আমাদের নমুনা মাস – মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য ক্লাস বাতিল করা হয় এবং শিক্ষক সপ্তাহের ঐ দিনটিতে অনুপস্থিত থাকেন। তাহলে ধারাবাহিকভাবে কাজের জন্য দুটি দিনই মাত্র পাওয়া যায়, চারটি নয়। তাহলে এটা শিক্ষককে বাধ্য করবে চার দিনের কাজকে তার প্রত্যাশা মতো দুদিনে বিন্যস্ত করতে; কারণ তার কাছে যেটুকু সময় রয়েছে তা স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

## খ। পাঠক্রমের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর উপর যে কাজ করা হবে তা খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে। লক্ষ্যকে নিম্নস্থ করতে পারে এমন ধরনের সমস্ত অনুমানগুলিকে (যা আগে থেকেই সত্য বলে ধরা হয়েছে) বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উদাহরণ ১। জিরো থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা পড়ার লক্ষ্য সংখ্যাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের নামগুলো জোরে বলা নয়। এটাকে অনেক বেশি করে ভাবতে হবেঃ সংখ্যা চিহ্নিত করা, যে সমস্ত গোষ্ঠীকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সেগুলির সাথে সম্পর্কিত করা, দুটি সংখ্যার কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টি ছোট সেটা সাব্যস্ত করা বা যদি দু'টি সংখ্যা একই হয় তাহলে কোন্‌টি উপরে থাকবে এবং কোন্‌টি নিচে নামবে সেটা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো প্রভৃতি।

উদাহরণ ২। অনুরূপ একটি বিষয়, যেমন 'তিন অক্ষর বা তার অধিক অক্ষরযুক্ত শব্দের' (উচ্চারণের সময় ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলে) 'গুরুত্ব' একটি উপনাম, যা অধিক কিছু সূচনা করেঃ এক অক্ষরযুক্ত এবং বহু অক্ষরযুক্ত (তিন বা তিনের অধিক) শব্দের স্বীকৃতি, (মূল বইতে নেই কিন্তু পাঠকদের বোঝার জন্য উদাহরণ) এক অক্ষরযুক্ত শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ইয়েস/নো ইত্যাদি, এগুলি একবারেই উচ্চারিত হচ্ছে। তিন বা তিনের অধিক অক্ষর ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করা যেমন 'রিকগ্‌নিশন্‌'- (রি-কগ্‌-নি-শন্‌), স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় (শব্দের যে অংশটার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে) সে সম্পর্কে ধারণা, জোর দেওয়া হচ্ছে এমন স্বরধ্বনি চিহ্নিতকরণ, শব্দের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি।

একটি লক্ষ্য বা বিষয়ের বিস্তার এবং পরিধি তখনই চোখে পড়বে যখন এটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। এরফলে যে সমস্ত পদ্ধতিগত ধাপ অবলম্বন করা হয়েছে এবং যে পরিমাণ সময় যুক্ত করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। এ ধরনের বিশ্লেষণের ফলে শেখার সাথে যুক্ত কাজগুলিকে ভালভাবে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

## গ। কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ

লক্ষ্য বিশ্লেষণের সময় এটা দেখা যাবে যে, গুণগত মানের যে স্তর তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এটা সংক্ষিপ্তাকারেও আলোচনা করা যেতে পারে। -

উদাহরণঃ কোনরূপ ভুলভ্রান্তি ছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র টাইপ মেশিনে টাইপ করার সময় প্রতি মিনিটে তিরিশটি শব্দ টাইপ করা।

কিন্তু স্কুল পাঠক্রমে লক্ষ্যকে এতটা সংক্ষেপে বারবার বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল, লক্ষ্য যেহেতু প্রশস্ত তাই সংক্ষিপ্ত মনে হয়। এই কারণে যখন কাজের পরিকল্পনা করা হবে তখন প্রত্যাশিত সাফল্যগুলির উল্লেখ থাকবে। এই কাজ করতে হলে অবস্থা চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেখানে এটা পরিষ্কার হবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে।

এটা করার সঠিক অর্থ হল, অবস্থা চিহ্নিত করতে বলা এবং তারপর সাফল্যের ধাপে ধাপে গুণগত মান নির্ধারণের সূচকগুলি ব্যাখ্যা করা হবে।

উদাহরণঃ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পরিষ্কারভাবে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মৌখিকভাবে লক্ষ্যকে তুলে ধরতে আমরা যেগুলি করতে পারি –

অবস্থাঃ স্কুলের সহকর্মীদের সামনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরা।

সূচকঃ এমনভাবে বলা সবাই যাতে শুনতে পায়, কোনরূপ জড়তা বা ভয় যেন না থাকে, বলার সময় এমনভাবে বলা সবাই যাতে বুঝতে পারে।

লক্ষ্যকে এমন ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে ঐ ব্যাখ্যাই কাজে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।

## ঘ। কাজকর্ম চিহ্নিতকরণ

লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে। কাজকর্মের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যপূরণে যে সমর্থ হওয়া গেছে তাও চিহ্নিত করা গেছে। প্রকৃতপক্ষে কার্যাবলী হল, একটি গোষ্ঠীবদ্ধ কাজ, যা ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে করার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে চায়। কাজকর্মগুলি অর্থনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী পূরণ করছে এবং অনেক কাজের মধ্যে যেগুলি ব্যবহার উপযোগী সেগুলিকেই ব্যবহারের জন্য চালিত করছে।

একটি কাজ তখনই সম্পর্কিত হয়ে থাকে যখন তা সরাসরি পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়।

উদাহরণঃ যদি ছেলেমেয়েদের একট চারাগাছের নার্সারি কীভাবে গড়ে তুলবে সেটা জানার প্রত্যাশা থাকে তাহলে তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল কাজ হল অনুরূপ একটি নার্সারি তৈরি করে ফেলা (এটাই হল একটি সম্পর্কিত কাজ)। কিন্তু তা তৈরি করার পরিবর্তে তারা যদি একটি টবে কয়েকটি বীজ লাগায় তাহলে এই কাজটি তাদের শেখার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। কারণ নার্সারিতে বীজ বপন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কারিগরি জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়, তা টবে একটি গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে শেখা যায় না। যদিও এর সাথে লক্ষ্যের কিছু সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু তা লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না।

কিন্তু আমরা যে কাজগুলির কথা ভাবব সেগুলি কোন সময়েই বেশি খরচসাপেক্ষ হবে না। সামান্য সময়, শক্তি এবং উপাদান খরচ করলে তা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। যদি ছেলেমেয়েদের প্রতিবেশী রাজ্যের কোন এলাকা দেখা প্রয়োজন হয় তাহলে একটি মানচিত্র আঁকাই যথেষ্ট হতে পারে। যদি মানচিত্রটি প্লাস্টিক বা কাদামাটি দিয়ে তৈরি না করে সাধারণভাবে আঁকে তাহলে এরজন্য বিশেষ কোন খরচ করতে হবে না। অথচ বেশি খরচের মানচিত্র তৈরি করেও একই জ্ঞান লাভ করা যাবে। কিন্তু বেশি খরচের মানচিত্র তৈরিতে সময় এবং উপাদান দু'টোই বেশি লাগবে।

স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্মগুলো অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক হবে। যার অর্থ হল, ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তুলে লক্ষ্য অর্জনে এমনকী তার চেয়েও বেশি কিছু অর্জনে সমর্থ হওয়া। যদি ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে শান্তভাবে কাজে অংশগ্রহণ করে অথচ কাজের প্রতি উৎসাহ না থাকে তাহলে তাদের মনোভাবও কাজের প্রতি সদর্থক হবে না এবং শেখাটাও তাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হবে না।

অনেক সময় অনুপ্রাণিত করার উপকরণগুলি বস্তু বা কাজের মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু এটা সব সময় ঘটে না। তখন শিক্ষকরাই অনুপ্রাণিত করার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এমন পথ খুঁজে বের করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চারা গাছ বসানোর জন্য গর্ত করাটা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক নাও হতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের শিক্ষাদান পর্বের কৌশলটা এমন হবে যাতে তাদের উৎসাহে ভাঁটা না পড়ে। তিনি তাদেরকে এমনটাই বোঝাবেন যে, আজ তারা যা করছে পরে সেটাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। উজ্জীবিত করার প্রক্রিয়াটি কোনভাবেই বিভ্রান্তি তৈরি করবে না, বরং কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে।

উদাহরণঃ বানান প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে কিন্তু অনুপ্রাণিত করবে এমন কোন কথা নেই। তারা নিজেরা নিজেদেরকেই জোর করবে অনুশীলন করার জন্য, যত্নের সাথে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তোলার জন্য। কিন্তু তাদের লক্ষ্য হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা এবং তাদের লক্ষ্য যে লেখাকে উন্নত করা সেটা তারা ভুলে যাবে। একসময় যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হবে তখন দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে তারা অনেকটা উন্নতি করেছে। কিন্তু এটা বোঝা যাবে পরোক্ষভাবে।

ঙ। সময় সারণি মেনে কাজ

একবার চিহ্নিত হয়ে গেলে, সময়কে কাজের সাথে যুক্ত করা কঠিন নয়, তবে দেখতে হবে কাজগুলি যেন পর্যায়ক্রমে যথাযথভাবে সাজানো থাকে।

কিন্তু এটা এমন নয় যে, একটির পেছনে অন্যটি। যতদূর সম্ভব, একটি কাজ আগের কাজকে অনুসরণ করে চলবে। আদর্শ জিনিস হল পরপর দুটি কাজে একটির সাথে অন্যের পারস্পরিক সহায়তা বজায় রাখা।

উদাহরণঃ গরু দুধ দিচ্ছে এটা দেখার জন্য যদি খামার পরিদর্শন করা হয় (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসংক্রান্ত কাজ) ছেলেমেয়েরা তখন এই বিষয়ের উপর একটি রচনা লিখতে পারে (বর্তমানে ভাষার কাজ হিসাবে)। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকে ভাষার কাজের জন্য একটি বিষয় হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে (একদিকের গতিপথ নির্দেশে সহায়তা) এবং রচনা লেখার ক্ষেত্রে তার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ও স্মরণ যথেষ্ট কাজ দেয়। একটি ভাল পর্যায়ক্রম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যেটা পারস্পরিক সাহচর্যের কারিগরি নাম রূপে অভিহিত।

চ। কর্মসূচি রূপায়ণ

এটি হল কর্মসূচির চূড়ান্ত ধাপ। এখানে কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ এবং যন্ত্রপাতির সংস্থান করা হয়। যেমন — মানচিত্র, ছবি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। কাজ করার সময় সব কিছু যে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন নয়। তবে কোথায় কোন্‌টা পাওয়া যেতে পারে এবং সেটা সঠিক সময়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কর্মসূচির অংশরূপে উপাদানের সংস্থান রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায়শই আয়তন এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ স্থানীয় গোষ্ঠীর একটি মডেলের কথা ভাবা যেতে পারে। এব্যাপারে শ্রেণীকক্ষ যদি না পাওয়া যায় তাহলে কাজটি করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোন জায়গা ব্যবহার করা যাচ্ছে।

পরিকল্পনা পরিমাপ পদ্ধতি -

প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থার নিজস্ব পরিকল্পনাসূচি রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও, সব ক্ষেত্রে সাধারণ পরিমাপ পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। নিচে একটি ছক দেওয়া হল ---

| লক্ষ্য | উপাদান | কাজ | সময়-সারণি | মূল্যায়ন |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

এই ছকটিতে অনেকগুলি বিষয় ধরা পড়েছেঃ একটি লক্ষ্য অন্য লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং উভয় লক্ষ্য একই কাজ থেকে অর্জন করা যেতে পারে। বিপরীতভাবে ভাবতে গেলে একটি লক্ষ্যের অনেকগুলি কাজ হতে পারে। পরপর কাজগুলি হাতে নেওয়া যেতে পারে। মূল্যায়ন বৈশিষ্ট্যগুলি শুধুমাত্র লক্ষ্যের জন্য স্থাপন করা যেতে পারে। পরিকল্পিত কাজের জন্য সব সময় বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। সাধারণত একটি কাজের সাথে অন্য কাজের যে ভিন্নতা দেখা যায় তা মোটামুটি সাধারণ।

শেখার কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক -

পুরানো শিক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসারে মাত্র তিনটি পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। বিষয়গুলি হল, বিশ্বায়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভাগীয়করণ। প্রত্যেকটির বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

উদাহরণঃ

বিশ্বায়নঃ – প্রথম গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষক ছেলেমেয়েদের এমন একটি গান শেখাবেন যেখানে 'পাঁচটি ছোট আঙুল'-এর উল্লেখ থাকবে। গানের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা হাত দিয়ে পাঁচটি আঙুল দেখাবে এবং সাথে সাথে বারবার প্রথম পাঁচটি সংখ্যার উল্লেখ করবে। এধরনের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি শারীরিক ক্রিয়া একসঙ্গে হয়। যেমন এক থেকে পাঁচ বারবার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে অংকের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হচ্ছে, গানের মধ্য দিয়ে যেহেতু পড়াশুনা হচ্ছে তাই গানের অভিজ্ঞতাও লাভ করা সম্ভব হচ্ছে, আর যেহেতু আঙুল নেড়ে অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে পড়াশুনা হচ্ছে তাতে স্নায়ুগুলিও ভালভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে। এখানে পাশাপাশি অঙ্ক, কলা এবং ভাষা এই তিনটি বিষয়ের অনুশীলন করা হল একই কাজের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ একটি মাত্র কাজে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার জ্ঞানার্জন লাভ করা সম্ভব হল। শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিকে বিশ্বায়ন পদ্ধতি রূপে চিহ্নিত করা হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক -

কোন এক সকাল বেলা পঞ্চম গ্রেড প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা কাঠের দোকানে গেল, একঘণ্টা পরে স্কুলে ফিরে এল এবং পরিদর্শনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করল। আমরা এখানে কি দেখলাম, তারা দু'টি কাজ সম্পন্ন করছে। একটি হল সমাজ বিজ্ঞান (পরিদর্শন) এবং অন্যটি হল ভাষা (খসড়া)। এই কাজগুলি একটার পর একটা পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেও তারা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজটি করা হচ্ছে।

বিভাগীয়করণ উপস্থাপনা – ষষ্ঠ গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা ক্লাস শেষ করেন দৈহিক ভাবভঙ্গি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলা প্রভৃতি আনন্দের জন্য কিছু সময় বাইরে যেতে দেন। তারপর আবার স্বরধ্বনি অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগকরণের উপর ক্লাস শুরু করেন। একটি ক্লাস হল প্রকৃতি বিজ্ঞান, অন্যটি হল ভাষা। এখানে যে দুটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই। এখন কাজটি করা হচ্ছে বিভাগীয়করণের ধাঁচে।

কাজের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বায়নের উদাহরণ পেয়েছি। শিক্ষক বিভিন্ন প্রয়োজনে তিনটি পাঠক্রম কর্মসূচিকে নিজে থেকেই গ্রহণ করে থাকেন। অঙ্কের কর্মসূচিতে সংখ্যা নিয়ে চর্চা করা হয়। কলাকেন্দ্রিক শিক্ষা সবাই মিলে গান গাওয়ার প্রবণতা তৈরি করে এবং ভাষা কর্মসূচিকে রূপায়িত করে। প্রশিক্ষণের স্নায়ুর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে তাদের শরীর সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে তুলে ধরা হয়। একটি কাজকে কর্মসূচি হিসাবে নেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত পৃথক পরিকল্পিত বিষয় থেকে, যেটি একই সঙ্গে তিনটি প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সম্মতি দিচ্ছে। 'পাঁচটি ছোট আঙুল'-এর গান প্রাক পাঠ্যবই হিসাবে কাজ করছে।

পারস্পরিক সম্পর্কের উদাহরণের বর্ণনার সময়ও কিছু কিছু একই ঘটনা দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞান কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদেরকে স্থানীয় গোষ্ঠীর উৎপাদনমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং ভাষা তাদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া লিখে রাখার কৌশলগুলি জানাতে সাহায্য করে। উভয় লক্ষ্যই কার্যত একের সাথে অন্যের ব্যাপারে সামান্যই কিছু করার আছে কিন্তু শিক্ষক কৌশলে তাদের সম্পর্কিত করে। যেমন তিনি তার কর্মশালার অভিজ্ঞতাকে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলার একটি বিষয়রূপে তুলে ধরেছেন এবং এটার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ককে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই সমস্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে এটা দেখা যায় যে, বিশ্বায়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভাগীয়করণ হল কাজের বিভিন্ন রূপ এবং এগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে সেটা শিক্ষার উপরেই নির্ভরশীল। যে সমস্ত উপকরণগুলি পৃথকভাবে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করা যাবে কিনা সেটা একমাত্র তিনিই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

## পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু -

শিক্ষার শুরুতে এবং প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার প্রথম স্তর 'বিশ্বায়ন'কে কাজের ক্ষেত্রে বেশ ভালভাবেই ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'বিভাগীয়করণ'কে উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার করা হয়। তার মানে এটা নয় যে, একট অন্যটির চেয়ে ভাল। তবে এটা ঠিক যে, এদের প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব জায়গা আছে। বর্তমানে 'পারস্পরিক সম্পর্ক' নিয়ে একটি বিশেষ উৎসাহ রয়েছে যেহেতু এটাকে যে কোন শিক্ষার স্তরের সাথে উপযুক্তভাবে খাপ খাওয়ানো যায়।

আগেই বলা হয়েছিল যে পড়া বা জানার কাজের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার কাজ করছে 'পারস্পরিক সম্পর্ক'। এই যোগসূত্রকে অনেক ধন্যবাদ, কাজগুলি স্বাভাবিকভাবেই একে অন্যকে টেক্কা দিচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে একে অন্যের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই ছেলেমেয়েদের অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং কাজে উদ্যমী হয়; যেহেতু কাজগুলি একে অন্যকে পরিপুষ্ট করতে 'পারস্পরিক সম্পর্কের' ভেতরে ঢুকছে এবং সহজেই ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট সাহায্য করছে যেহেতু তিনি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার জন্য বিরাট কিছু পরিবর্তন করছেন না।

নিচের বিষয়গুলি পরীক্ষার সময়ে এই সমস্ত সুবিধাগুলির প্রতি আমাদের নজর রাখা দরকার। এগুলি একই স্তরের দু'টি বিভাগের মধ্যে দু'টি ধাপে বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে।

### ১. বিভাগ – ক (পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করছে)

উদাহরণঃ

শরীর শিক্ষা ক্লাসঃ স্নায়ু শক্তিবৃদ্ধির খেলা হল। এবার শিক্ষকের আদেশে ছেলেমেয়েরা দু'জনের গ্রুপ, তিনজনের গ্রুপ এবং পাঁচজনের গ্রুপ তৈরি করল। যারা গ্রুপে ঢুকতে পারল না তার বাইরে থাকল। খেলাটিকে বারবার করে খেলানো হল কারণ এটি ছিল একটি মজা। ছেলেমেয়েরা দৌড়ায়, ভালভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, শারীরিক ব্যায়াম করে, পাশাপাশি গ্রুপের ধ্যান-ধারণা, সংখ্যা সমতাকে শক্তিশালী করে। ছাত্র-ছাত্রীরা এটা জানে না কিন্তু শিক্ষক ঠিক বুঝতে পারেন। তিনি চান, তারা গ্রুপের ধ্যান-ধারণাকে যেন বেশি বেশি করে ব্যবহার করে। সেই কারণে তিনি তাদের খেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তারা এই খেলার মধ্য দিয়েই শরীর শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেন এবং অঙ্ক শিক্ষার প্রস্তুতিটাও নিতে পারেন।

বিরতিঃ বিরতি মানেই কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম। ছেলেমেয়েরা যথাযথভাবে ঠিকঠাক জেনে বীজ সংগ্রহ করল। দেখা গেল, তারা দুটি প্রজাতি সম্পর্কে জানে যা তাদেরকে আগেই বলেছেন এবং দেখিয়েছেন। এখানে তিনি চেষ্টা করছেন ছাত্রছাত্রীদের দেখা এবং ছোঁয়ার ধারণাকে উজ্জীবিত করতে এবং সর্বোপরি সচেষ্ট হচ্ছেন তুলনা এবং শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাড়াতে।

অঙ্ক ক্লাসঃ শ্রেণীকক্ষে ফিরে এসে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বীজ দিয়ে গ্রুপ তৈরি করে ফেলল। দু'জনের গ্রুপ, তিনজনের গ্রুপ, ছ'জনের গ্রুপ, শিক্ষক যেমন আদেশ করেছেন সেইমতো। সংখ্যা অনুসারে গ্রুপের ধারণা হল কাজের সাথে অনুশীলন এবং অংশত গ্রুপগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা। এরফলে সংখ্যাকে গ্রুপের সম্পত্তিরূপে উপলব্ধি করা যায়। পরে তারা তাদের খাতায় উপকরণের নানা সংখ্যা দিয়ে গ্রুপগুলিকে আঁকে এবং এখন তারা অঙ্কের চিহ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মন্তব্যঃ পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি পরিষ্কার দেখা গেল। শিক্ষক তার কাজের লক্ষ্যরূপে অঙ্কের বিষয়কেই গ্রহণ

করেছেনঃ গ্রুপের গঠন এবং তার লেখচিত্র নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। প্রথম থেকেই তিনি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে শুরু করেছেন। এই বিষয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে তিনি শিক্ষা বিষয়ক খেলার আয়োজন করেছিলেন এই ভেবে যে, তিনি একঘণ্টা পরেই অঙ্ক নিয়ে কাজ করবেন। তিনি তখন কিছু সময় হৈ-হুল্লোড় ও আনন্দের জন্য রেখেছিলেন। বীজ সংগ্রহ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কৌতুকের কাজ ছিল, কিন্তু এটা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়ার উদ্দেশ্যকে সফল করেছিল। কিন্তু কেন বীজ? কারণ শিক্ষক চেয়েছিলেন তারা কোন বস্তুর আকার ও আকৃতির প্রভেদ লক্ষ্য করতে শিখুক এবং এটা করা যেতে পারে তারা পরবর্তী কাজের জন্য যে উপাদান সংগ্রহ করবে তা দিয়ে। চূড়ান্তভাবে যখন অঙ্ক সক্রিয়রূপে এসে গেল তখন ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রস্তুত করেই নিয়েছিল অনুশীলন ও আঁকার শ্রেণীবিন্যাস করতে, যদিও ব্যাপারটা তাদের জানা ছিল না। অনুরূপ বীজ সংগ্রহেরও অন্য লক্ষ্য ছিলঃ এটার ফলে তারা কোন্ বীজের কোন্ চারা সেটাও জানতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর তারা সেগুলি স্কুলের নার্সারিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে একটি বিষয় হিসাবে পরিবেশ সংক্রান্ত সক্রিয় ভাবনাও তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। অথচ প্রথম দিকে এই দুই বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্কই ছিল না।

২। বিভাগ খ - (বিভাগীয়করণ পদ্ধতিতে কাজ)

উদাহরণঃ

শরীর শিক্ষা ক্লাসঃ স্নায়ুর খেলা, ছেলেমেয়েদের দৌড়। তিনটি গ্রুপের সকলেই দৌড়ায়। বিজয়ীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং শেষে একজন সেরা বিজয়ী হয়। তারা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে। এই দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের শরীর চর্চা হয়।

কলাবিদ্যার ক্লাসঃ শ্রেণীকক্ষে ফিরে ছেলেমেয়েরা গান করল–'আমার বাগান থেকে ছোট গাছ'। (এই গানটি সবাই মিলে গাওয়ার অভিজ্ঞতা হল, এই গানটি তাদের সাহায্য করবে শারীরিক অনুশীলন থেকে বিরত হয়ে শান্ত হয়ে বসতে।)

অঙ্কের ক্লাসঃ শিক্ষক অনেকগুলি সংখ্যা বললেন। এই সংখ্যা যাদের তারাই তাদের গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ছোট ঘর, ছোটবৃত্ত এঁকে তারা এটা করতে পারেন। তারা এখানে সংখ্যা পড়া, গোষ্ঠী গঠন এবং অঙ্কনের উপর কাজ করছে।

মন্তব্যঃ এই ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক কাজের কর্মসূচি তৈরি হওয়াটা প্রত্যেক বিষয়ের লক্ষ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু তাদের একে অন্যের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। দৌড়ের পর ছেলেমেয়েরা গাছ সম্পর্কে কিছু একটা গান গাইল এবং সেখান থেকে সংখ্যা দিয়ে একটি অনুশীলন শুরু করে দিল। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতিতে অবস্থান করলে কাজের উপর পরস্পর জোর দেওয়ার ব্যাপারটা অর্জন করা যায় না। বিপরীতে, বরং ছাত্র-ছাত্রীরা এক কাজ থেকে অন্য কাজে সরে যেতে পারে। এমনকি, এব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ এরফলে বাস্তুতন্ত্রের উপর জ্ঞান বাড়েনি।

সে কারণে পুরো সময়ের (মাস/পক্ষ/সপ্তাহ) কাজের কর্মসূচি তৈরি হল।

যেভাবে তথ্য সংগঠিত করা হয় তা প্রত্যেক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরনের ফর্ম সাধারণভাবে কাজে লাগানো হয়। তার সাথে আবার বিভিন্ন ধরনের নকশা থাকে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তথ্য মোটামুটি একই থাকে।

যে কোন ধরনের ফর্মই ব্যবহার করা হোক না কেন, আসলে কর্মসূচিটি কী, সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সর্বোপরি এটা অবশ্যই উপকারী হবে।

কর্মসূচি তখনই নির্দিষ্ট বলা যায়, যদি কাজটি করার সময় কখন, কোথায়, কভাবে হবে সেগুলি পরিষ্কারভাবে কর্মসূচিতে উল্লিখিত থাকে। যদি কেউ লেখেন যে, ছেলেমেয়েরা 'গল্প, উপকথা এবং তাদের বাস্তব জীবন সম্পর্কিত কবিতা

পড়বে'- তিনি কিন্তু আসলে কিছু বলছেন না, অতিরিক্ত উচ্চাশা প্রকাশ করছেন। বিবৃতিটি অবশ্যই নির্দিষ্ট হবে, যেমন –'খেকশিয়াল এবং আঙুর ফল গল্পটি পড়ছে'। সংক্ষেপে এটাই করতে হবে।

যখন লক্ষ্য, বিষয়, কাজ এবং উপাদান –এই চারটি বিষয় একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয় তখন কর্মসূচি রূপায়ণও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটা ঘটবে না, উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় যে 'বাগান করার যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার কর', তখন তার সাথে প্রাসঙ্গিক কাজ হবে, 'ছবি এঁকে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো দেখানো। এখানে দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আঁকার কোন ভূমিকা নেই। তাই তাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কাজের কর্মসূচি তখনই সম্ভাবনাময় হবে যখন দেখা যায় যে, কর্মসূচি উল্লিখিত কাজই করা হচ্ছে। এটা এমন ঘটছে না যে, কর্মসূচিতে একটি গোষ্ঠীর কাজের ঘোষণা করা হল, অথচ দেখা যাচ্ছে, সেখানে অন্যকিছু করা হচ্ছে। যদি বিভিন্ন কারণে শিক্ষক এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগে আগ্রহী হয়, যেটি ব্যাখ্যা, প্রতিলিপি, শ্রুতলিপি কেন্দ্রিক তাহলে এটি অবশ্যই পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

যা পরিকল্পনা করা হয়েছে তাই রূপায়িত হচ্ছে, যদি পরিকল্পনা খুব ভাল হয়, তাহলে এটা রূপায়ণ করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ভাল পরিকল্পনা কাজকে সংগঠিত এবং সরলীকরণ করে। শিক্ষক শুরু থেকেই জানেন, তিনি কী করতে যাচ্ছেন, কত সময় লাগবে এবং তার কতদূর পর্যন্ত যাওয়া উচিত। অন্ধভাবে তার এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু কর্মসূচিটি কী হচ্ছে, এটা যান্ত্রিকভাবে পরিপূর্ণ করে তোলার কোন প্রশ্ন নয়। এখানে মূল্যায়নের একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে। অগ্রগতির পর্যালোচনা ছেলেমেয়েদের দিয়ে করা হয়। অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচিকে মান্যতা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই শিক্ষাদান হল সেই শিক্ষাদান, যা কর্মসূচির পুনর্সমঝোতা করার ক্ষেত্রকে মান্যতা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি বিষয় ছাত্রছাত্রীরা সঠিকভাবে বুঝতে পারল না বা এটা বোঝার জন্য প্রত্যাশিত দক্ষতার মান তারা সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করতে পারেনি। তখন এখানে কিছু বাড়তি কাজ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হবে বা ভবিষ্যতে কিছু সময়ের জন্য উক্ত বিষয় শেখার কাজটি স্থগিত রাখতে হবে।

# পরিশিষ্ট ১

## গ্রামীণ স্কুলের পক্ষে উপযোগী বিষয়

পরামর্শ হিসাবে আমরা এখন গ্রামীণ স্কুলের মৌলিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরছি। এই সমস্ত বিষয়গুলি পাঠক্রমের খসড়া তৈরির সময় বা পাঠক্রমকে শিক্ষা উপযোগী করে তোলার সময় যুক্ত করা যেতে পারে।

আমরা মৌলিক পাঠক্রমে সাধারণভাবে যে বিষয়সমূহ উল্লিখিত থাকে সেগুলিকে তালিকায় রাখছি না। যেমন উদাহরণস্বরুপ, আমরা মানুষের শরীরবিদ্যা নিয়ে (কাঠামো, চামড়া প্রভৃতি) কিছু উল্লেখ করছি না। কারণ এধরনের বিষয়গুলি এমনিতেই মৌলিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্বাস্থ্যঃ (যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন) গ্রামীণ পরিবেশে মানুষকে প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা যায়। তাহলে অসুখগুলি কী ধরনের -

শ্বাসকষ্ট, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পাকস্থলী সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখ (গ্যাসট্রিক) যেমন – আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফয়েড। আন্ত্রিক পরজীবী – নানা ধরনের ক্রিমি, জিয়ার্ডিয়া প্রভৃতি (যেগুলি পায়খানা পরীক্ষায় ধরা পড়ে), চুলকানি, দাদ প্রভৃতি নানা ধরনের চর্মরোগ।

রোগীর যত্নঃ চিরাচরিত ভেষজ ওষুধ এবং ফার্মেসী ওষুধ। স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষজন গাছ-

গাছড়া থেকে নিজেরাই ওষুধ তৈরি করে রোগ সারান। তাছাড়া চিকিৎসার অন্যান্য পদ্ধতিও রয়েছে।

দূষিত জল থেকেও গ্রামে রোগ ছড়ায়। যেমন দূষিত পানীয় জল এবং সেচের জন্য যে জল ব্যবহার করা হয়।

দেহ, বাড়ির জিনিসপত্র এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার উপায় ভাবতে হবে।

পরিবারঃ (যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন) গ্রামীণ পরিবার। আত্মীয়তার সাথে সংযোগ। সম্পর্কের গুরুত্ব।

বাবা মা ভগবান। গ্রামীণ অনুদান এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান। পুরুষ, মহিলা এবং ছেলেমেয়েরা যেসমস্ত কাজকর্মের সাথে যুক্ত।

একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে গ্রামীণ পরিবার ভাবনা। কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়া (পরিযায়ী শ্রমিক) – স্থায়ীভাবে এবং অস্থায়ীভাবে। কারণসমূহ। স্থানীয় গোষ্ঠীর বাইরে প্রবাসীদের সমস্যা।

খাবারঃ (যে বিষয়গুলি আলোচনায় আসা প্রয়োজন।)

সাধারণত স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষজন যে ধরনের খাবার খানঃ গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া জিনিস দিয়ে যে খাবার তৈরি করা হয়।

প্রাণীদেহ থেকে যে খাবার তৈরি করা হয়। স্থানীয় গোষ্ঠীর খাবারে আঁশযুক্ত খাবারের ভারসাম্য বজায় রাখা। চিরাচরিত খাবারের পরিবর্তে বাইরের বা শিল্পে উৎপাদিত খাবারের ব্যবহার।

খাদ্য সংরক্ষণ, সাধারণ কারিগরি কৌশল।

গ্রামীণ সংগঠনঃ গ্রামীন সংগঠনের নীতি (যৌথ কাজ, পারস্পরিক দান প্রতিদান, গণতান্ত্রিক সংগঠন, পালাক্রমে কাজ।)

গ্রামীণ সংগঠন (স্থানীয় গোষ্ঠী, সমবায়, ইউনিয়ন)।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত সংগঠনের গুরুত্ব।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক। স্থানীয় গোষ্ঠীতে পণ্য কেনাবেচা।

পরিবেশঃ ভৌগোলিক পরিবেশঃ পর্বত, নদী, উপত্যকা, সমতল।

জল জমে থাকে এমন এলাকা যেখানে স্থানীয় গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করেন। কৃষিকাজ, চর এলাকা (যেখানে গরু, মোষ চরে বেড়ায়), বন সৃজনের জমি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ।

পরিবেশ তৈরির সহায়ক প্রাকৃতিক উপাদানঃ বৃষ্টি, সূর্যতাপ, বাতাস, মাটির প্রকারভেদ, অনাবৃত (খোলামেলা) (সূর্যের সাথে সম্পর্কিত)

জলবায়ু এবং উপাদানে যা গঠিত (আলো,তাপ, জল)।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ও ঋতু অনুসারে তারতম্য-

শাক-সবজি, কৃষি এবং প্রাণীপালনের সাথে পরিবেশগত উপাদানের সম্পর্ক।

মানুষ পরিবেশ সৃষ্টি করেঃ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং তার উপকরণঃ জেলা, প্রধান (বর্গাকার ক্ষেত্র পরিমাপ) এলাকা, রাস্তা। জমি যোগাযোগঃ পথ, পায়ের চিহ্ন পড়ে এমন জমি, রাস্তা।

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশঃ বাজার, মেলা, প্রতিবেশী গ্রামগুলির সাথে বাণিজ্য, উৎসব এবং চিরাচরিত ঐতিহ্য বর্ণনা ও তাৎপর্য।

গাছ-গাছালিঃ উদ্ভিদজাত উপাদানঃ ঘাস, পশুচারণ ভূমি, ঝোপঝাড়/জঙ্গল, গাছ গাছালি।

গাছের সাথে স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষজনের জন্মগত সম্পর্ক। ব্যবহার (খাদ্য, প্রাণীপালন (আয়ের জন্য), কৃষি, ওষুধ,পাকা ঘর, গৃহপালিত পশু, হাতের কাজ প্রভৃতি।)

চাষযোগ্য জমি এবং বন্য গাছ-গাছালি, আগাছা, গাছ-গাছালিতে ঢাকা এলাকা, মাটি ও জল সংরক্ষণ।

প্রাণীঃ স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রাণীপালন, প্রাণীবৈচিত্র্য, প্রাণীপালনের প্রয়োজনীয়তা (খাদ্য, খামারের কাজ, পশুর চামড়া ও পশম, গাড়ি।) গৃহপালিত প্রাণী, বন্যপ্রাণী এবং তাদের অর্থনৈতিক ও তাদের পরিবেশগত গুরুত্বঃ ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, ফুল থেকে তৈরি একরকম হলুদ গুঁড়ো পাউডার যা জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে, বীজ ছড়ানো। ক্ষতিকারক প্রাণী।

জলঃ জলের গুরুত্ব (মানুষের জীবনের জন্য, প্রাণীদের জন্য, কৃষির জন্য প্রভৃতি) স্থানীয় গোষ্ঠীর জলের উৎস (বৃষ্টি, জল যেখানে নিজে থেকেই মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠছে, নদী, কূপ)

উপরিভাগের জলঃ (পাহাড়ের উপত্যকায় বরফ জমা জল, হ্রদ, জল ধারা)। মাটির নিচে সঞ্চিত জল (নদী এবং হ্রদ। নদীর মোহনা, জলধারা)

শ্রদ্ধার সঙ্গে জলের উৎস নিয়ে মানুষের কাজ (জলপ্রবাহের জন্য নালা খনন, কৃত্রিম পুকুর, সুরক্ষিত বেড়া)।

জল দূষণের সমস্যা, দূষণের প্রকারভেদ, (বাড়ি ও কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন, কীটপতঙ্গ মারার তেল চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার)।

অন্যান্য সমস্যাঃ ব্যাঙ্ক সুরক্ষার ঘাটতি এবং নিচু এলাকায় জল জমে কাদা হওয়া।

জল ব্যবস্থাপনা এবং এলাকায় জলের ব্যবহার।

মাটিঃ মাটির গঠন ও প্রকারভেদ (বালিমাটি, পলিমাটি, কাদামাটি, জৈবমাটি)

মাটির গঠন। বুনট, কাঠামো, দুটি বড় জলাধারের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ এবং গভীরতা। জমির ঢালু অংশ এবং মাটির গুণাগুণ, উর্বরতার সংরক্ষণ (পুষ্টিকর, জৈব বিষয়, মাটির যান্ত্রিক গঠন)। জমি ব্যবস্থাপনা (অনুর্বর জমি, পালাক্রমে শস্যচাষ, উর্বরতা)। জমির ক্ষয় এবং সুদূরপ্রসারী ফল। ক্ষয় প্রতিরোধ পদ্ধতি। ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ। মাটি – জল – গাছ-গাছালির পারস্পরিক সম্পর্ক।

চাষের কাজ -

চাষের কাজঃ জমি তৈরি, বীজ বপন, চাষের যত্ন (সেচ, আগাছা, ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, ফসল কাটা)।

লাঙল দিয়ে চাষাবাদ। চাষবাসের যন্ত্রপাতি, লাঙলচাষ পদ্ধতি এবং মাটি সংরক্ষণ।

সেচ, গুরুত্ব, চিরাচরিত পদ্ধতি। সেচের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন। বিন্দু সেচ। ছিটানো সেচ।

সার প্রয়োগ। জৈবসার (খামারের সার, ধান/শস্য/গাছের গোড়া, কম্পোস্ট সার, সবুজ সার)। খনিজ সার। সুবিধা এবং অসুবিধা।

বীজ। বীজের প্রকারভেদ (শস্য এবং নলের মধ্যে আলু বীজ তৈরি পদ্ধতি)। অঙ্কুরিত হওয়ার শক্তি। বীজ উৎপাদন (সংগ্রহ, হাতে কলমে পরিচালনা এবং নির্বাচন।)

স্থানীয় গোষ্ঠীর কৃষিজ আয়। তার উদ্দেশ্য।

বনসৃজনঃ (জমি বেশ উপযুক্ত। গাছ ও ঝোপঝাড় এর উৎপাদন এবং প্রসারণ।

গাছ ও ঝোপঝাড়ের ব্যবহারঃ জ্বালানির কাঠ, ঘর-বাড়ি তৈরির কাঠ, ফল, পশুখাদ্য এবং আঁশ, গাছ, ঝোপঝাড়-জঙ্গল ও কৃষি। বাতাস বের করা, ঝোপঝাড়ের জীবন্ত বেড়া, প্রান্তসীমা, খাল এবং পাহাড় এলাকা রক্ষা, চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত স্থান।

ঝোপঝাড় জঙ্গল ব্যবস্থাপনাঃ সুরক্ষা, ঝোপঝাড় জঙ্গলের অংশবিশেষ কেটে পাতলা করে ফেলা।

অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত প্রজাতি, যে ধরনের প্রজাতি জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে (মটরশুঁটি ও বিন্‌স্)। বহুমুখী প্রজাতি। বন্যপ্রাণীদের গুরুত্ব, পরিবেশের উন্নতিবিধান।

মাটিতে গাছ, ঝোপঝাড় জঙ্গলের কাজ এবং জল সংরক্ষণ। স্থানীয় গোষ্ঠীতে বনসৃজন, নার্সারি, চারা রোপণ।

প্রাণীপালন ও কৃষি -

স্থানীয় গোষ্ঠীতে প্রাণীপালনে নতুন প্রজাতির প্রাণী উৎপাদন, বড় এবং ছোট প্রাণী ও তাদের ব্যবহার।

পশুখাদ্য।

পশুস্বাস্থ্য, ছোঁয়াচে রোগ, পরজীবী আক্রান্ত রোগ, ভাঙা ও আঘাত লাগা, পরিচ্ছন্নতা, প্রতিষেধকের গুরুত্ব।

প্রাণীপালন ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজঃ খাদ্য ও স্বাস্থ্যের যত্ন, জন্মদাতা নির্বাচন। পশুর ব্যাকটেরিয়া নিধনকারী ওষুধ নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা।

উৎসাহ -

গ্রামীণ পরিবেশে শক্তি। জ্বালানি কাঠ থেকে শক্তি এবং এর মূল্যবৃদ্ধি। তেল উপজাত দ্রব্য এবং বিদ্যুৎ। অন্যান্য শক্তির উৎসঃ বাতাস এবং জল।

# পরিশিষ্ট – ২

## প্রস্তাবিত প্রকল্প

অনেক গ্রামীণ স্কুলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে ওই সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কাজের প্রকল্পে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণে সমর্থ। এই সমস্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে তারা মূল্যবান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি তাদের প্রতিদিনের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলির সমাধানেও তারা সমর্থ হচ্ছে।

আমরা এখন একটি প্রকল্প তালিকা উপস্থাপন করছি যেগুলি প্রাথমিক স্কুলে রূপায়ণ করা যেতে পারে। আমরা প্রত্যেকের জন্য প্রধান কাজগুলি চিহ্নিত করেছি।

পাঠক্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি কাজকে শেখার লক্ষ্যে রূপান্তরিত করা যায়। সাধারণভাবে কাজকে কৌশল অর্থাৎ ‘নির্মাণ’-এ রূপান্তরিত করার পরামর্শও দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘একটি চারা গাছের নার্সারি তৈরি কর’, ‘রূপায়ণ কর’ প্রভৃতি। যদি এটা করতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে বিষয়ের সাথে একত্রে গুণগত স্তরকেও যুক্ত করতে হবে।

কাজ করার ক্ষেত্রে এটা সবসময় প্রয়োজনীয় নয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে গুণগত স্তরকে চিহ্নিত করতে হবে। যেহেতু সেখানে প্রত্যেক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নমুনা আগে থেকেই রয়েছে তাই সেটাকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্ষুদ্র চারা রোপণের জন্য সূক্ষ্ম গর্ত খোঁড়ার কাজে অনেক জিনিসের দরকার হয়। সদ্য বীজ থেকে উৎপন্ন হওয়া গাছটি বের করে আনার সময় যেন কোন ক্ষতি না হয় সেটি দেখা। এই চারার মাপেরই সঠিক একটি গর্তে তাকে পুঁতে দেওয়া, চারাটির আগের একটু অংশ বাদ রেখে বাকিটা যেন মাটির ভিতরে থাকে এবং উপর-নিচে ওঠানামা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যদি এই সমস্ত শর্তগুলি কোন কারণে পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে কাজটি ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়নি। এজন্য যখন দক্ষতা বা নৈপুণ্যের উল্লেখ করা হয় তখন গুণগত মানের ব্যাপারটিকে অবশ্যই ধরতে হবে।

গাছ উৎপাদন -

ক) বীজ থেকে প্রসারণঃ

নার্সারি বেড তৈরি করা (উপাদান বাছাই এবং প্রস্তুত করা, স্তর সাজানো, ঢালু স্থান গঠন করা)

বীজ সংগ্রহ, নার্সারি বেডের চিকিৎসা – (বেডের তলা জীবাণুমুক্ত করা, বপন করা, ঢাকার ব্যবস্থা, জল দেওয়া)

বীজের যত্ন - (জল দেওয়া, ঢাকার ব্যাপারটি পরিচালনা করা, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, আগাছা ফেলে দেওয়া)

সূক্ষ্মভাবে মাটি খোঁড়া – (মাটির উপরিভাগের ঠিক নিচের স্তরের প্রস্তুতি, থলি ভর্তি, আল দেওয়ার প্রস্তুতি, সদ্য চারা তোলা, গর্ত খোঁড়া, সূক্ষ্মভাবে গর্ত তৈরি )।

খ) গাছের কলম থেকে প্রসারণঃ

- আলতোলা এবং মাটির উপরিভাগের ঠিক নিচের স্তরের প্রস্তুতি।
- গাছের কলম তৈরি করা।
- কলম রোপণ করা।

- যত্ন (জল দেওয়া, ঢাকা দেওয়া, আগাছা মুক্ত করা।)
- সূক্ষ্মভাবে খোঁড়া - (বের করে আনা, ছেটে ফেলা ও গাছ লাগানো।)

গাছ লাগানো -

- ব্যবহার অনুযায়ী গাছ লাগানোর স্থান পছন্দ করা (বাতাস আটকানো, সীমানা, জীবন্ত গাছপালা দিয়ে তৈরি বেড়া।)
- জমির সীমা নির্ধারণে লাইন (গাছের সারি, ছড়ানো প্রভৃতি)
- জমি পরিষ্কার এবং গর্ত খোঁড়া
- মাঝারি গাছ নির্বাচন ও তুলে ফেলা।
- ছেঁটে ফেলার প্রস্তুতি।
- গাড়িতে আনা-নেওয়া
- বীজের যত্ন (গর্তের সুরক্ষার জন্য ঢাকার ব্যবস্থা করা, জল দেওয়া, রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া।)

কম্পোস্ট সার উৎপাদন -

- কম্পোস্ট সারের জন্য ঢিপি নির্মাণ ( গর্তের মধ্যে, গাদা বা স্তূপ।)
- ব্যবহারযোগ্য বিষয় নির্বাচন এবং তাকে মাটির স্তরে বিছিয়ে রাখা।
- জল দেওয়া এবং বাতাস প্রবেশ করার ব্যবস্থা রাখা।
- পনের দিন অন্তর বিষয়কে পাল্টে দেওয়া।

শাক-সবজি উৎপাদন -

- বেড তৈরি করা বা আল তুলে দেওয়া
- বপন করা
- নার্সারি বেড থেকে তুলে নেওয়া, প্রজাতি অনুযায়ী সূক্ষ্ম ছিদ্র করে মাটিতে বসান, শেষ জায়গা নির্বাচন করে চারা বসানো।

চারার যত্নঃ পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে, কীটনাশকের ব্যবহার, জল দেওয়া, আচ্ছাদন জনিত কাজকর্ম পরিচালনা।

# পরিশিষ্ট ৩

## পরিকল্পিত কাজ

গ্রামীণ স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজকর্ম অনুমোদন করা হয়েছে তা আমরা বিস্তারিতভাবে জানি।

# প্রদর্শন

## কাজের বর্ণনা এবং লক্ষ্য

শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সামনে হাতে কলমে করে যে সমস্ত দেখান সেটাই হল প্রদর্শন। সাধারণত শিক্ষক এখানে পদ্ধতিগুলিই তাদের কাছে হাতে-কলমে প্রদর্শন করেন।

(যেমন, কীভাবে ভূমিক্ষয় ঘটে?), কিছু কিছু কারিগরি কাজ (যেমন জলের পাম্প) বা চালনা পদ্ধতি (কীভাবে গাছের কলম তৈরি হয়।)

উদাহরণঃ

যেভাবে পার্বত্য এলাকায় ভূমিক্ষয় ঘটে সেটা দেখাতে গেলে পার্বত্য এলাকার একটি মডেল প্রয়োজন। মডেল তৈরি করা হল এবং একটি জলের পাত্র নিয়ে আসা হল। তারপর সেই পাত্র থেকে এমনভাবে জল ঢালতে হবে যেন বৃষ্টি হচ্ছে। এই জল পড়ার ফলে দেখা যাবে মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন এক প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপস্থাপিত করতে হবে যেখানে দেখা যাবে দীর্ঘ সময় ধরে জল পড়ার ফলে পার্বত্য এলাকায় কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এই জিনিসটি যতদিন না দেখা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

## শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুতি -

কাজকর্ম পছন্দ হওয়ার পর এবার কাজের উপকরণগুলি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এটা পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখতে হবে। প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সময় দেওয়ার জন্য এবং যে কোন অদৃষ্টপূর্ব সমস্যার প্রদর্শনের অনুমতির জন্য এটা করা হয়।

উদাহরণঃ

মডেল তৈরির জন্য বিভিন্ন আকারের গল্প সংগ্রহ করা হল। তার সাথে একটি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার উঁচু স্তূপ তৈরি করা হল। তারপর এটা ভেজামাটি দিয়ে ঢাকা হল যাতে এটাকে একটি প্রকৃতই পর্বত বা টিলারূপে বোঝা যায়। এই টিলার চারপাশ ঢালু হবে, ঢালু এলাকাটা মসৃণ হবে, ছোট ছোট উপত্যকা থাকবে, চারদিক ঢালু হবে। এটাকে শক্তভাবে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিবিড় ও শুকনো করতে হবে যাতে এতে কোন ফাটল না ধরে।। পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামার ব্যাপারটা প্রদর্শন করতে পার্বত্য এলাকায় ঘাসযুক্ত কিছু জমি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এই জমির ঘাস, শাক-সবজি ও গাছ গাছালি জমির ক্ষয় রোধ করার পক্ষে সহায়ক হবে। কোন জলের পাত্র থেকে জল পড়ে পড়ে পার্বত্য এলাকার গর্তগুলিতে ঢুকে গিয়ে মাটি আলগা করে দিচ্ছে এবং তার ফলে ধস তৈরি হচ্ছে – এমন ব্যবস্থাও প্রদর্শনের মধ্যে রাখতে হবে।

যখন প্রদর্শনের প্রস্তুতি শুরু করা হচ্ছে, তখন এটা অবশ্যই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, এই প্রদর্শনের প্রধান অংশগুলি ভেঙে ভেঙে দেখাতে প্রদর্শনের মধ্যে আর কী কী উপাদান অংশভুক্ত করতে হবে। প্রদর্শনের বিষয়গুলিকে পরপর সাজিয়ে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণঃ

জমি ক্ষয়ের প্রশ্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

বৃষ্টির শুরু এবং মাটির উপরিভাগ নরম হচ্ছে। এটা নিয়মিতভাবে চলছে এবং জায়গাটিতে উদ্ভিদ, ঘাস, এবং গাছ-গাছালির অভাব রয়েছে। মাটি সেখান থেকে ধুয়ে যায় না যদি সেখানে ঘাস, গাছ-গাছালি ইত্যাদি লাগানো হয়।

ক্ষয়িত মাটিগুলি পাহাড় থেকে নিচে নেমে গিয়ে জমা স্তূপ হয়ে থাকছে।

## কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ -

শিক্ষকই এই সমস্ত কাজ পরিচালনা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা অর্ধবৃত্তাকারে তার পাশে থাকবে। প্রথমে প্রকৃতই  যে দৃশ্য প্রদর্শন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হবে। যে বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সেই বিষয়গুলিকে ধাপে ধাপে প্রদর্শন করে বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রদর্শন শুরু হওয়ার সময় প্রাথমিকভাবে কী নিয়ে প্রদর্শন সেটা সহজেই দেখানো যাবে তার পর তা ধাপে ধাপে দেখানো শুরু হবে। যখন এক ধাপ শেষ হল তখন কিছুক্ষণ এর জন্য বিরতি দেওয়া হবে। এই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যে দৃশ্য গুলি দেখেছে সেইগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। তারপর আবার প্রদর্শন চলবে।

উদাহরণঃ

এখন যে জলের পাত্র থেকে সুন্দরভাবে বৃষ্টির দৃশ্য দেখান হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে টিলা বা পার্বত্য এলাকার মাটিগুলি ধুয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা থেকে তারা বুঝতে শিখল জল সবসময় নিচের দিকে গড়িয়ে যায়।

আবার কোথাও কোথাও মাটি ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা এতটাই তীব্র যে এতে ছোট ছোট পাথর পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে পার্বত্য এলাকা দেখাতে গিয়ে কিছু কিছু পাথরকে মডেল হিসাবে দেখাতে হবে। এতে বোঝা যাবে, বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে যাওয়া যে সমস্ত পদার্থ নিচে নেমে যাচ্ছে তাতে চাষবাস, সেচ প্রভৃতির ক্ষতি হচ্ছে। জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। কারণ উপর থেকে জল নিচে নেমে আসার সময় জলের সাথে পাথর, বালি প্রভৃতি ধুয়ে এসে চাষ যোগ্য জমির উপরের স্তরে জমতে থাকায় চাষের ক্ষতি হচ্ছে।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের গঠন ও ব্যাখ্যা -

প্রদর্শন শেষ হওয়ার পর যে সমস্ত জিনিস দেখা গেল সেগুলি মনে করে ধাপে ধাপে সাজাতে হবে। দু'টি জিনিস এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল যা দেখা গেল তা বর্ণনা করা। আর দ্বিতীয়টি হল, কেন দেখানো হল তার উত্তর খুঁজে বের করা।

উল্লিখিত উদাহরণে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকগুলি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। কারণ এই প্রদর্শনটি মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তারা ভালই জানে। সাধারণভাবে, এটাই হল নিয়ম, যা সবাইকে অনুসরণ করে চলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় কিছু তৈরি করার সময় সেটা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। এরফলে তারা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। প্রদর্শন থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা হল সেগুলি শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলে ছাত্রছাত্রীরা তা ঠিকভাবে তাদের খাতায় তুলে নেবে এবং ক্রমানুসারে সাজাবে।

তারপর তারা সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণকে তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে। লক্ষ্য হল, স্থানীয় গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করা, যারা পরিবেশ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে মাঠে কাজ করছেন। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে স্কুলের কাছাকাছি কিছু কিছু পার্বত্য এলাকার ভূমিক্ষয় বোঝাতে স্থলভাগের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলে ধরা যেতে পারে।

গঠনমূলক কিছু প্রস্তাব এবং তার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা এখানে শেষ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল সম্ভাব্য ভাঙন প্রতিরোধে পরামর্শ নেওয়া এবং কীভাবে তা স্থানীয় গোষ্ঠীর কাজের মধ্য দিয়ে অভ্যাসে পরিণত করা যায় সেটা দেখা।

অতিরিক্ত পরামর্শ –

এটা আগেই জানানো হয়েছিল যে, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে বাস্তবে কাজ করার আগে একটি প্রদর্শন পরীক্ষার আয়োজন করবে। এরফলে তিনি বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং কোন্ মুহূর্তে কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন সেটাও উপলব্ধি করতে পারবেন।

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণঃ

যদি প্রদর্শনকে একটি কাজ হিসাবে ভাবা যায় তাহলে স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যখন গাছের কলম কীভাবে বাঁধতে হবে এটা দেখাবার প্রয়োজন হবে তখন তা ব্যবহারিকভাবে দেখানোর জন্য গোষ্ঠীর কোন সদস্যকে ডাকা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রশ্ন এবং মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে তিনি যেভাবে বোঝাচ্ছেন সেটা ছাত্রছাত্রীরা আরও ভালভাবে বোঝাবার জন্য একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, একজন কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই তার কাজটি করতে পারেন এবং তা ছাত্রছাত্রীদের কাছেও যথেষ্ট উৎসাহের হবে বলে মনে হয়।

ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য সংগঠিত করা –

সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপ হিসাবেই শিক্ষকের পাশাপাশি থাকতে দেখা যায়। কিন্তু কোন একজন ছাত্রকে তার সহকারী হিসাবে অবশ্যই প্রয়োজন যখন তিনি কোন বিষয় প্রদর্শন করবেন। এই ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীটিকে আগেই বলে দেওয়া হবে তাকে কী করতে হবে এবং শিক্ষক যে প্রদর্শনের বিষয়ে প্রাথমিক মহড়া দেবেন সেখানেও তাকে অংশ নিতে হবে।

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা –

আগে থেকেই ঠিক করা রাস্তায় প্রতিবেশী এলাকার কোন্ স্কুলে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা এলাকার চারপাশ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যখন কোন বিষয়ে প্রতিবেশী কোন রাজ্যের স্কুলের সাথে নিজেদের স্কুলের কাজকর্মের তুলনা বা একই উপকরণ দিয়ে নিজেদের স্কুলের চাইতে কিছুটা দূরের স্কুলের কাজের সাথে কী ধরনের পার্থক্য চোখে পড়ে তা জানার জন্যই মূলত এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

উদাহরণঃ গাইড পরিচালিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে দেখা যেতে পারে বনাঞ্চলের সংকীর্ণ রাস্তার ধারে, পার্বত্য অঞ্চলের পাশে কোন জায়গায় বা পর্বতের উঁচুতে যে সমস্ত শাক-সবজি উৎপাদন হচ্ছে সেগুলিতে একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য কোথায়?

এধরনের কাজকে গাইড পরিচালিত শিক্ষামূলক ভ্রমণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটা একজন শিক্ষক বা স্থানীয় গোষ্ঠীর একজন সদস্যের দ্বারা হতে পারে, যিনি এই সমস্ত পর্যবেক্ষণকে পরপর সাজিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

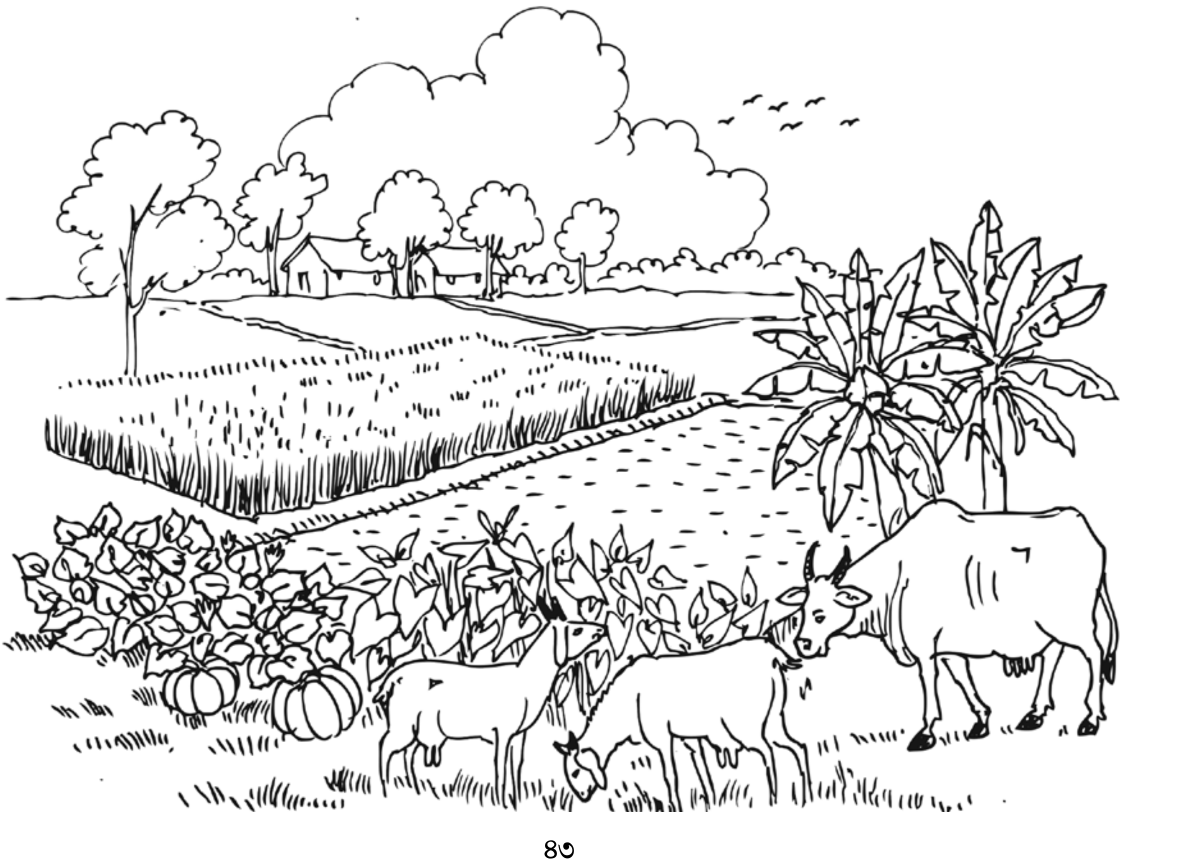

শিক্ষকের প্রস্তুতি -

যে পথে যেতে হবে এবং যে সমস্ত স্থানগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সেগুলি আগে থেকে ঠিক করা থাকবে। এটা করার সুবিধা হল, ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যেখানে যাওয়ার কথা ঠিক করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। তাছাড়া কোন্ পথে যাওয়া হবে সেটা জানা থাকলে সময়ের আন্দাজ করাও সহজ হয় এবং পুরো কাজের জন্য কতদিন লাগবে সেটাও গুণে নেওয়া যায়।

যেহেতু তিনটি জায়গায় পর্যবেক্ষণ করা হবে তাই মিলিত হবার তিনটি পছন্দসই জায়গাও বেছে নিতে হবে। প্রথমটি পাহাড়ের নিচে, যেখান থেকে পাহাড়ে ওঠার সংকীর্ণ পথ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টি পাহাড়ের আশেপাশে কোথাও, উদাহরণস্বরূপ জায়গাটি কোন শিলা বা প্রস্তরখণ্ড বা কোন গাছ দ্বারা চিহ্নিত। তৃতীয়টি হল অনেক দূরবর্তী এলাকা, যেখানে পৌঁছাতে হবে।

কাজকর্মের অধিগ্রহণ -

যাত্রা শুরুর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের বলা হল যেহেতু তারা দেখতে যাচ্ছে তারা যে পথ দিয়ে যাবে এবং যেখানে থামবে তার সবকিছুই যেন তারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তাদেরকে বলা হবে কী কী উপকরণ তাদের প্রয়োজন? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, খাতা, পেন্সিল ছাড়াও তাদের মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতিও সঙ্গে রাখা উচিত। এমন কী, একটি থলেও সঙ্গে রাখা উচিত যেখানে বিভিন্ন জিনিস যেমন মাটির নমুনা, বীজ ইত্যাদি থাকবে।

উদাহরণঃ

এই ভ্রমণে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে দু'টি বিষয় জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল বন্য শাক-সবজি এবং অন্যটি হল পরিবেশ। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, পশুচারণভূমি, ঘাস, লতা-পাতা, জঙ্গল, ঝোপঝাড় এবং কৃষি উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বোঝা অত্যন্ত মূল্যবান। পাশাপাশি তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে এর কী প্রভাব পড়েছে সেটাও বোঝা দরকার।

যাত্রা শুরুর সময় যেখানে সব ছাত্র-ছাত্রীরা একজায়গায় জড় হবে সেটাকেই সভার স্থান হিসাবে উল্লেখ করা দরকার। প্রত্যেকবার যে স্থানে যাত্রা বিরতি হবে সেখানে শিক্ষক যতটা পথ চলা হয়েছে এবং যা কিছু দেখা হয়েছে তার পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করবেন, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, তাদের মতামতকে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এখানকার পর্যবেক্ষণ শেষ হলে, উপসংহারগুলির সংক্ষিপ্তকরণ করবেন এবং পরবর্তী সভার স্থান উল্লেখ করে আবার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পথ চলা শুরু করবেন।

উদাহরণঃ

শ্যাওলা, পার্বত্য অঞ্চলে জন্মানো একধরনের গাছ, ঔষধি গাছ, ঝোপঝাড় প্রভৃতি যেগুলির জন্য স্যাঁতসেঁতে জায়গা প্রয়োজন সেগুলি ঝোপঝাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে ওঠার সংকীর্ণ রাস্তার পাশে দেখা যায়। চারাগাছ এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য যেমন, আদ্রতা, কোন্ ধরনের মাটি, আলো ও তাপের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নদী এবং খালের পারের ভাঙন প্রতিরোধে ধারে ধারে যে সমস্ত প্রজাতির গাছ লাগানো হচ্ছে সে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি জলের বাষ্পীভূত হওয়ার ব্যাপারটিও যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এখনও পাহাড়-পর্বতে যাওয়ার সঙ্কীর্ণ রাস্তায় একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছেঃ যেখানে কী ধরনের গাছ-গাছালি দেখা গেছে, তাদের নাম কী, তারা কোন্ প্রজাতির, অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী আছে ইত্যাদি। এখানে কোন ফরেজ গাছ (যে গাছের পাতা

ঘোড়া এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রাণীর খাদ্য) এবং উইলো গাছ অর্থাৎ গুল্ম জাতীয় সরু গাছ আছে কিনা সেটাও লক্ষ্য করতে হবে। পরিশেষে পার্বত্য এলাকায় অন্য কয়েকটি ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। ঘাস, ঝোপঝাড়, জঙ্গল প্রভৃতি তো আছেই। কয়েক ধরনের গাছ যা পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় তা আবার সমতলে দেখা যায় না। এখানে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুটি এলাকার শাক-সবজি উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে ( উদাহরণস্বরুপ- গাছের পাতা খরাকে প্রতিরোধ করতে পারে)। এখানে যে আংশিক উপসংহারে পৌঁছানো গেল তা সংক্ষিপ্ত আকারে রাখতে হবে। আগের দু' জায়গার পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে পাহাড়ের উপরের এলাকার বিষয়ে তুলনামূলক বিচার করতে হবেঃ এখানে কি আগে একইরকম গাছ দেখা গিয়েছিল? এখন কী রকম গাছ দেখা যাচ্ছে? পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি একই আছে, না নেই? এই স্থানের অসাধারণতাগুলি কী? - কথোপকথনগুলি এবার একটি কাঠমোতে আনার কাজ শুরু করতে হবে।

## কাঠামো তৈরি এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা –

শ্রেণীকক্ষে ফিরে শিক্ষক বাইরে থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে ঘুচিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের আয়োজন করবেন। এটা ছিল মূলত ছাত্রছাত্রীরা যা দেখেছিল এবং তার উপর ভিত্তি করে যে উপসংহারে পৌঁছেছিল তার পুনর্মূল্যায়নের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। এই পুনর্মূল্যায়ন একটি পাঠ্যবই বা সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই সুপারিশ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে যে জায়গায় অবস্থান করা হয়েছে সেই জায়গার সাথে সম্পর্কিত।

উদাহরণঃ- যেহেতু তিন জায়গায় থামার ব্যাপার ছিল, তাই এই শিক্ষামূলক ভ্রমণকে তিনটি কাঠামোতে ভাগ করা হয়েছে। – জল-জঙ্গল, টিলার ভেতর দিয়ে পাহাড়ে ওঠার সরু রাস্তা, পাহাড়ের পাশে এবং পাহাড়ের চূড়ায়। এই তিনটি ভাগের প্রত্যেকটিতে ঐ এলাকার উদ্ভিদসমূহ, গাছ-গাছড়া এবং জায়গার বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাস্তুতান্ত্রিক টান, উদ্ভিদ, গাছ-গাছড়াঃ যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তার সাথে পরিবেশগত উপাদানের সম্পর্ক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় কিছু কিছু গাছের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঠামো তৈরিতে যৌথ অংশের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যে পথ অনুসরণ করা হয়েছিল শিক্ষক তা চিহ্নিত করলেন, যে সমস্ত জায়গায় থামা হয়েছিল সেগুলি চিহ্নিত করলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যে তথ্য পেল সেগুলি শিক্ষকের হাতে তুলে দিল। স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড বা একটুকরো বড় কাগজে আঁকা হল।

পাহাড়ের একটি নকশা আঁকা হল এবং তাতে স্থানগুলি চিহ্নিত করা হল। প্রত্যেক জায়গা থেকে যে সমস্ত পরিসংখ্যান উঠে এসেছে তা লিখে ফেলা হোল। ঘাস, জঙ্গল ও গাছ-গাছালির প্রথাগত প্রতীক আঁকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হল।

এবার তুলনামূলক আলোচনা শুরু হল ; প্রত্যেক জায়গার গাছ-গাছালির ধরন কী রকম এবং কোন্‌গুলি তিন জায়গাতেই দেখা যায়। লক্ষ্য হল, কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ বিবৃতি পরীক্ষা করা। এটা কি বলা যেতে পারে যে, একই উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি সব স্থানীয় গোষ্ঠীর সংকীর্ণ পাহাড়ি রাস্তায় দেখা যায়? এটা কি বলা যেতে পারে? সব পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলি কি এক?

বাড়তি অনুমোদন -

১. স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ

শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাওয়ার লক্ষ্যে প্রথমেই সদস্যদের খুঁজে বার করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রত্যাশার

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে তাদের কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া হয়। রাস্তায় কিছু লোকের সাথে আচমকা দেখা হওয়া এবং গল্প-গুজব করলেই সুযোগ সুবিধা সমূহ হাতছাড়া হবে না, যদি এই সমস্ত লোকেরা যে কাজগুলি করা হচ্ছে তার জন্য মূল্যবান কিছু দিতে পারেন।

## কাজের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা -

তিন-চারজন ছাত্রছাত্রীর একটি দল, যারা শিক্ষামূলক ভ্রমণে একসঙ্গে ছিল তাদেরকে সংগঠিত হতে হবে। ভালভাবে লক্ষ্য রাখার সম্মতি দেওয়া ছাড়াও এটা কোন ছেলেমেয়েকে হারাবার ক্ষেত্রে বাধস্বরূপ হতে পারে। এই গ্রুপগুলি গ্রুপ আলোচনা, নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যে এবং চূড়ান্ত কাঠামো তৈরির লক্ষ্যকে বাড়িয়ে পর্যবেক্ষণকে অনুপ্রাণিত করবে। যেহেতু তারা স্কুলের বছরে প্রথম দিকের ছাত্রছাত্রী, তাই স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা একই জিনিস পর্যবেক্ষণ করবে। বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নানা ধরনের পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু তখন কাঠামোর কাজও অধিক জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

## পরিদর্শন -

## কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য -

একটি পরিদর্শনকে কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করা হয় যখন কোন নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে, যে বিষয়গুলির উপর কাজ করা হচ্ছে সেগুলিকে জানার জন্য এবং তাদের কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার লক্ষ্যে কাজের পরিবেশের মধ্যেই কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

উদাহরণঃ

ক) জনৈক কাঠের মিস্ত্রি যখন কাঠ এবং নদীর ধারে উৎপন্ন হওয়া বেণুবাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করছেন সেটা দেখার জন্য যাওয়া যেতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে তিনি কী কী কাঠ (উইলো, ইউক্যালিপটাস) ব্যবহার করছেন, এটা কোথা থেকে আসছে, স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের কাঠ দুষ্প্রাপ্য কিনা ইত্যাদি। যন্ত্রপাতি এবং কীভাবে তাদের ব্যবহার করা হয় সেটাও দেখতে হবে। আসবাবপত্র বিক্রির ব্যাপারেও তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। এই আসবাবপত্রগুলি বিক্রির জন্য তিনি বাজারে নিয়ে যান কিনা, এগুলি কেনার জন্য শহরে কোন স্থায়ী গ্রাহক আছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

খ) একটি তাঁতের কারখানায় কাজের ঘরে ঢুকে যে মহিলা নিজেই তাঁত চালিয়ে কাপড় তৈরি করছেন তার কাছে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন টাকু, মাকু, চিরুণি, সূঁচ প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে জানা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন, উল, সূতা, রঙ করা, গেঁথে দেওয়া প্রভৃতি দেখা যাবে। যে মহিলা তাঁত চালাচ্ছেন তিনি সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন এবং কীভাবে তাদের ব্যবহার করা হয় সেটা প্রদর্শন করবেন। তাছাড়া তিনি যে কীভাবে তার তাঁত নিয়ে কাজ করছেন সেটাও দেখা যাবে। এভাবে সরেজমিনে কাজ দেখে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার মূল্য ক্লাসরুমে তাঁত নিয়ে গল্প শোনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী।

প্রকৃতই কিছু জানার জন্য শিক্ষামূলক পরিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে যা জানা যায় বা দেখা যায় তা মৌখিকভাবে কোন কিছু শুনে, আঁকার মধ্য দিয়ে বা কোন মডেল দেখে জানা যায় না।

## শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুতি -

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য যে ব্যক্তির কাছে যাওয়া হবে সে যাতে সব বিষয় জানানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে

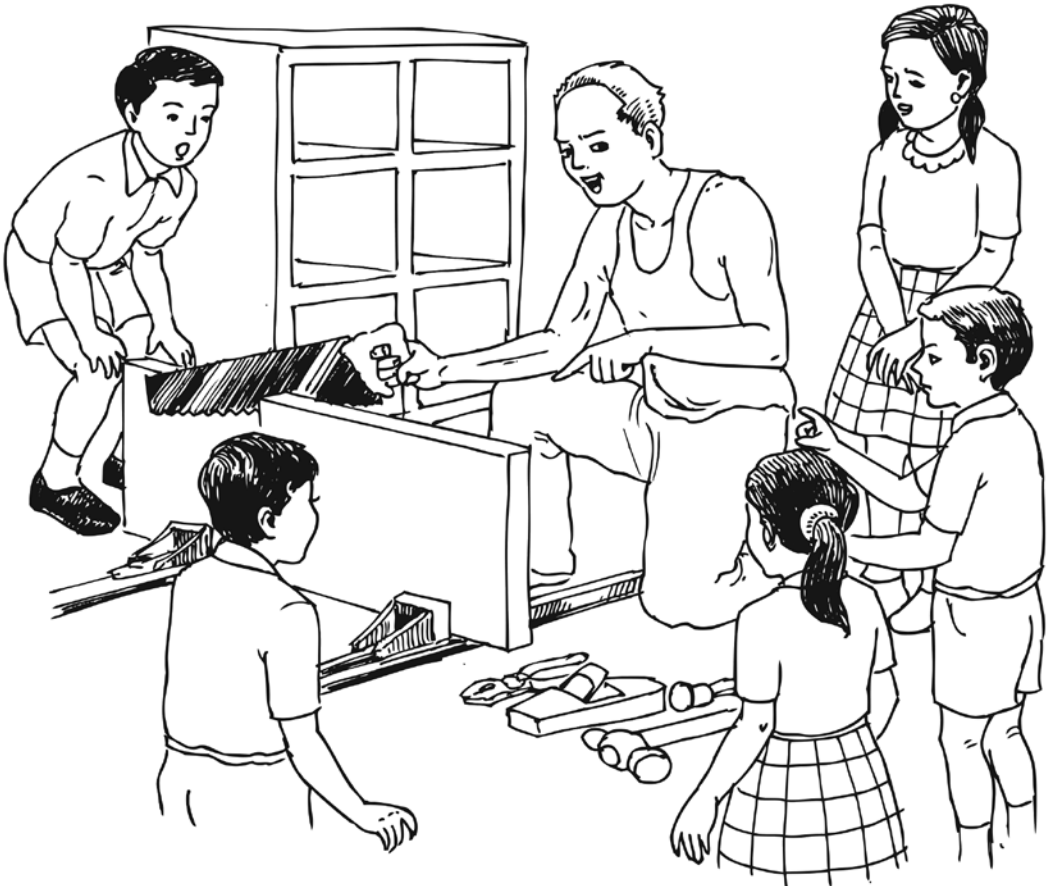

সে ব্যাপারে তাকে আগাম জানিয়ে রাখা দরকার। এটা শুধুমাত্র একটা সম্মতি নেওয়ার প্রশ্ন নয়।

লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা যে কাজটি করছে সেটি তাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যে লক্ষ্যগুলির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দীর্ঘদিন লেগে থাকা হয়েছে সেগুলি তার কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। পরিদর্শনমূলক কাজের উন্নতির ব্যাপারে তার সাথে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত লক্ষ্য সাধারণত বেশি হতে পারে না। যদি কোন পরিদর্শন থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা হয় তাহলে তার ফল খারাপ হয়।

উদাহরণঃ ভদ্রমহিলার তাঁতকল মেসিন ঘরে অনেক জিনিস দেখা যেতে পারে। কেন তিনি বিভিন্ন ধরনের তাঁত ব্যবহার করেন, তাঁতকলে একটি সূতার সাথে অপর একটি সূতাকে আড়াআড়িভাবে নিয়ে কাপড় তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী, উল কি রঙ করা না প্রাকৃতিকভাবে যে রঙ থাকে সেটা দিয়েই বোনা হয়, উপকরণসমূহ ব্যবহারের তারতম্য গুণগত মানের দিক থেকে কী ধরনের পার্থক্য হতে পারে প্রভৃতি নানা বিষয়। সূতো বা উল রঙ করায় তিনি কোন গাছের রস ব্যবহার করেন কিনা সেটাও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। আরও যে সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে সেগুলি হল, কোন্ প্রাণী থাকে এই উল নেওয়া হয়, উদ্ভিদের স্বল্পতা বা অভাবের জন্য কোন প্রাণীকে যদি অন্য কোন খারাপ খাবার খাওয়ান হয় বা প্রাণীটির যদি নানা ধরনের রোগ থাকে তাহলে উলের গুণগত মানের কি কোন হেরফের ঘটতে পারে? যদি এমনই অনুমান করা যায় যে, স্থানীয় কাঁচামালের অভাব হওয়ায় তিনি এমন কোন সূতা ব্যবহার করছেন যেখানে গাছই তার উৎস। তাহলে তিনি কোন্ গাছের সূতা ব্যবহার করছেন এটাও তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। একবার মাত্র পরিদর্শনে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা বা বোঝা নাও যেতে পারে। তাহলে কিছু বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করাই

ভাল, যেগুলি জানলে কাজে লাগবে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শাড়ি বা কোন পোশাক তৈরি করতে পর্যায়ক্রমে কী কী জিনিস ব্যবহার করতে হয়ঃ  বোনা এবং রং করা সহ উল প্রস্তুত, সাধারণ তাঁত বোনা, আড়াআড়িভাবে সুতা মেশিনে নিয়ে কাপড় বোনা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কাপড় পালিশ করে মসৃণ করা-- এই কথাটার অর্থ কী? পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হবে এই বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে জানা। যখন কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হবে, তখন কী কী বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হবে সেই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু কোন কিছু আবিষ্কার করতে যাচ্ছে না। তারা যাচ্ছে বিষয়গুলি কতটা ঠিক সেটা জানতে এবং তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাসা ভাসা তথ্য সংগ্রহ করতে।

তাঁতের কাজে যুক্ত মহিলাকে পরিদর্শনের সময় তিনি প্রথমে তাঁতে বোনা একটি পোশাক কীভাবে প্রস্তুত করা হল সেটা ব্যাখ্যা করবেন। এই ধারণাটা পাওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা এব্যাপারে আরও তথ্য পেতে আগ্রহী হবে।

### কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ –

পরিদর্শনের লক্ষ্য যদি শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং যার কাছে যাওয়া হবে, তারা সকলেই বুঝতে পারে তাহলে কাজের ধাপগুলি চিহ্নিত করে কাজটি সহজেই করা যাবে।

### উদাহরণঃ

ধাপগুলি এইভাবে সাজানো যেতে পারে। - উলবোনা, উল রঙ করা। সূতোর গোছ ঠিক করা, বোনা, সুন্দর করা।

যে ব্যক্তির কাছে যাওয়া হল তার সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক ধাপে কী কী কাজ করা হল তা সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সঠিক সময়ে শিক্ষক কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাইতে পারেন বা কোন বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা বলতে পারেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি বুঝতে পারে বা ভালভাবে মনে রাখতে পারে।

### অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি এবং সম্প্রসারণ -

যা কিছু দেখা হোল তা বর্ণনা করা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনই কেন কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজকর্ম নির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করাও দরকার। শিক্ষককে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান বাড়াবার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ এখানে অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে।

### বাড়তি অনুমোদন

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ –

স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ ব্যাপারে পরিদর্শন হল অত্যন্ত মূল্যবান একটি কাজ। এধরনের কাজে আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন যে ব্যক্তির কাছে যাওয়া হচ্ছে তিনি এবং তার কাজকর্ম। যেহেতু তিনি বাড়িতেই পরিদর্শনে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তাই আশা করা যায়, তার ব্যাখ্যাগুলি স্বচ্ছ হবে, বিষয়বস্তুসমূহ উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বোঝা যাবে এবং যে পদ্ধতিগুলি তিনি ব্যবহার করেন সেগুলি সম্পর্কেও জানা যাবে।

খ) কাজের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা –

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস সকলকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করানোটা সব চেয়ে ভাল কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ তাদের পর্যবেক্ষণে বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকবে না। যখন তারা বড় হবে,তখন সবাই মিলে যে তথ্য-পরিসংখ্যান পেয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ করা হবে।

## প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য পর্যবেক্ষণ -

যেহেতু নামটিই হল, প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য পর্যবেক্ষণ, তাই এটার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ভূ-প্রকৃতির সমস্ত বিষয়। ভূ-প্রকৃতি গঠনে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপস্থিতির বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হলে, উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে জানতে হলে এবং ভৌগোলিক বিষয়ের আকার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে ভূ-প্রকৃতির সমস্ত বিষয়গুলি যথেষ্ট সাবলীলভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

উদাহরণ - স্থানীয় গোষ্ঠীর কৃষিজমি, গোচারণভূমি প্রভৃতি চিহ্নিত করতে হলে প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ভাঙন এবং কবলিত এলাকার কোন্ কোন্ জায়গায় গাছ লাগিয়ে ঝোপঝাড়-জঙ্গল তৈরি করে ঢালুভাবে ধাপে ধাপে কংক্রিটের প্রাচীর তৈরি করে যথাযথভাবে ভাঙন প্রতিরোধ করা যায় সেটাও খুঁজে বের করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য পর্যবেক্ষণ দু’ধরনের হতে পারে -

- বৃত্তখণ্ড পর্যবেক্ষণ
- সুন্দর এলাকা পর্যবেক্ষণ

বৃত্তখণ্ড পর্যবেক্ষণ হল ভূপ্রকৃতির একটি অংশে মনোনিবেশ করে ঐ জায়গার কিছু কিছু উপকরণ পরীক্ষা করা।

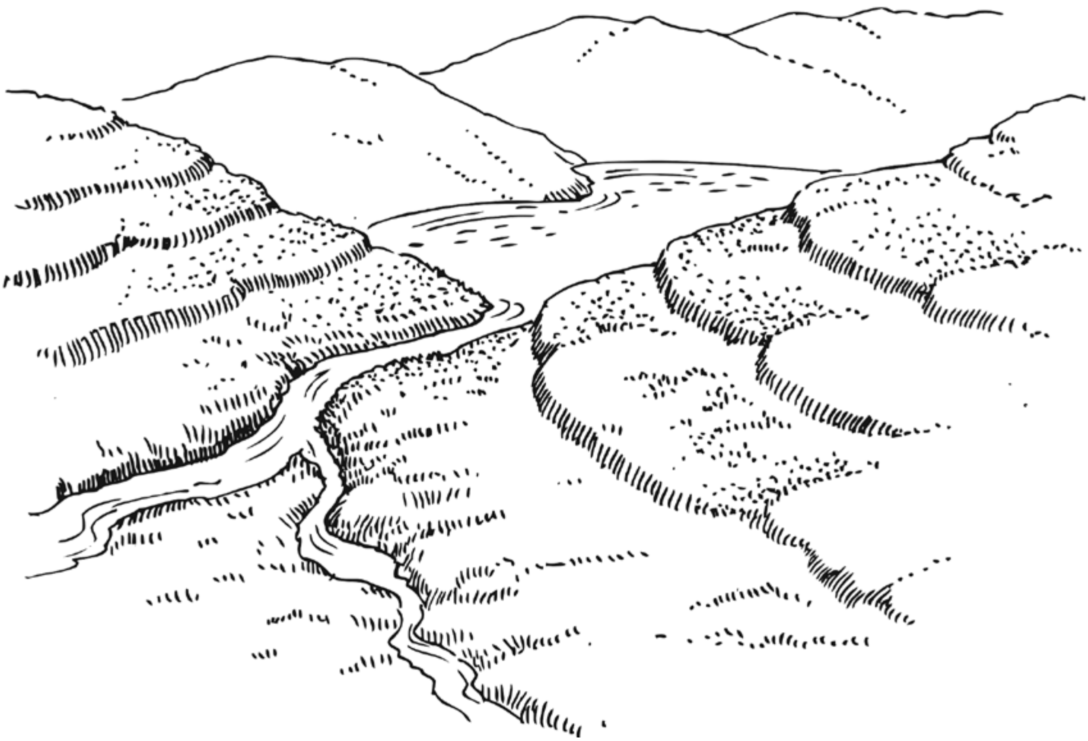

পরীক্ষা শেষ করে ভূ-পৃষ্ঠের অন্য বৃত্তখণ্ড পর্যবেক্ষণ করা, যা আগের বৃত্তখণ্ডের বিশ্লেষণ থেকে পৃথক হতে পারে,

উদাহরণঃ ভূপৃষ্ঠের নিচের দিকের এলাকা যেখানে নদী খাল নালা আছে সেগুলি দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি চাষের জন্য, পশুপালনের জন্য, নদী, সেচ-খালের গতিপথ, বাড়ি-ঘর, বাজার, বাগান এবং প্রচুর উদ্ভিদ জাতীয় গাছ প্রভৃতি

রয়েছে এমন এলাকাগুলিও দেখা যেতে পারে।

এখান থেকে সরে গিয়ে পাহাড় বা টিলার পাশের এলাকাগুলিও দেখে নেওয়া যায়। যেমন চাষযোগ্য জমি, পতিত জমি, সেচ ব্যবস্থা, ভাঙন কবলিত এলাকা, মাটি সংরক্ষণ, নির্মাণ (ঢালু করে ধাপে ধাপে নামানো কংক্রিটের দেওয়াল তৈরি, প্রবেশ করার পরিখা, ঢুকতে না পারার জন্য শক্ত বাধা তৈরি) প্রভৃতি। ঝোপঝাড়-জঙ্গল তৈরি করে ভূমি সুরক্ষার কাজটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

কোন্ ধরনের জমি চাষ করা হচ্ছে, চাষযোগ্য জমিকে রক্ষা করতে কোন গাছ আছে কিনা এবং গাছগুলি কোথায় আছে সেটা কীভাবে দেখা যাবে? কীভাবে ঘরগুলি বণ্টন করা হয়েছে সেটা সহজেই দেখা যাবে, খচ্চরের পায়ের চিহ্নের উপস্থিতি বা গরু বাছুরের পায়ের চিহ্ন প্রভৃতি দেখা যায় কিনা?

সব শেষে পর্বতের উপরিভাগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, ওখানে প্রাণীপালন করা হয় কিনা, ফসলের উৎপাদন না হওয়া, উদ্ভিদের প্রকারভেদ প্রভৃতি। মোটামুটি আসল ঘটনা হল, ওখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই।

সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলির পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন ধরনের। এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট উপকরণকে পর্যবেক্ষণ করা এবং স্থলভাগের কিছু কিছু অংশে সেটা দেখা। এটা গোচারণভূমিও হতে পারে। এধরনের কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য প্রথম স্থানটি চিহ্নিত করা হয় এবং যত্নের সাথে পরীক্ষা করা হয়, এই জায়গার বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করে, কত ধরনের প্রাণী সেখানে চরে বেড়ায়, তার এলাকা প্রভৃতি, তখন অন্য একটি স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হল, সেখানেও একই কাজ করা হচ্ছে। এটারও কি আগেরটার মতো একই বৈশিষ্ট্য হবে? এটা কি একই উচ্চতায়? এখানে কি কোন পাথক্য আছে?- এই সমস্ত কিছু এবং সাথে অন্য কোন বিষয় উঠে এলে অনুসন্ধান চালাতে হবে, একটি তৃতীয় জায়গা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং চলতে থাকে।

### কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ -

শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরোবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করা হবে কেন তারা এই জায়গাটি বেছে নিয়েছিল, কী দেখতে পাওয়া গেল সেটা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, পর্যবেক্ষণ থেকে তাদের কি ধরনের জিনিস শেখার প্রত্যাশা ছিল, সেটা উল্লেখ করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের দলটি যেখান থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছিল সেখানে এসে মিলিত হবে।

শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণে পরিচালকের ভূমিকা পালন করবেন। যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শাখাগুলির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে তাহলে শাখাগুলির সঠিক সীমা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীতাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এটা একটি পর্বত হতে পারেঃ তখন প্রত্যেকেরই ওই পর্বতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। যদি সুন্দর সুন্দর জায়গা পর্যবেক্ষণের প্রশ্ন আসে তাহলে একটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে পরে অনুরূপ একই জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এলাকাটা জানে তাদের কথা শুনতে হবে। এটাই ঘটা স্বাভাবিক যে তারা ওখানে তাদের সাথী বন্ধুদের খুঁজে পাবে এবং তারা যে বিষয়গুলি খুঁজে পেতে চাইছে সম্ভবত সেগুলি পাবে। তা না হলে কোন জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।

যেহেতু তারা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে তাই আংশিক উপসংহার টানা যেতে পারে। এধরনের উপসংহারের সত্যতা পুনরায় পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুমোদন করা যেতে পারে।

উদাহরণঃ

এটাই স্বভাবিক যে যখন একটি গোচারণভূমি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তখন সেখানে ভাঙনের ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। এমন কিছু পার্বত্য এলাকা আছে যেখানে মাটির উপরিভাগ এতটা শক্ত যে সেখানে ফসল কেন ঘাসও জন্মাবে না। অন্য জায়গায় গোচারণভূমি হিসাবে যে জায়গাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানেও কি একই ঘটনা ঘটছে? এর কারণগুলি কী হতে পারে, পরিবেশের উপর ভাঙনের প্রভাব কতখানি এবং ধারাবাহিকভাবে এর কোন প্রভাব কি প্রাণী উৎপাদনের উপরও পড়ছে? কীভাবে এই নেতিবাচক প্রভাব সংশোধন করা যেতে পারে? কী ধরনের সংরক্ষণের কাজ করা যেতে পারে? এটা কি সম্ভব, গরু চরাবার জন্য জমিকে সময় নিয়ে এমনভাবে তৈরি করা যাতে এটা গোচারণভূমিতে পরিণত হতে পারে। এটা কি স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে করা যেতে পারে? এমন কি কোন এলাকা আছে যেখানে বেশ ভালভাবে মাটিকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যদি করা যায়, কেন করা যাবে?

কাঠামো গঠন এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা -

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালভাবে বোঝানো এবং অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আঁকা এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা বা নকশা তৈরি করা যেতে পারে, যেগুলি ব্যাখ্যা করা হবে এবং পরস্পরের সম্পর্ক বোঝানো যাবে। স্কুলের কাজে বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি সব সময়েই বর্তমান থাকবে একথাটি ভুললে কিন্তু চলবে না।

বাড়তি অনুমোদন -

এটা সম্ভব যে পর্যবেক্ষণ চলাকালীন কিছু ঘটনা ঘটবে যেগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করবে কিন্তু কর্মসূচি হিসাবে কাজের লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে না। এই ক্ষেত্রে এটাকে চেষ্টা করা, অখণ্ড রাখা এবং যতটুকু মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য ততটুকু দেওয়া ও ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহলকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। তারপর কর্মসূচি ক্রমাগত যেমন চলছিল তেমনই চলবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বন্যপ্রাণী দেখা যেতে পারে, প্রাণীটি কোন এলাকায় বাস করে তার বর্ণনা দিতে হতে পারে, এটা কী ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক কাজ পরিপূর্ণ করে, সেটাও জানাতে হতে পারে।

স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ -

শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাজের জন্য যেটুকু করছে তা পর্যাপ্ত। যাইহোক না কেন, শিক্ষক যদি পরিবেশ সম্পর্কে ভাল না বোঝেন তাহলে তিনি স্থানীয় গোষ্ঠীর কোন সদস্য, যিনি ব্যাপারটা ভাল বোঝেন এবং যার বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ কাজকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে তার কাছ থেকে তথ্য জেনে নিতে পারেন। কাজ শুরু করার আগে শিক্ষক যখন কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তখন এটা জানা দরকার। আদর্শগতভাবে শিক্ষক প্রথমে উক্ত ব্যক্তির সাথে একত্রে যাওয়ার জন্য যে পথ ঠিক করা হয়েছে সেই পথের অংশবিশেষ ঘুরে আসতে পারেন। এবং প্রয়োজনে তাকে প্রশ্নও করতে পারেন।

কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য -

এটাকে শিল্পীসুলভ প্রশিক্ষণ হিসেবে ধরা হলে অঙ্কনও এখানে প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিজ্ঞানের মতো একটি শিক্ষণীয় কাজ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা নির্দেশিত অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে, মুক্তমনে যেমন খুশি তেমন আঁকা নয়। এটাকে নির্দেশিত অঙ্কন বলা হয়। কারণ শিক্ষক এখানে বিষয়টি পরিকল্পনা করেছেন এবং বিস্তৃতভাবে জিজ্ঞেস করার জন্য নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং এমনকী সংশোধন করেছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লক্ষ্য হল একটি সুন্দর বিস্তৃত অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের নিশ্চিত চেহারার ব্যাপারে তারা যা জানে সেটা ব্যাখ্যা করা। অঙ্কনের সময় তারা উপলব্ধি করতে পারবে নিশ্চিত উপকরণগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তারা

আগে থেকে যা জানে সে ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।

উদাহরণঃ

একদল ছাত্র-ছাত্রীকে বর্ষাকাল, বন্যা, স্থলপথে যোগাযোগের সমস্যা, খাল বা নর্দমায় জল চলাচলে বাধা সৃষ্টি, পার্বত্য এলাকায় মাটিতে বড় গর্ত, কার্যক্রম গ্রহণ, ব্যবহারের ফলে জীর্ণ কাপড়, অন্য দলটি আঁকবে শুষ্ক আবহাওয়া, সেচ এবং বাড়ীর ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জল পাওয়ার সমস্যা দেখানো, কাজকর্ম প্রভৃতি। যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আঁকছে তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারে এইভাবে, যেগুলি বাদ পড়ে গেছে সেগুলি বিস্তারিত দেখাবার জন্য। পরে দুটি পর্বের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে। এবং কী কারণে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার কারণগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রচলিত রীতিতে দেখা গেল, নির্দেশ মতো আঁকাটা শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ তাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মতো এবং ধারণা সম্পর্কে জানতে হবে, যারা প্রায়ই সাংস্কৃতিক পরিবেশে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলে।

উদাহরণঃ

যদি একজন শিশু বাজারের বাগানের নিকটে ফুল এবং কিছু রাখার পাত্র সহ কোন অনুষ্ঠান স্থল আঁকে, তাহলে তাকে মাটির জন্য কিছু টাকা দেওয়া প্রয়োজন। এটা ভূমি পূজার ব্যাপারে প্রথমে তার এবং পরে অন্যান্যদের সাথে আলোচনার একটি সুযোগ তৈরি করবে। এই ভূমি পূজাটা এখানকার স্থানীয় গোষ্ঠীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

## কাজকর্ম হাতে নেওয়া –

যে বিষয়টি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এঁকেছে সেই বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলে কাজ শুরু হল। এই কথোপকথন শুধুমাত্র সূচনাপর্ব নয়, কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যেতে পারে। ব্যাপারটি তুলে ধরে, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই মর্মে পরামর্শ চাওয়া হয় যে, তারা কী বিষয় আঁকবে? তখন তারা সবাই মিলে আলোচনা করে, যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, ব্ল্যাকবোর্ডে যে সমস্ত সিদ্ধান্তের কথা লেখা আছে সেগুলি লিখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর কাজটি সম্পন্ন করা হল। যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা আঁকছে তাই শিক্ষক মহাশয় তাদের কাছে এলেন এবং তারা কী বিষয় নিয়ে আঁকছে সেটা চুপিসারে জিজ্ঞেস করলেন। তারা যে ঘটনা বা বস্তুকে উদ্দেশ্য করে আঁকছে সেটা চিহ্নিত করতে বললেন এবং যে কোন সময়ে এর ব্যাখ্যা দিতে বললেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হল। তারা শিক্ষককে বৃত্তাকারে ঘিরে বসল যাতে তারা আঁকাগুলি দেখতে পায়। যে আঁকাটি ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটাই পছন্দ করা হল এবং যারা আঁকায় অংশ নিয়েছে তাদের প্রত্যেককেই বর্ণনা করতে বলা হল। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা সেগুলির উপর মন্তব্য করলেন এবং সম্পর্ক রাখা ও উপসংহারের উপর জোর দিলেন।

## কাঠামো তৈরি এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা -

কিছু আঁকা পরীক্ষা করা হয়েছে, যে কাজগুলি করা হয়েছে তার ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সংগঠিত করা হয়েছে। ভালভাবে বোঝার জন্য সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রথম উদাহরণটিতে বাস্তুতন্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জীবনযাত্রার সাথে বোঝাপড়া ও উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এটা ব্যবহার করা হবে।

বাড়তি অনুমোদনঃ এই আঁকার অর্থ কিন্তু কোন শিল্পকলা সমৃদ্ধ আঁকা নয়, এটি হল বাস্তব বিষয়কে তথ্যসহ তুলে ধরার আঁকা। এই আঁকার ক্ষেত্রে এমন সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা যা সচরাচর আঁকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। যেমন বীজ, ছোট ছোট নুড়ি পাথর, পাতা, ফুল বা অন্যান্য জিনিস, যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আঁকার উপযুক্ত বলে মনে হবে।

## স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ -

স্থানীয় গোষ্ঠীর স্কুল পরিদর্শনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। গ্রামীণ শিক্ষক ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ়, অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ সৃষ্টি করতে এটাকে ব্যবহার করতে হবে।

ক) কাজকর্মের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা –

প্রথমত এটি একটি ব্যক্তিবিশেষের কাজ। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে এই কাজ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হবে তথ্যের প্রসার ঘটানো। এই পর্বে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। আবার তথ্যের কাঠামো তৈরির সময়েও একইভাবে সকলের অংশগ্রহণ করা উচিত।

যখন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্কতার সঙ্গে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়, তখন আঁকার অসাধারণ কাজগুলি দারুণভাবে সাহায্য করে থাকে। এরপর যখন কোন বিষয় অধ্যয়ন করার জন্য চিহ্নিত করা হয় তখন তাদের সেই বিষয়টির উপর কিছু আঁকতে বলা হয়। তারা যখন কাজে ধীরে ধীরে উন্নতি করতে শুরু করে তখন তারা যে অংশটুকু বাদ পড়ে গেছে বা বিশদে লেখা হয়েছে তা ভালভাবে লেখা হয়নি প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

উদাহরণঃ -

যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ফুলের কোন অংশবিশেষ বা তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সফলতার দিকে পৌঁছানোর একটি ভাল পথ হল, বিষয়টিকে আঁকা। এটা এমন হতে পারে যে প্রথমেই তারা সাধারণভাবে একটি ফুল এঁকে ফেলল। কিন্তু এই প্রথম আঁকার থেকেই তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে তারা উন্নত করার চেষ্টা করতে পারে। ফুলের কি সত্যিই চারটি পাপড়ি আছে? মাঝখানে কি একটি ছোট নলের মতো অংশ থাকে? একটি পুংকেশর থাকে? কতগুলি থাকে? পাপড়ির নিচে কি ছোট সবুজ পাতা থাকে?

এই সমস্ত কাজের মধ্যে বিচিত্র সব বিষয়ের অবতারণা ঘটেঃ  গাছ-গাছালি, প্রাণী, যন্ত্রপাতি, স্থলভাগের দৃশ্য প্রভৃতি আরও কত কী। কিন্তু এটা যে কোন কাজে বা ঘটনায় পুনরুৎপাদন যথাযথ হওয়ার প্রশ্ন নয় ; কোন বস্তু বা বিষয়ের সত্যিকারের প্রতিকৃতি প্রত্যাশা করা যায় না। বরং যেটা আশা করা তা হল, আঁকাটা তাদের জন্য এমনভাবে হবে যাতে তারা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, এমনকী যদিও সেই আঁকার কোন বড় ধরনের শিল্পকলার সহজাত গুণ না থাকে। মাঝে মাঝে স্কুলের কোন বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আঁকার কাজ করতে হয়, বিশেষত যদি তা প্রতিলিপি করার মতো সহজ হয়।

## মডেলের (প্রতিরূপ বা আদল) সাথে কাজ

কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য -

মডেলগুলি হল মাঝে মাঝে ছোট আয়তক্ষেত্রের মধ্যে প্রকৃত বস্তুর পুনরুপাদান (যেমন একটি পাকা বাড়ির মডেল), আবার অন্য সময়ে অধিকতর বড় আকারে (কীটপতঙ্গের মডেল) এগুলি ফুটিয়ে তুলতে হয়। গ্রামই হল একটি ভাল মডেলের উদাহরণ যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন গ্রামের মানুষ, বাড়ি-ঘর, শেড, (আচ্ছাদন), প্রাণী, গাছ-গাছালি, পর্বত, নদীপ্রবাহ প্রভৃতি,যা ক্ষুদ্র আকৃতিতে দেখানো যেতে পারে। মডেল হল প্রকৃত বস্তুর সমানুপাত কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের কাঠামোকে সরলীকরণ করা হয় কারণ কিছু কিছু বিশদ জিনিস বাদ পড়ে।

নির্দিষ্ট কিছু মডেল গতিশূন্য বা স্থির কিন্তু আবার কিছু মডেল আছে যেগুলি বাস্তব জিনিসের মতই প্রচলিত রীতিতে কাজ করতে পারে।

উদাহরণঃ স্থলভাগের নিচু এলাকার চিত্র প্রদর্শনের জন্য একটি মডেল তৈরি করা যেতে পারে। তার সাথে একটি নদী ও তার দুই ঢালু পাড় থাকবে।

মডেলে নদীপ্রবাহকে এমনভাবে দেখানো যেখানে মূল নদীতে জল সরবরাহ হচ্ছে, বনাঞ্চলের সংকীর্ণ রাস্তার পাশে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, হ্রদ বা উপত্যকা সমূহ সেই আগের কৃষিজমিতে ফিরে আসছে, বনাঞ্চল, গোচারণভূমি, গ্রাম, গ্রামের রাস্তাঘাট, প্রভৃতি সব কিছুই মডেলের মাধ্যমে  চিহ্নিত করা যেতে পারে। এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরোপুরিভাবে নদীর অববাহিকা পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং উপকরণগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ঢালু, উদ্ভিদ, জল, পার্বত্য অঞ্চলে উত্তাপ বিকিরণ প্রভৃতির গুরুত্ব বোঝান যেতে পারে। শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি চিহ্নিত করবেন এবং ছেলেমেয়েরা দ্রুততার সঙ্গে তাদের স্থান নির্দেশ করবে। যদি প্রকৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা না হয়, তাহলে কিছু কিছু বিষয় চিহ্নিত করাটা খুব একটা সহজ হবে না। স্বাভাবিকভাবেই মডেল (আদল) বাস্তব জিনিসকে সরিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু তারা মডেলের কাঠামো, বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারী করার রাস্তা বুঝতে সমর্থ। মডেল নিয়ে কাজ করার পরে পর্যবেক্ষণ করা যেমন সহজ হয় তেমনই বাস্তবকেও ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। এই সমস্ত কাজকর্মের উদ্দেশ্য হল, কোন বস্তু বা পদ্ধতি, যার প্রকৃত আয়তন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণকে কঠিন করে তুলেছে।

## কাজকর্ম গ্রহণের ধাপ -

প্রথম ধাপ হল মডেল তৈরি করা। মাঝে মাঝে এটা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নিয়েই করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটাও ঘটতে পারে যে, মডেল (আদল) প্রস্তুত, যা শিক্ষকরা এক বছর আগেই করে রেখেছেন। কাজের লক্ষ্যকে ভালভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এটা তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা এর উপর নির্ভর করে না। এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে মডেল তৈরির মধ্যে শিক্ষার মূল্য খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা সাধারণভাবে আনন্দদায়ক হয়।

## উদাহরণঃ

যদি আমরা সমতলের নিচু এলাকা নিয়ে একটি মডেল তৈরি করার সময় স্কুলের ছেলেমেয়েদের যুক্ত করি তাহলে এটা ওদের ভীষণ কাজে লাগবে। এইভাবে তারা ধীরে ধীরে বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং যত্নের সাথে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবার তা পুনরায় দেখাতেও সমর্থ হবে।

## শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি -

ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে মডেল তৈরি করার আগে প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। উদ্দেশ্য হল কোন কিছু না থাকার জন্য যেন কাজে বিঘ্ন না ঘটে।

ভাল নির্মাণের কৃতিত্ব কীভাবে অর্জন করা যায় এটা জানা শিক্ষকের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজেই ভেঙে যায় এরকম উপাদান ব্যবহারের জন্য যদি নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখতে হয় তাহলে এটা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, যে বস্তুটি তৈরি করা হচ্ছিল সেটা আর দাঁড়াবে না।

যদি কোন বস্তু পুনরায় তৈরি বা উৎপাদন করতে যাওয়ার সময় দেখা যায় যে ছাত্র-ছাত্রীরা এধরনের বিষয়ের সাথে পরিচিত নয়, তখন ছবি, অঙ্কন, রেখাচিত্র বা নকশার সাহায্যে বাস্তব জীবনের ছবিটি তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

## কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

মডেল (আদল) তৈরির কাজ দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটা সেশনের অধিবেশনের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। মাত্র একটি সেশনের মধ্যে শেষ করে ফেলাই ভাল, কিন্তু এমন কিছু কিছু মডেল আছে যেখানে বেশি সময় লাগতে পারে।

মডেল হবে খুব সাধারণ এবং মডেল তৈরিতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিই ব্যবহার করা হবে। একেবারে নিরঙ্কুশ বা অসীম বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার দরকার নেই। গুটি কয়েক আলোচনা সভাই পর্যাপ্ত। আমাদের এই মর্মে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এখানে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করে।

উদাহরণঃ

নদী এবং নদীর প্রবাহকে নীল কাগজের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। পাহাড়ের চূড়ায় তুষারপাতের দৃশ্য চকের গুঁড়ো বা প্লাস্টারের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। তেমনই গাছ হবে শুকনো পল্লব বা কচি ডাল, পাহাড় এলাকার জংলি গাছ, ছোট পাথর; জলীয় জিনিসে ডুবিয়ে নিবিড় করলে অনুরূপ জিনিস বলে মনে হবে। তাছাড়া অন্য কোন উপকরণ যা ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারের উপযোগী বলে মনে করে।

কাজের দ্বিতীয় পর্যায় হল, যা প্রকৃতই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে বিচার বিশ্লেষণ করা। এই মুহূর্তে মডেলটিকে কার্যকরী করা বা বিশদভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে, এটা ভেবে ভেবে যে, বাস্তব হল তাই, যেভাবে এটা মডেলে তুলে ধরা হয়েছে।

মডেলের কাজ নিয়ে কয়েক মুহূর্ত কাটা ছেঁড়া করার পর তা ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যদি সম্ভব হয় এটার কাজ বন্ধ বা মন্থর করে দেওয়া যেতে পারে। তাতে বিশদে বিশ্লেষণ করার আরো বেশি সময় পাওয়া যাবে।

যদি এমন হয় যে, মডেল একটি গঠনপ্রণালীর প্রদর্শন তাহলে সেটি ভাল করে বোঝার জন্য অংশবিশেষ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু সবসময়েই তাদের দুজনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

উদাহরণঃ

নদীর অববাহিকা অঞ্চলের নালা, খাল প্রভৃতির মডেলের অংশবিশেষ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পর্বতের উপরিভাগকেও সহজে দেখানো যেতে পারে এবং কেন এটাকে জল বিভাজিকা রূপে অভিহিত করা হয় তাও বর্ণনা করা যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এটা বোঝা সহজ হবে যে, হিমবাহ থেকে নিঃসৃত জল এবং বৃষ্টির জল পর্বতের দু'পাশকে পৃথক

করেছে। প্রধান নদী, যেটি নদীর অববাহিকার গভীর অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং পর্বতের উপর থেকে জলের প্রবাহ নদীতে এসে পড়ছে সেটাও দেখানো যেতে পারে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলের উঁচু ও নিচু অংশ, বৃষ্টির জল ধরে রাখতে উদ্ভিদের গুরুত্ব, দেশে জলের উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখা, প্রত্যেক এলাকায় কাজের ধারা অব্যাহত রাখা এবং তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির অবস্থান দেখানো সম্ভব হবে। মডেলটি শেষ হলে নদীর অববাহিকা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেখান থেকে স্কুলের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে এবং মডেলের একই রকম চিহ্নিত উপকরণগুলি খুঁজে বার করার জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

গঠন ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি –

মডেলের সাথে একই সঙ্গে উপসংহারগুলি সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। এরফলে বাদ পড়া বিষয়গুলিকে সহজেই স্মরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করার কথা বলা যেতে পারে, প্রত্যেকটি অংশের জন্য একটি করে তালিকা তৈরি করতে হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই ক্ষেত্রে কাঠামো নির্মাণের উদাহরণ হতে পারে।

- নদীর অববাহিকায় অবস্থিত খাল, নালা প্রভৃতির সংজ্ঞা।
- নদী অববাহিকা অঞ্চলের অংশবিশেষ। মুখ্য এবং গৌণ অববাহিকা, পর্বতের চূড়া, উপত্যকা, জল-বিভাজিকা, পার্বত্য এলাকার আশপাশ।
- নদী অববাহিকা এলাকার বিভিন্ন অংশের ব্যবহারঃ চাষবাসের জন্য সমতল এলাকা, প্রাণীপালন ও গাছ-গাছালির জন্য ঢালু এলাকা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, ঢালু ও ব্যবহারযোগ্য জমির মধ্য সম্পর্ক।

বাড়তি অনুমোদন -

ক) কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা

অনেক ক্ষেত্রে মডেল তৈরিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করা বেশ ভাল, বিশেষত যখন মডেলটিকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এই কাজে অংশ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জন করতে পারবে। পাশাপাশি তারা তাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে।

## একটি বিষয় অধ্যয়ন

কাজের লক্ষ্য এবং বর্ণনা -

যেহেতু নামটি নিজেই বলে দেয়, অধ্যয়নের একটি অংশ একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশদ বর্ণনা নিয়ে গঠিত। অধ্যয়নকালীন বা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর অধীনে যে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সে সময় বস্তুটির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়ার জন্য যখন চেষ্টা করা হয়, তখন কাজগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণঃ কাজকর্ম নিয়ে অধ্যয়নের সময় ক্ষুদ্র জলাশয় বা ডোবা একটি বিষয় হতে পারেঃ গাছ-গাছালির জীবন শৈলী (জলজ গাছ, শ্যাওলা) প্রাণীজীবনের ধরণ (ব্যাঙ, মাছ,কীটপতঙ্গ-তাদের বিভিন্ন ধাপে), জলের গুণগত মান (গাঢ়ত্ব, রং, তাপ, দূষণ) এবং মাটির গুণগত মান। জলাশয় বা ডোবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (ফুলভর্তি গাছ, প্রাণীর জীবনশৈলীর পরিবর্তন, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি )।

কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

সাধারণত, এটাই অনুমোদন করা হয় যে, দুই বা তিনজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দল সংগঠিত হয়ে কাজকর্ম করবে, যাতে তারা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করছে সেই সমস্ত বিষয়গুলি যেন কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশুনা করছে বা বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত বস্তুর সংস্পর্শে এসেছে তার একটি করে নমুনা প্রত্যেক গ্রুপকে দিয়ে এই কাজটি করা যেতে পারে।

উদাহরণঃ

জলাশয় বা ডোবার ক্ষেত্রে কাজটি সব ক'টি গ্রুপের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া সহজ হবে। তাদের সকলের পক্ষে সহজতম উপায় হল, সবাই একই জিনিস দেখছে কিন্তু তাদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। অধিকতর জটিল পথ হল, যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বয়স্ক, তারা এই বিষয়টিকে ভাগ করে নিতে পারে। যেমন কেউ গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করল, আবার কেউ জল পর্যবেক্ষন করল।

ফলমূলও অধ্যয়নের অন্য একটি বিষয় হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কাজটিকে এককভাবে হাতে নিতে হবে। তবে পারস্পরিক সহযোগিতা পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে দু'তিনজন ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে মিলে কাজটা করলে খুব ভাল হয়।

এই কাজে শিক্ষকের একটি বিকল্প ভূমিকা হল, কাজ শুরুর আগে বিষয়টিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করা। আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ হল, শিক্ষক মহাশয় যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেটা কাজের সাথে কতটা মিলতে পারে তা পরীক্ষা করে নেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, এই বিষয় সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট তথ্য যোগাড় করা,যাকে শিক্ষক মহাশয়ও সমর্থন করবেন।

উদাহরণঃ

যদি ফলমূলের কোন অংশের কাজ হাতে নেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষক মহাশয়ের উচিত কাজ শুরুর আগে একটি ভাল জাতের ফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দেওয়া। প্রথমে শিক্ষক মহাশয় একটি ছবিতে ফলটিকে দেখিয়ে ফলটি সম্পর্কে বোঝাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন বিভিন্ন ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করে ফলের বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করবেন।

জলাশয় বা ডোবার ক্ষেত্রেও এটা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে খুব ভাল হবে যদি শিক্ষক মহাশয় সম্ভব হলে জলাশয় বা ডোবাটি ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিয়ে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও এই আলোচনায় তাদের মতো যুক্ত করতে পারে যেহেতু তারা কম-বেশি প্রত্যেকেই এই জলাশয় বা ডোবার সাথে পরিচিত। এবার কোন জলাশয় বা ডোবার কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করার সময়ে প্রথমে তার গঠনপ্রণালীর দিকটা শেষ করার পর পরের পর্যালোচনায় একই জলাশয় বছরের অন্যান্য সময় কেমন রূপে থাকে সেটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সময় উপাদান সংগ্রহের জন্য কিছু বাসনপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয়, সেগুলি হল –(শাবল জাতীয় যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে খুঁড়ে তলানি সংগ্রহ করা যায়, ছোট প্রাণী সংগ্রহের পাত্র, আলোর বিরুদ্ধে জলের ঘনত্ব দেখা, জলজ গাছ-গাছড়া সংগ্রহের জন্য থলে ইত্যাদি)।

পড়ার বিষয়ের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের যে সমস্ত বিষয় আগ্রহের সাথে জোর দিয়ে পড়া হচ্ছে সেটা মাথায় রেখেই পর্যবেক্ষণের কাজ করতে হবে। শিক্ষক মহাশয় এটা পরিচালনা করবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কী ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

উদাহরণঃ

পর্যায়ক্রমে জলাশয় পর্যবেক্ষণে যে ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা এইরকম – জলাশয়ের তলদেশ পর্যবেক্ষণ, উপরিভাগ, মাটির উপর উদ্ভিদ প্রদর্শন, এখানে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ, আশেপাশের এলাকা।

দু’টি ধাপে ফলমূল পরীক্ষা করা যেতে পারে, তার ভেতর এবং বাইরের সাথে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ।

## অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা -

উপসংহারগুলির পর্যায়ক্রমে সাজানো নির্ভর করে যে বিষয়টি অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং যেভাবে পর্যবেক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার উপর। নকশা তৈরি এবং তা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে সেগুলি লিখে নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত বস্তুর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক আছে সেগুলির উপর অবশ্যই জোর দেওয়া হয়েছে। জলাশয় বা ডোবার উদাহরণটি অত্যন্ত সুন্দর যেহেতু এটার সাথে বাস্তুপ্রথার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদেরকে প্রকাশের দক্ষতা বাড়াতে, এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের কথা শুনতে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে এবং গঠনমূলক ধ্যান-ধারণা ও মত বিনিময় করতে তাদেরকে উৎসাহিত করার এটা ভাল সুযোগ।

## বাড়তি অনুমোদন -

ক) শিক্ষকদের উপস্থিতি প্রয়োজন

কারও পরিচালনায় কাজ নয়, যেখানে শিক্ষক ছাড়াই কাজ করা সম্ভব, কিন্তু যখন কোন বস্তু পড়া হচ্ছে তখন কিন্তু

তিনি সব সময় উপস্থিত থাকবেন এবং পরামর্শ দেবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলার সময় যখন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে তিনি সেগুলি লিখে ফেলবেন।

এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বই, ছবি পড়ার সময় সহজেই পাওয়া যাবে। তথ্যের খোঁজখবর করতে বা কোন মতামত পরীক্ষায় এগুলি প্রায়শই পড়তে হবে।

খ) স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

অনেক সময় দেখা যায়, যে নির্দিষ্ট বিষয়টি পড়া হচ্ছে সে সম্পর্কে স্থানীয় গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি শিক্ষকের চেয়েও বেশি তথ্য জানেন। এক্ষত্রে কোনরূপ দেরী না করে তার সাহায্য নেওয়া উচিত।

## পরিচালক নির্দেশিত কাজ

কাজের বর্ণনা ও লক্ষ্য -

ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের নির্দেশেই কাজকর্ম করবেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষককে সবসময় উপস্থিত থাকতে হবে।

উদাহরণঃ নির্দেশিত কাজ হল ওষধি, বনজ লতার দোকান তৈরি করা। এটা করতে গেলে শিক্ষক মহাশয় পাতা, লতা, ফুলের বোঁটা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আগেই কিছু নির্দেশ দেবেন। তাদের শুকানোর কৌশল এবং কীভাবে তাদের সাজিয়ে রাখতে হবে প্রভৃতি বিষয়ও আগে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করবেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের সময় তাদের সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়ের থাকার কোন প্রয়োজন নেই বা থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তারা অবশ্যই নিজেদের মতো করে কাজ করবেন।

এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য হবে, উৎস থেকে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি একটি বিষয়ের প্রস্তুতির লক্ষ্যে বা মৌখিকভাবে যে সব বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা যথাযথ কিনা সেটা পরীক্ষা করার কাজে লাগবে। যে দ্রব্যটি পাওয়া যাবে সেটি একটি বস্তু হতে পারে (মডেল, গাছ সংগ্রহ) ইত্যাদি। এটা গঠিত হতে পারে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কোন সমীক্ষায় সংগঠিত করা যেটা ছাত্র-ছাত্রীরা বয়স্ক লোকেদের জিজ্ঞেস করে পূরণ করবে।

কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই তাদের জানতে হবে কাজের উদ্দেশ্যটা কী? কাজটি তারা কেন করছে সেটা না জেনে তারা কাজে হাত দেবে না। তাছাড়া তাদেরকে পরিষ্কারভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকবে যে তারা যেন কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করে। এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, কোন গাইডের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে গিয়ে এমন সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হবে যেগুলি বয়স্ক ব্যক্তিরা কাজের সময় ব্যবহার করতেন।

উদাহরণঃ

কাজের ক্ষেত্রে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের জানতে হবে কেন তারা পাতা বা গাছ-গাছালি সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। এটা বিভিন্ন ধরনের পাতার আকৃতি নিয়ে প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন হতে পারে বা ছেলে মেয়েদের সম্ভবত গাছ-গাছালির বৈচিত্র্য খুঁজে বার করার প্রয়োজন হতে পারে বা কিভাবে গাছ-গাছালির শ্রেণীবিন্যাস করা যায় সেটা শেখার জন্যও হতে পারে। যাই হোক না কেন, কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ছাত্র-ছাত্রীরা এটা অবশ্যই জানবে যে তারা যে পাতাগুলি দেখতে ভাল এবং সুন্দর সেগুলি নিয়েই চর্চা করছে। (যদিও ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহের সাথে কীট-পতঙ্গাদিতে বা গরু ছাগলের আধা খাওয়া পাতাও সংগ্রহ করতে পারে), গাছের কোনরূপ ক্ষতি না করে সেগুলিকে ফেলে দিতে পারে, পাতা এবং বৃন্তকে শুকনো করার জন্য দু'টো কাগজের ভাজে রেখে দিতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেখান থেকে পাতার নমুনা সংগ্রহ করছে সেখানকার পরিবেশের ব্যাপারটিও লিপিবদ্ধ করলে ভাল হয়। তারপর তারা এই পাতা থেকেই খুঁজে বার করবে কোন্‌টি দুষ্প্রাপ্য, কোন্‌টি প্রাণীখাদ্য আর কোন্‌টি ওষধি গাছ প্রভৃতি।

প্রয়োজনে কিভাবে পাতা ছেঁড়া ও পাতার শ্রেণীবিন্যাসের কাজ করতে হবে এবং তাদের তাৎপর্য বুঝতে হবে সে ব্যাপারে লিখিত নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

যখন নির্দেশগুলি ব্যাখ্যা করা হবে তখন কাজও শুরু করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মতো করেই কাজ শুরু করবে। কিন্তু যখন তাদের ইচ্ছা হবে তখন তারা তাদের শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করতে পারে। শিক্ষকের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে তথ্য চাওয়া হতে পারে।

একবার যখন ফলাফল পেশ করা হবে তখন কাজের উপসংহার, তথ্যের সত্যতা, কতটা গুরুত্ব সহকারে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলি সব পরীক্ষা করা হবে।

অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা –

গাইড কর্তৃক নির্দেশিত কাজের ক্ষেত্রে সম্ভবত অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় হল, অভিজ্ঞতার কাঠামো নির্মাণ করা। ছাত্র-ছত্রীদের কাজে ব্যবহৃত সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলির বর্ণনা এবং তথ্য সংগঠিত করা প্রয়োজন। এটাই হল ফল, প্রশ্ন-উত্তর, তুলনামূলক বিচার, আবার পরিসংখ্যান খোঁজা প্রভৃতি বিষয়ের উপযুক্ত সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত না, তথ্য সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

বাড়তি অনুমোদন -

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ

গাইড কর্তৃক নির্দেশিত কাজের একটি বড় অংশই মোটামুটিভাবে স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে সমর্পণ করা হয়। নানা ধরনের উপাদান সরবরাহ করা, তথ্য দেওয়া এবং কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করার লক্ষ্যে কতিপয়

বয়স্ক ব্যক্তির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা কেন কাজটি করছে সেটা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। তখন কিন্তু এমন কথা তারা বলবে না যে, শুধুমাত্র শিক্ষক এটা করতে বলেছেন বলেই করা হচ্ছে।

খ) কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা

কাজটি সাধারণত যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি ছোট ছোট গ্রুপ (দুই বা তিনজন এক গ্রুপে) মিলে করে। কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরী। অন্যদিকে তাদের ব্যক্তিত্বকেও সবসময় উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারটি বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। দেশজ ভেষজ বা বনৌষধির উদ্যান গড়ে তুলতে বিভিন্ন গোষ্ঠী যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে সেগুলি এক গ্রুপের সাথে অন্য গ্রুপের বিনিময় হওয়া প্রয়োজন কারণ কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী হয়ত একটি ওষধি গাছের উৎস সম্পর্কে যা জানে অন্যরা তা জানে না। সেজন্য বিভিন্ন গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মত বিনিময় ও আদান-প্রদান জরুরী।

## স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যসের দ্বারা বলা বা প্রদর্শন করা

### কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা -

এই সমস্ত কাজকর্মের মূল হোতা হলেন গোষ্ঠীর সদস্যরা যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় যে কাজ তারা ভাল জানে সেটা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে। এই আলাপ-আলোচনা স্কুলেও হতে পারে কিন্তু এটা সবচেয়ে ভাল হয় যদি সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কর্মস্থলে করা যায়। স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা এতে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং তিনি যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের সমৃদ্ধ করতে চান সেগুলিও হাতের কাছে পাবেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য হল সঠিক উৎস থেকে প্রাথমিক তথ্য আহরণ করা।

### উদাহরণঃ

স্থানীয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক কোন কাজ বা বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোষ্ঠীর কোন বয়স্ক সদস্যের অংশগ্রহণ অত্যন্ত মূল্যবান। ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন যেহেতু তিনি এগুলি প্রকৃতই প্রত্যক্ষ করেছেন বা তার পূর্বপুরুষরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাদের কাছে যে গল্প বলতেন সেখান থেকেই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন।

অনুরূপ কৃষি, বনসৃজন, প্রাণীপালন প্রভৃতি বিষয়ের জটিল কারিগরি দিকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল করে বোঝানো সম্ভব হবে যদি এগুলিকে ব্যাখ্যা বা প্রদর্শনের জন্য স্থানীয় গোষ্ঠীর কোন সদস্যকে কাজে লাগানো যায়। এইভাবে স্কুলগুলির শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় গোষ্ঠীর কাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে কারণ তারা গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট বাক্তির প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় মানুষের পেশা এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন।

### শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি -

শুধুমাত্র কোন একজন ব্যক্তিকে পছন্দ করে তাকে আমন্ত্রণ জানানোই কাজকর্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রথমে তার সাথে কাজ করা এবং লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাকে অবশ্যই কাজের গুরুত্বের উপর জোর দিতে হবে। এবং কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করতে হবে। শিশুদের বয়সের উপর জোর দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারছে এমন কথাবার্তার বাইরে অন্য কথাগুলো এড়িয়ে যায়।

যদি অতিথি বক্তা প্রদর্শনমূলক কাজটি শ্রেণীকক্ষের ভেতরে করতে চান তাহলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ যাতে সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

## কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

কাজকর্ম শ্রেণীকক্ষের ভেতরে বা বাইরে কোন স্থানে যেখানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেখানে হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে দেখতে এবং শুনতে পায় সেজন্য তার কাছাকাছি বসে আঁকে। শিক্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করেন যাতে পরে অতিথি বক্তাকে বিষয়টি বর্ণনা দিতে বলতে পারেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সন্দেহকে উপলব্ধি করতে সমর্থ। ছাত্র–ছাত্রীরা কোন একজন আগন্তুককে সবসময় খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তার কাছে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেন।

একসময় প্রদর্শন বা গল্প বলা শেষ হলে, ছাত্র-ছাত্রী এবং অতিথি বক্তার মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়। যদি আলোচ্যসূচি কারিগরি বিষয়ের উপর হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত মূল্যবান হবে যদি শিক্ষক যা কিছু বর্ণনা করা হল তার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেন, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনে ভালভাবে মনে করতে পারে।

### বাড়তি অনুমোদন -

এটা সাধারণত অতিথি বক্তার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হবে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে প্রশংসিত করেন। তারা ৮-১০ জন মিলে কোরাস গান গাইতে পারেন বা কোন একজন কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী তাকে ব্যক্তিগতভাবে বিদায় বলতে পারেন।

## অবস্থা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা

### বর্ণনা ও লক্ষ্য -

এই কাজকর্মগুলি সাধারণভাবে এমন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যা ছাত্র-ছাত্রীরা দেখেছে বা তাতে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা ক্ষুদ্র সত্য কাহিনীর সাথে পরিচিত নয় যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই ঘটে না কিন্তু এগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।

### উদাহরণঃ

জনৈক বয়স্ক শিশু দানা, শস্য, ভুট্টা বা চালের খাদ্য তৈরির কাজে অংশগ্রহণের কথা বলতে পারে। এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে স্থানীয় গোষ্ঠীর কারিগরি, ধর্মীয় নানা প্রকার সামাজিক সম্পর্কের দিকগুলি উঠে আসছে। ছেলেটি এটাও বলে যে,আলু চুরি ঠেকাতে কীভাবে রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেটি এটার বর্ণনাও দিতে পারে যে, কোন্ পদ্ধতিতে আলুর ভেতর থেকে জল বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেটি স্থানীয় গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং অবস্থার কথাও ভালভাবে বুঝতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন সমস্ত ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে না। স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষের জীবন-জীবিকার উপকরণের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তারা আবিষ্কার করবে সেগুলিই তারা তাদের ব্যক্তিগত গল্পের সাথে সম্পর্কিত করবে।

### কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

নীরবতার সাথে মনোযোগ সহকারে শোনার ক্ষেত্রটা যতটাই প্রশস্ত হবে ততটাই সমস্যাবিহীনভাবে গল্পেরও গতি বাড়বে। শিশুদেরও গল্প বলার জন্য লাগাতার উৎসাহ দেওয়া যাবে। যদি প্রয়োজন হয়, মাঝখানে একটা বিরতি দিয়ে এতক্ষণ যা বলা হল তার একটা সারসংক্ষেপ শিক্ষকের জন্য তুলে ধরবে। যখনই শিশুটি গল্প বলা শেষ করবে তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কয়েকটি তথ্য জিজ্ঞেস করা হবে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেহেতু সে এসব বিষয়ের উপর পড়াশুনা করেছে। এর আরও কয়েকটি অভিপ্রায় হল, বাকি ছাত্ররাও যে বিষয়গুলি বিশদে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হচ্ছে সেগুলির প্রতি যথেষ্ট মনযোগ দেবে।

অন্যান্যদেরও তখন অনুরূপ অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়। যাদের ইচ্ছে হয় তারা তখন ঐ অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে।

### অভিজ্ঞতার নির্মাণ ও ব্যাখ্যা -

যেহেতু প্রধান গল্পের কিছু নির্দিষ্ট সূত্র পরের গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ ব্যাপারে তথ্যকে সংগঠিত করা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান সহজ হয়েছে। ক্ষুদ্র সত্য কাহিনী এবং ব্যক্তিগত ঘটনাগুলি বাতিল বলে গণ্য হয়েছে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত সাধারণ গল্পগুলি থেকে গেছে।

উদাহরণঃ

এটা এমন হতে পারে যে, জনৈক শিশু দানা শস্য, ভুট্টা ও চাল দিয়ে খাদ্য তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলি বর্ণনা করছে এবং ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখছে। সাধারণ মানুষরা একাজ করার সময় একই জিনিস ঘটতে পারে। যেমন- কত রকমের আলু ব্যবহার করা হয়েছিল, কী ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কথা হতে পারে।

বাড়তি অনুমোদন –

এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, শিশুটি যে বিষয়ের উপর প্রথম গল্পটি বলবে সেটি তার অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পদের সাথে সম্পর্কিত করেছিল, যেহেতু সে যা বলবে সেটা পরবর্তীতে কোন বিষয়ে বিস্তৃতি ঘটানোর ভিত্তি হবে।

কাজের লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের সংগঠিত করা –

ছাত্র-ছাত্রীদের যথারীতি শ্রেণীকক্ষে সংগঠিত করা হবে। যাইহোক না কেন, যিনি গল্প বলছেন তার খুব কাছাকাছি বসার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। কারণ যিনি গল্প বলছেন তার গলা পরিষ্কারভাবে শোনা নাও যেতে পারে।

# অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থাকে দেখানো

## কাজের অভিজ্ঞতা ও লক্ষ্য -

এই কাজটি মূলত পরিবারের সামাজিক জীবন এবং স্থানীয় গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যকে সেখানকার অবস্থার প্রেক্ষিতে নমুনাস্বরূপ তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কাজের উদ্দেশ্য হল, পরিকল্পিত অবস্থায় মধ্যস্থতা করা কালীন কাজের ক্ষেত্রে মানুষের যে সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সেগুলিকে প্রদর্শন করা। এই প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তার প্রকৃত আচার-আচরণ বিশ্লেষণে সমর্থ হওয়া যাবে।

এই ভূমিকা অভিনয় খেলাটা সব সময়ে আগে থেকেই কোন প্রস্তুতি ছাড়াই উদ্ভাবন করার প্রক্রিয়া। কিন্তু যখন কোন প্রস্তুতি ছাড়াই সামাজিক জীবনের উপকরণগুলি নিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এধরনের অভিনয় ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান একটি মাধ্যম।

দিনের শুরুতে যদি পারিবারিক জীবন কীভাবে কাজ করছে এটা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দেখানো যায় তাহলে খুব ভাল হয়। এই অভিনয় পর্বে ছেলেমেয়েরাই বাবা-মা সাজবে এবং ঘরের কাজগুলি কীভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে সেটাও সহজে দেখা যাবে। সম্ভবত, প্রথম ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরের আলো জ্বালেন, তারপর স্টোভ ধরিয়ে রান্না বসান। তারপর তিনি ছেলেমেয়েদের জাগান। কাউকে জল, কাউকে কাঠ প্রভৃতি নিয়ে আসতে বলেন, আবার কাউকে ভেড়া নিয়ে মাঠে চরাতে যেতে বলেন। বাবাও বাড়ির সংলগ্ন বাগানে জল দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে পড়েন। কাজের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকাগুলি এভাবেই অনুমান করা সম্ভব হবে এবং পরবর্তীতে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে। এটা ছেলেমেয়েরা কোন লেখা ছাড়াই অভিনয় করে দেখাতে পারবে। কারণ তারা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিন প্রকৃতই যা দেখেছে, এই অভিনয়টা তো সম্পূর্ণরূপে তারই প্রতিফলন।

## শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুতি –

শিক্ষকরা প্রকৃত জীবনের দিকটাই পছন্দ করবেন এবং তারা চাইবেন ছাত্র-ছাত্রীরা সেটাই ব্যক্ত করুক। কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয়। তিনি এমন একটি বিষয় চান যেখানে আচার-আচরণগুলি দেখাতে তারা সমর্থ হবে। তিনি এমন কিছু ভূমিকা এখানে চান যারা বাস্তব অবস্থাকে সত্যিই তুলে ধরতে পারবে।

## উদাহরণঃ

এখানে অভিনয়ের যে ভূমিকা বর্ণনা করা হল সেটা একটা পরিবারের সকালে জেগে ওঠার পর থেকে কাজের শুরু-- যেখানে মুখ্য ভূমিকায় থাকে বাবা, মা, ভাই, বোন। তাই পরিবারের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পাঁচ বা ছ'জন অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন। অবস্থাকে সমস্যাপূর্ণ করতে হলে এমনটাও ভাবা যেতে পারে যে, পরিবারের লোকেরা অত্যধিক ঘুমায় এবং জেগে ওঠার পর কাজগুলিও খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলে।

## কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে না, তারা সবাই মিলে কোথায় দাঁড়ালে কোন সমস্যা ছাড়াই নাটকটি দেখতে পাবে। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের গোষ্ঠীটি ছড়ানো থাকে এবং প্রত্যেকে তার নিজের শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে, তাহলে যারা নাটকটি করছে তাদেরকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তারা পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারে না যে, কাদের জন্য তাদের অভিনয় করা উচিত।

শিক্ষক মহাশয় সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অবস্থাটা ব্যাখ্যা করবেন। তখন তিনি যারা অভিনয় করতে যাচ্ছে তাদেরকে

পচ্ছন্দ করবেন এবং তাদেরকে ভূমিকা বুঝিয়ে দেবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন বিষয়গুলি হাতে নিয়ে কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই মঞ্চে উঠবেন।

উদাহরণঃ

একটি কাপড় পেতে দিয়ে তৈরি হল বিছানা, একটি চেয়ার উল্টে দিয়ে তৈরি হল রান্নাঘর, গাছের কয়েকটি ডাল নিয়ে দেখানো হবে জ্বালানি কাঠ এবং একটি বড় লাঠি নিয়ে দেখানো যেতে পারে কৃষি শ্রমিকদের যন্ত্র।

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন কিন্তু তাদের অবশ্যই কী করতে হবে সে ব্যাপারে কোনরূপ পরামর্শ দেবেন না। বরং তিনি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

উদাহরণঃ

ঘুম থেকে জেগে উঠেই 'মা' কী করেন? আর ছেলেমেয়েরা? তারা কি ঘুমিয়েই দিন কাটাচ্ছেন ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও কাঠামো তৈরি -

একদিন নাটক শেষ হলে, ভূমিকায় অভিনয় খেলার সময় যা দেখা গেছে তার একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করা হয়েছে।

যা দেখা গেছে তার সম্পর্কেও মতামত দেওয়া হয়েছে। যা অভিনয় করে দেখানো হয়েছে বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটে কিনা- এই প্রেক্ষিতেই বিচারকমণ্ডলী রায় দিয়েছন। এই ভূমিকায় অভিনয় করাটা যদি ভালভাবে চলে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের জীবনকে স্বীকৃতি দেবে। শিক্ষকদের পরিকল্পিত লক্ষ্য অনুযায়ী উপসংহারগুলিকে ক্রমপর্যায়ে সাজানো হয়েছে। উদাহরণে, যদি এটা দেখা যায় যে, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে মহিলা চরিত্রের অভিনয়ে যদি ফুটে ওঠে যে পুরুষদের সাথে তাদের বৈষম্য ধরা পড়ছে (যদি মহিলারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাহলে অভিনয়ের সেই অংশে জোর দেওয়া হবে এবং দেখানো হবে মহিলা-পুরুষের এই বৈষম্য পরিবারের সকল সদস্যের ক্ষতি করছে)।

বাড়তি সুপারিশ -

ক) ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের জন্য সংগঠিত করা

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী নাটকে অংশ নিতে যাচ্ছে তাদের কাউকেই অভিনয় দক্ষতা বা দেখতে বেশ সুন্দর হওয়ার জন্য ডাকা হয়নি। তাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের সারা বছর ধরে স্কুলে অভিনয় করে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। উলটে তাদের এই কারণে পছন্দ করা হয়েছে তারা যেন তাদের ভয় পাওয়া এবং পিছিয়ে পড়া স্বভাব কাটিয়ে উঠে উৎসাহের রাস্তায় পা বাড়াতে পারে।

যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা অভিনয় না করে শান্তভাবে থাকে তারা পরবর্তীতে নির্মাণের কাজে মধ্যস্থতা করবে।

যদি অভিনয় করার খেলায় উল্লসিত হওয়ার কোন সংক্ষিপ্ত দৃশ্য আসে তখন নাটকটিকে প্রচণ্ড বাস্তবমুখী বলে মনে হবে এবং এই স্বাভাবিকতার কারণে নাটকটি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ, এটা হতে পারে যে কোন শিশু শুধুমাত্র একটি শপথ শব্দ উচ্চারণ করল। কারণ এটাই হল সেই জিনিস যা বাস্তবে ঘটে চলেছে। এই ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে অবশ্যই পাত্তা দেওয়া হবে না যদিও পরে এটা নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে।

## নাট্য-রূপায়ণ

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা -

আগেই বর্ণনা করা হয়েছে এমন কোন ঘটনার মঞ্চ উপস্থাপনাই হল নাটকে রূপদান। স্থানীয় গোষ্ঠীর পক্ষে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা এবং চরিত্র মৌলিকভাবে নাটকের মধ্য দিয়ে দেখান হয়। একই সময়ে কোন ঘটনা যখন ঘটছে সেই মুহূর্তে বা সেই ঋতুর তথ্য সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য নাটকের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। শিশুটি বড় হয়ে ওঠার সময়ে সে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তার পরীক্ষাও নাটকের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়, যেমন সে কিছু বিক্রি করার জন্য বাজারে যাচ্ছে বা কোন বাজারের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছে।

অভিনয় করে দেখানোর মতো খেলা নয়, অন্যভাবে যেখানে গোষ্ঠীর দৈনন্দিন ঘটনাও দেখানো হয়, জাতীয় বীরদের বিশেষ কোন ঘটনাও উপস্থাপিত করা হয়। এই ক্ষেত্রে মাত্র দু'টি শিশুর প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্রে অভিনয় করবে।

কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে – একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বা অবস্থা যা শিশুটি যখন বড় হবে তখন সেটা দেখানোর জন্য সে নাটকে অংশ নেবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে গল্প বলবে, পরিবেশ বর্ণনা করবে, চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব তুলে ধরবে, তাদের অঙ্গভঙ্গি ও যেভাবে তারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সেটাও আলোচনা করবে। এই সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত

হবে। মনে রাখা দরকার, যদিও এই সমস্ত গল্প ছেলেমেয়েদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে কিন্তু এটা মূলত ঘটনার প্রথম উপস্থাপনা। গল্পের পরবর্তী বর্ণনায় মোটামুটিভাব এটা মূল্যায়নের কাজ করবে।

ছেলেমেয়েরা যখন তাদের পছন্দের চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছে তখন তারা কী বলবে সে ব্যাপারে তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে এবং তারা কীভাবে অভিনয় করবে সেটাও বলা হবে কিন্তু তাদেরকে নাটকের পাণ্ডুলিপি দেওয়া হবে না। নাটক করার সময়ে নাটকের পর্যায়ক্রমে যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেটা যে একেবারে অন্তর দিয়ে ছেলেমেয়েদের মনে রাখতে হবে তেমন কোন কথা নেই। বরং আগে থেকে প্রস্তুত না হয়ে উদ্ভাবন করার আলোচনা সৃষ্টিশীলতার উন্নয়নকে সহায়তা দেবে এবং অভিব্যক্তি ও কল্পনাশক্তিকে সঞ্জীবিত করবে।

ছেলেমেয়েদের সহায়তা ও উদ্যোগে একটি সাধারণ মঞ্চ তৈরি করে অন্যান্য বিষয়গুলি কী হবে সেটা তাদের কল্পনাশক্তির উপর ছেড়ে দিতে হবে। আগে থেকে প্রস্তুত না হয়ে একটি পোশাকের আলমারি উদ্ভাবন করা হয়। ক্লাসের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়েই এটা করা হয়। মঞ্চ এবং পোশাকের আলমারি যেহেতু প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই অনেক উঁচু মানের গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময়ও করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই তাদের সন্দেহ সম্পর্কে শিক্ষককে জানাবে কিন্তু তারা অবশ্যই নকশা দিয়ে সাজানো ছবিগুলির দিকে তাকাবে বা কয়েকটি পাঠ্যবই পড়বে।

উদাহরণঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের বিস্তৃত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার সুযোগ এনে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কাপড়, জুতা, টুপি প্রভৃতি জিনিস যে সমস্ত চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছে সেগুলির ধরন ও উৎপত্তি।

একটি সাধারণ ধাঁচেই অভিনয় এগিয়েছে। ঘটনাগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে উপস্থাপন করাটাই গুরুত্বপুর্ণ। শিক্ষক কখনও মধ্যস্থতা থেকে পিছ পা হবেন না, যেখানে নাটকটি যাতে বাধাহীনভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে কিছু ইতস্তত ভাব রয়েছে।

উদাহরণঃ

উদাহরণটিতে জাতীয় বীরদের নিয়ে কোন গল্পের ক্ষেত্রে, অভিনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সামাজিক তাৎপর্যে প্রাধান্য দিতে হবে বা তাদের জাতিগত উৎপত্তির মধ্যে পার্থক্যসমূহকে নিরূপণ করতে হবে।

## অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি এবং ব্যাখ্যা -

নাটকায়নের আগে এবং নাটকায়নের সময় যে সমস্ত মূল্যবান ঘটনা ঘটে সাধারণত তার অভিজ্ঞতাগুলিকে কাঠামোর স্তরে সাজিয়ে তোলা বেশ কঠিন।

## বাড়তি অনুমোদন -

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ

শ্রেণীকক্ষে বাইরের লোকেদের উপস্থিতি কাজকর্মের সাধারণ অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে যেহেতু তাদের উপস্থিতি সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীদের বাধার কারণ বলে মনে হতে পারে। যাইহোক না কেন, যদি নাট্যরূপ ভালভাবে মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে তাহলে এটা পরে তাদের বাবা-মাকেও দেখানো যেতে পারে। এটাই তাদের মধ্যে একটি বড় অনুষ্ঠানরূপে চিহ্নিত হবে যেখানে তাদেরকে স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে নিরন্তর অনুসরণ করতে হবে এবং স্কুলের কাজে পরিবারের অংশগ্রহণও সমানভাবে বজায় থাকবে।

### কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা -

এই কাজে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনঃ যারা অভিনয় করেছে, যারা মঞ্চ বানিয়েছে, যারা কাপড়ের আলমারি বানিয়েছে, যারা আলো, ধ্বনি প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে তারা সবাই। এই কারণে ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করা সবচেয়ে ভাল। তাছাড়াও এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশগ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

## গল্প শোনা

### বর্ণনা এবং লক্ষ্য -

শিক্ষক সম্পর্কিত বা অতিথি বক্তা সম্পর্কিত গল্পগুলি শ্রেণীকক্ষে শোনা যায়। এগুলি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত বা স্থানীয় গোষ্ঠীর চিরাচরিত ঐতিহ্যকে পুঞ্জীভূত করে গল্প বলা। গল্প শুনে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যা তাদের গোষ্ঠী, অঞ্চল বা দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### উদাহরণঃ

এটা দেখা যেতে পারে, স্থানীয় গোষ্ঠীর উপর কেউ কেউ গভীর বিশ্বাস রেখেছেঃ একটি ভূমিকম্প, একটি হিমবাহ, দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি, একটি বনের আগুন (দাবানল) এই গল্পটিতে বলা হবে কীভাবে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, ফসলের ক্ষতি হয়েছিল, অনেক প্রাণীর জীবনহানি হয়েছিল, যখন খাদ্য এবং ওষুধপত্রের মধ্য দিয়ে সহায়তা এসে পৌঁছাল তখন গ্রামটি বাইরের সাহায্য নিয়ে, নিজেদের অধিবাসীদের দ্বারা কীভাবে বাঁচল প্রভৃতি। বাস্তুতন্ত্রের দুর্বল রূপ প্রদর্শন করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা এখন আছে কিনা, সেটাও বিশ্লেষণ করা দরকার। কিন্তু এটা একটা চিরাচরিত ঐতিহ্য নিয়ে গল্পও হতে পারে, যেন একটি উপকথা পর্বতমালার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করছে।

### শিক্ষকের প্রস্তুতি -

এক্ষেত্রে প্রাথমিক ধাপ হল, সেই গল্পটিকে পছন্দ করা যেটি ছাত্র-ছাত্রীদের বলা হবে। গল্পটি শুধুমাত্র আকর্ষণীয় এবং সুন্দর হলেই চলবে না, গল্পের মধ্যে গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা দেখানোর মতো পর্যাপ্ত বিষয় থাকতে হবেঃ তাদের পরিবেশ, সংগঠন, সংস্কৃতি, চিরাচরিত ঐতিহ্য, কাজ করার কৃতিত্ব বা পরিকল্পনা। পরবর্তী ধাপ হল, যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে তথ্য খুঁজে বার করা যাতে একটি পরিপূর্ণ গল্প তৈরি হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, অন্যান্য কিছু আকর্ষণীয় বিষয়ও বিশদে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, যা ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করবে।

### কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

শিক্ষক মহাশয় স্বাভাবিকভাবেই গল্প বলবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প শুনতে থাকার ফাঁকে ফাঁকে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করতে বলতে পারে। যদি বলে তখন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সংক্ষেপে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন এবং তারপর আবার গল্পে ফিরে যাবেন। যদি ঘটনার ব্যাখ্যাসমূহ সহজভাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে গল্পটি ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে এবং আরও ভাল হবে যদি ব্যাখ্যা করা অংশটি তাদের দেখানো যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজকর্মগুলি গল্পের উপর ভিত্তি করেই চলবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন গল্পটি বলা হচ্ছে তখন যদি সংগৃহীত বাড়তি উপকরণসমূহ তাদের দেখিয়ে বর্ণনা করা যায়, (যেমন উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা, ছবি, গুরুত্বপূর্ণ বস্তু) তাহলে খুব ভাল হয়। এই সমস্ত উপকরণকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে

মূল ব্যাপারটি পুনর্বার বলা, ব্যাপারটিকে প্রসারিত করা এবং বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

উদাহরণঃ কিছু পুরানো ছবি দেখানোর সুযোগ বা সম্ভবত সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিপর্যয় সংক্রান্ত কোন খবর, যা সংবাদপত্র থেকে কেটে রাখা হয়েছে।

অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি এবং ব্যাখ্যা -

গল্পের পুনর্গঠনের ব্যাপারে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান রয়েছে। তারা গল্প মালার ধাঁচে এটা করেঃ জনৈক ছাত্র/ছাত্রী শুরু করে, একটি অংশ শেষ করে, যখন শেষ হয় তখন অন্য ছাত্র/ছাত্রী তা অনুসরণ করে এবং বলতে থাকে। শিক্ষক এইভাবেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে গল্পটি জানতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করে এবং পুনর্বার বলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

এক সময়ে পুনর্বার মৌখিকভাবে বলার কাজ শেষ হলে, ব্ল্যাকবোর্ডে শুধুমাত্র বড় বড় ঘটনাগুলি তুলে ধরা হয়। মৌখিকভাবে বলার সময় বর্ণনা ও পরিসংখ্যান তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। যেহেতু বস্তুটিকে মনে করানো এবং মূল ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বা লাগানো হচ্ছে, তাই নির্মাণ করার সময় উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে বাতিল করা হচ্ছে। যা করা হয়, তা হল কয়েকটি ঘটনার অর্থ এবং তাৎপর্য পরীক্ষা করতে সেগুলি লিখে রাখা হয়। এই পরীক্ষাটি নির্ভর করে সেই লক্ষ্যের উপর, যে লক্ষ্যটিকে গল্পটি পচ্ছন্দ করার সময় ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটিকে কখনই ভোলা যাবে না, যেটি বাস্তুতন্ত্রের প্রসারকে নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করে এবং এই বাস্তুতন্ত্রকেই সবসময় স্কুলের কাজে উপস্থাপিত করা হবে।

বাড়তি অনুমোদন -

এ ধরনের গল্পগুলি ভাষা অনুশীলনের গল্প বা ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ দেওয়ার গল্পের চেয়ে অনেকটা ভিন্ন ধরনের। পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিকে অবশ্যই গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই। এই ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার প্রতি পুরোপুরিও মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা সর্বদাই লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ধরে রাখতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ শুধুমাত্র একটিই অভিজ্ঞতার সাথে মৌখিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার ধারণাকে আয়ত্ত করতে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীকে অসুবিধা ভোগ করতে হতে পারে।

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে এক দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে। অনেক ব্যক্তি স্থানীয় গোষ্ঠীর ইতিহাসের কথা এবং বিশেষ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে কথা বলতে পারে। তারা নিজেরাই তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যের কথা এবং উপকথা সম্পর্কে জানে, যেগুলি স্থানীয় গোষ্ঠীর স্মৃতিতে বদ্ধমূল।

উদাহরণঃ

স্থানীয় গোষ্ঠীর একজন প্রবীণ সদস্য, যার ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি বর্ণনা করলেন এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের যাদের ক্ষতি মেরামতের জন্য ডাকা হতে পারে, তাদের সাথে সহযোগিতা করলেন।

তিনি ব্যক্তিগত ছোট ছোট সত্য কাহিনীর সাথে এবং গ্রামে ও অঞ্চলে যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলির সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারেন এবং ক্ষতি মেরামত করতে কতটা সময় লাগতে পারে সেটাও জানতে পারেন। এটা ভীষণভাবে জানতে উৎসাহী, স্থানীয় গোষ্ঠীর বিধানসভা কি কিছু কাজ ভাগ করে নেয় এবং কীভাবে এধরনের কাজে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

গল্প শোনার অর্থ হল, একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছেঃ বর্ণনাকৃত গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাত ধরে স্থানীয় গোষ্ঠীর মূল্যবোধের একটি অংশ তৈরি করেছে। উপকথা বা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়েও যৌথসংস্কৃতির একটি অংশ তৈরি হয়েছে, তাকে চিহ্নিত করা এবং তার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। গ্রামীণ স্কুলের বিষয়গুলি জানা উচিত এবং এটাও জানা উচিত কীভাবে বিষয়টিকে প্রশংসা করতে হয়। গল্প বলাটাকে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত। যদি কোনভাবে কোথাও কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার নিরিখে মতানৈক্য তৈরি হয়, তাহলেও সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা বা সেটার সমালোচনা করা উচিত নয়। এটা সবসময় দেখা যায় যে, সত্যের অংশবিশেষ চিরাচরিত ঐতিহ্যরূপে এর পিছনে রয়েছে।

উদাহরণঃ

যদি অন্য একটি উদাহরণে এমনটাই ঠিক হয়ে থাকে যে, স্থানীয় গোষ্ঠীর চিরাচরিত পৌরাণিক গল্পকথায় একজন ক্রুদ্ধ ভগবানের গল্প বলা হচ্ছে যিনি মানুষকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য পৃথিবীটিকে কাঁপিয়ে দিতে চান, কেননা, স্থানীয় গোষ্ঠীর অধিবাসীরা যেখানে বসবাস করেন সেখান থেকে পর্বতমালা দেখা যায়। এটাকে একটা প্রলয়রূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছিল এবং এটাই পর্বত সৃষ্টির কারণ।

খ) কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা –

এমন নয় যে কোন বিশেষ আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করতে হবে। গল্পকারে চারপাশে আরাম করে বসে গল্প শোনাটাই মানানসই হতে পারে। এটা গল্প শোনার উপযোগী সুন্দর পরিবেশ।

একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা পড়াশুনা করা

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা -

এটি একটি জটিল কাজ, যা কোন একটি ঘটনার রকমারি রূপ নিয়ে পড়াশুনার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট। আবার স্থানীয় গোষ্ঠীর জীবনের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ (করণীয় একটি কাজ, একটি উৎসবের আনন্দ, একটি মেলা)। কাজের লক্ষ্য হল ঘটনাটি জানা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

উদাহরণঃ

একটি তাৎপযপূর্ণ ঘটনা হতে পারে স্থানীয় গোষ্ঠীর কোন একজন ধর্মীয় ব্যক্তির নামে উৎসব। এটিকে পড়ার বিষয়রূপে গ্রহণ করলে সঙ্গীত, নৃত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসবের ইতিহাস, তার অর্থ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা যাবে।

নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে ও কৌশল প্রয়োগের সাহায্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা জানা গেল। এটা কিন্তু নাটরূপের মধ্য দিয়ে, নির্দেশিত অঙ্কন বা কোন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত গল্প প্রভৃতি বিষয়কে একত্রিত করে হতে পারে। মূলত কোন ঘটনা নিয়ে পড়াশুনা করলে একটি ছোট ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, যার দ্বারা ঘটনাটিকে নির্বাচিত করা বা বেছে নেওয়া হয়।

শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি -

এই কাজে সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করার সাগে নিম্নলিখিত বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

- কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়ানো হবে --

- ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করার পথ –

প্রত্যেক করণীয় কাজের জন্য নির্দেশিকা বা প্রশ্নাবলী অবশ্যই আগে তৈরি করে রাখতে হবে। প্রত্যেক দলের আংশিক ফল যাতে বাকিদের কাছে জমা করতে পারে তার জন্য শিক্ষক একটি সময় নির্ঘণ্ট তৈরি করে রাখবে।

উদাহরণঃ

যদি এটা একটি স্থানীয় গোষ্ঠীর উৎসব সম্পর্কিত পড়াশুনার প্রশ্ন হয়, তাহলে কাজটি নিম্নলিখিতভাবে দলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

- উৎসবের কারণ কী?
- উৎসবের ইতিহাস (কোন্ বছর থেকে এটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, আগে কীভাবে উদ্‌যাপন করা হত।)
- এই অনুষ্ঠানে অনেক নাচ করা হয়। প্রত্যেকটির তাৎপর্য।
- উৎসবের ব্যবস্থাপনা ও অর্থের যোগানদার কে এবং তার বাধ্যবাধকতাগুলি কী?
- কাজের কর্মসূচিগুলি কী? কোন্ ক্রমানুসারে সেগুলি ঘটছে?

কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

কাজকর্ম শুরু হয়, যখন কর্তব্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কাজের দলগুলিকে সংগঠিত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে নেয় এবং তারপর বড় ধরনের পরিসংখ্যানগুলি নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করে। শিক্ষকের আগে থেকে করে রাখা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ফলাফল জমা দেওয়া হয়।

যেহেতু প্রত্যেক দল তার কাজের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তাই আংশিক কাঠামো তৈরি  করা হয়।

অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও নির্মাণ -

শিক্ষকের আগে থেকে করে রাখা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্ল্যাকবোর্ডে প্রয়োজনীয় টিকাগুলি লিখে রাখা হয়।

এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদেরই কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে; এমনকী তাদেরও যারা নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের দায়িত্বে ছিলেন না, অথচ কাজটি তারা জানে।

বাড়তি অনুমোদন -

ফল জমা দেওয়ার সময় দীর্ঘ অধিবেশনের ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে ভাল। এইভাবে আলোচনার জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় এবং আংশিক কাঠামো তৈরি করা যায়। কোন ঘটনা পড়াশুনার সময় ভাল করে বোঝার জন্য অঙ্কন, নাটক, সঙ্গীত এবং বাকি অন্য কিছুকেও তাদের সঙ্গী করতে পারে।

ক) স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ –

যেহেতু গোষ্ঠীর মধ্যে এই কাজগুলি প্রশ্নমালা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়, তাই এখানে অনেক ক্ষেত্রে সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই সমস্ত উপলক্ষ্যগুলি অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে পালন করা হবে যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় তথ্যপূরণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়।

খ) কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা –

যেহেতু আগেই বলা হয়েছিল, এই ধরনের কাজকর্মে ছোট ছোট দল গঠনের কথাই বলা হয়। তারা সবশেষে একে অন্যদের তাদের ফলাফল দেবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যেই কাজের ভাগ করে নিতে পারে এবং দলের মধ্যেই

দায়িত্বভার ন্যস্ত করতে পারে। এইভাবেই তারা একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে শেখে এবং একটি দল হিসাবে একত্রিত হয়ে কাজ করে।

কথাবার্তা ব্যাখ্যা -

কাজের লক্ষ্য ও বর্ণনা এটা এমন একটি কাজ যা অন্য কাজ থেকে আলাদা। কারণ প্রথমত এটা প্রায়শই করতে হয়। স্কুলের অধিকাংশ সময় কেটে যায় কথাবার্তা ব্যাখ্যায়, নির্দেশিত অঙ্কনগুলি একত্রিত করতে, প্রদর্শন, পরিদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে। দ্বিতীয়ত এই কাজটি পুরোপুরি অন্য ধরনের। কারণ এখানে জ্ঞানের উৎস মুখ্যত শিক্ষকই। এখানে ধারণা, পরিসংখ্যান বা উপাত্ত (ডাটা), ব্যাখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে সেগুলি তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। এপর্যন্ত আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেছি।

- যে সমস্ত কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ব্যবহার করা হয়েছে (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত, চরিত্র অভিনয় খেলা, নির্দেশিত অঙ্কন)।
- শিক্ষকের পরিচালনায় যে সমস্ত কাজে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জন করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে যেমন, স্থলভাগের প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ, বস্তু নিয়ে পড়াশোনা, তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিয়ে পড়াশোনা প্রভৃতি।
- যে সমস্ত কাজে স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, প্রদর্শন, স্থানীয় সদস্যদের দ্বারা কথাবার্তা প্রভৃতি।

কিন্তু অন্যান্য কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শিক্ষকই একমাত্র তথ্যের মেরুদণ্ডরূপে কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে কথাবার্তার ব্যাখ্যা হল অন্যতম।

এই কাজের লক্ষ্য হল, ছাত্র-ছাত্রীদের এমন তথ্য পরিবেশন করা যেগুলি তারা গত বছর তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বা স্কুলের পড়াশোনা থেকে অর্জন করেছে সেগুলি বাড়ানো এবং সংগঠিত করে তোলা।

শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুতি -

যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং ধ্যান-ধারণা ও তথ্যসমূহ যেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একে অপরের সাথে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হবে সেগুলিকে সংগঠিত করা শিক্ষকদের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

কাজ। এটা করার জন্য তাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়তে হবে। কিছু ক্ষেত্রে তাকে স্থানীয় গোষ্ঠীর যে সমস্ত ব্যক্তির কাছে নানা ধরনের তথ্য রয়েছে তাদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। কারণ জ্ঞানের যে সমস্ত বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সেগুলি তাদের বাস্তব জীবনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

কাজকর্ম হাতে নেওয়া -

এই কাজগুলি হাতে নিয়ে ধাপে ধাপে করতে হয়। প্রত্যেকের জন্য কয়েক মিনিটের ব্যাখ্যা বরাদ্দ থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেও কথোপকথন চলতে থাকে। তাদের কাছে পুনরায় দৃষ্টান্ত জমা দেওয়ার সুযোগ থাকে, তাদের মনে কোন সন্দেহ জাগলে তা তুলতে পারে এবং শিক্ষক মহাশয় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝেছে কিনা সেটা দেখার জন্য এ প্রশ্নগুলো নয়। বরং এগুলোর প্রতিচ্ছবির দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন, বাস্তবজীবনে যা শিখেছে, তা কাজে প্রয়োগ করার প্রশ্ন। ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় করতে হবে এবং যদি এমন হয় যে, কয়েকটি নতুন শব্দ প্রবর্তন করা হলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হয়ত তেমনভাবে বোধগম্য হবে না, সেক্ষেত্রে শিক্ষক সেটা ব্যাখ্যা করবেন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

একসময় দেখা গেল, কথোপকথন শেষ হয়েছে। এই অধিবেশনে যে দু'টি কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই দু'টিকে একত্রিত করা অবধি পুনরায় ব্যাখ্যার কাজ শেষ করে অধিবেশন সমাপ্ত হল।

অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যার কাঠামো তৈরি -

একসময় কথোপকথনের ব্যাখ্যা শেষ হলে শিক্ষক মহাশয় যা বললেন সেটা ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণসহ পুনর্নির্মাণ করা হল। প্রত্যেকটি বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হল এবং ফলাফল খাতায় কপি করে নেওয়া হল।

বাড়তি অনুমোদন -

ব্যাখ্যা করার মাঝখানে সামান্য বিরতি দিয়ে শিক্ষক ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যে সমস্ত বিষয় বোঝানো হচ্ছে সেগুলি তারা বুঝেছে কিনা বা তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কিনা তা বোঝা। এই সমস্ত প্রশ্ন এবং তার উপযুক্ত উত্তর প্রকৃত কথোপকথন নয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে কাজগুলি আমরা পরিকল্পনা করেছি, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীটি পর্যবেক্ষণ করছে, অনুসন্ধান করছে, তুলনা টানছে এবং যার ভিত্তিতে মতামত ও বিচারবুদ্ধির উদয় হচ্ছে, সেগুলি শিশুটির কাছে অন্যান্যদের চাইতে অধিকতর নিষ্ক্রিয় কাজ। এই কারণে যতদূর সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহকে উৎসাহিত করতে, তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

# পরিশিষ্ট ৪

## বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে পরামর্শ

আগের পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি নিচে দেওয়া হলঃ

প্রদর্শন -

স্বাস্থ্যঃ অসুস্থদের যত্ন। শরীর ও বাড়ির আসবাবপত্রের যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত

অভ্যাস গড়ে তোলা।

| | |
|---|---|
| খাদ্যঃ খাদ্য সংরক্ষণঃ | চিরাচরিত পদ্ধতি। পানীয় জলের গুণগত মান কীভাবে উন্নত করা যায়। |
| গাছ-গাছালিঃ | তাদের জল এবং আলোর প্রয়োজন। গাছ-গাছালির আচ্ছাদন, মাটি এবং জল সংরক্ষণ। |
| মাটিঃ | জৈব এবং খনিজ মিশ্রণ। জৈব চাষে অংশগ্রহণ। মাটির প্রকারভেদ। বুনোট, কাঠামো, স্তরবিন্যাস প্রক্রিয়া, গভীরতা। ঢালের প্রভাব। ভাঙন। কীভাবে ঘটে। মাটি-জল-গাছের পারস্পরিক সম্পর্ক। |
| জলবায়ুঃ | আলো, তাপ, জল। কৃষি, উদ্ভিদ ও মানবজীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব। |
| কৃষি-খামারের কাজঃ | সেচ। চিরাচরিত পদ্ধতি। নতুন উদ্ভাবন; বিন্দুসেচ, ছিটানো সেচ, লাঙল চাষ। লাঙল চাষের পদ্ধতি এবং মাটি সংরক্ষণ। নির্দিষ্ট বীজ। অঙ্কুরোদ্গম শক্তি। সম্ভাবনা। বীজ সংগ্রহ এবং কলম বাঁধার প্রস্তুতি। |
| বনসৃজনের কাজঃ | গাছ উৎপাদন ও প্রসারণের কৌশল। বীজ সংগ্রহ, কলম বাঁধার প্রস্তুতি, চারাগাছ রোপণ। গাছ ও ঝোপঝাড়-জঙ্গলের যত্নঃ অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটা ও পাতলা করা, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ। জমি এবং ফসলের সুরক্ষায় গাছ ও ঝোপঝাড়-জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা। |
| প্রাণীপালনের কাজঃ | প্রাণী স্বাস্থ্যের যত্ন। প্রাণীপালনে পরিচ্ছন্নতা। খাওয়ানো। গোরু-বাছুরের খাদ্য উৎপাদন। প্রাণীপালনের প্রয়োজনীয়তা। |

পথ প্রদর্শক কর্তৃক যাত্রা -

| | |
|---|---|
| স্থানীয় গোষ্ঠীর পরিবেশঃ | ভৌগোলিক পরিবেশ গঠনের উপাদানঃ পর্বত, নদী, উপত্যকা, সমতল। নিচু জমি যেখানে স্থানীয় গোষ্ঠীর লোকেদের অবস্থান। কৃষি-বাস্তুতান্ত্রিক স্তর (সমুদ্রের উচ্চতার সঙ্গে সম্পর্কিত)। বৈশিষ্ট্যসমূহ। নির্দিষ্ট গ্রাম। গ্রামীণ উপকরণ (জেলা, প্রধান চতুষ্কোণ, রাস্তা)। |
| স্থানীয়দের নিজস্ব জমিজমাঃ | কৃষি জমি, গোচারণভূমি, বনভূমি। |
| চারাগাছঃ | স্থানীয় সম্প্রদায়ের চারাগাছ। তাদের স্বল্পতা বা প্রাচুর্য। তাদের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব। |
| প্রাণীঃ | স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রাণীপালন। গৃহপালিত প্রাণী এবং তাদের পরিবেশগত প্রভাব। বন্যপ্রাণী যে ধরনের পরিবেশ তাদের পছন্দ এবং যে বাস্তুতান্ত্রিক কাজ তারা করে (বীজ নষ্ট করা, পরাগ রেণু ছড়ানো)। |
| জলঃ | স্থানীয় গোষ্ঠীর জলের উৎসঃ ঝরনা, নদী, কুয়ো, খাল। দূষণের সমস্যা – কারণ ও সমাধান। জল-ব্যবস্থাপনা (নদী পারের সুরক্ষা, গাছ লাগানো, জলপ্রবাহ সংশোধন)। |
| মাটিঃ | মাটির প্রকারভেদ। ঢালু এবং মাটির প্রকারভেদের সাথে সম্পর্ক। গভীরতা, |

| | |
|---|---|
| | কাঠামো, বুনোট, স্তর বিন্যাস প্রক্রিয়া। ভাঙন এলাকা। ভাঙন নিয়ন্ত্রণ। মাটি-জল-গাছের সম্পর্ক। |
| কৃষি খামারের কাজঃ | কৃষি খামার। কৃষি খামারের কাজ। সেচ, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ। চাষ, চাষের পদ্ধতি। স্থানীয় গোষ্ঠীর কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন। মাটি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ (পতিত জমি, চাষযোগ্য জমি, পালাক্রমে শস্য চাষ, উর্বরতা)। |
| বনসৃজনের কাজঃ | গাছ ও জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা। গাছ, জঙ্গল এবং কৃষিঃ বাতাস বের করা, সীমানা প্রাচীর, জীবন্ত বেড়া এবং ঝোপঝাড়। যে জায়গায় গাছ-গাছালি ও ঝোপঝাড় লাগানো হবে। অঞ্চলের সাথে খাপ খায় এমন প্রজাতি। কৃষি, প্রাণীপালন ও গ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব। |
| প্রাণীপালনের কাজঃ | স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রাণীপালন প্রজাতি বংশঃ বড় ও ক্ষুদ্র প্রাণী। এধরনের কাজের জন্য কোন্ ধরনের জমি চিহ্নিত করা হয়। গোরু বাছুরের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোন্ ধরনের জমি চিহ্নিত করা হয়। গোরু বাছুরের খাদ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনা। |

## পরিদর্শন -

| | |
|---|---|
| স্থানীয় গোষ্ঠী সংস্থাঃ | গ্রামীণ সংস্থাঃ সম্প্রদায়, সমবায়, ইউনিয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে সংস্থার গুরুত্ব। |
| কৃষি খামারের কাজঃ | গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ ধরনের কাজের উদাহরণ বর্তমান। |
| বনসৃজনের কাজঃ | আগে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাই। |
| প্রাণীপালনের কাজঃ | আগে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাই। |
| হাতের কাজঃ | বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের বাণিজ্য। ব্যবহৃত উপকরণসমূহ। তাদের উৎপত্তি। পুরানো এবং নিত্যনতুন উদ্ভাবনী কৌশল। হাতের কাজের যন্ত্রপাতি। |

## স্থলভাগের প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ -

| | |
|---|---|
| স্থানীয় গোষ্ঠীর পরিবেশঃ | যে সমস্ত উপকরণের ভিত্তিতে ভৌগোলিক পরিবেশ গঠিতঃ পর্বত, নদী, উপত্যকা, সমতল। নিচু এলাকা যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের অবস্থান। |
| পরিবেশের প্রাকৃতিক উপকরণঃ | পৃথিবী, জল, সূর্য, তাপ। |

জলবায়ু। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর অবস্থান ও ঋতু অনুযায়ী জলবায়ুর প্রকারভেদ।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর জলবায়ুর প্রভাব। সমুদ্রপৃষ্ঠথেকে উচ্চতার সাথে কৃষি-বাস্তুতন্ত্র স্তরের সম্পর্ক। বৈশিষ্ট্যসমূহ। মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ। গ্রাম এবং গ্রামীণ উপকরণসমূহঃ জেলা, প্রধান চতুষ্কোণ, রাস্তা। অঞ্চলের জমিজমাঃ কৃষিজ জমি, গোচারণ ভূমি, বনভূমি।

| | |
|---|---|
| চারাগাছঃ | স্থানীয় গোষ্ঠীর চারাগাছঃ গুল্ম, লতাপাতা, ঘাস, ঝোপঝাড়-জঙ্গল, গাছ – চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয়তা। |
| জলঃ জলসম্পদঃ | ঝরনা, নদী, হ্রদ, কুয়ো, বৃষ্টির জল। জলের উৎসের প্রেক্ষিতে মানুষের কাজ |

– (খাল, মাটি ও বালিচরে গর্ত খুঁড়ে জল বার করা, পুকুর, নদীতীরে গাছ লাগানো)। নদী, হ্রদ এবং খাঁড়ি।

কৃষি খামারের কাজঃ কৃষি খামার, কৃষি খামারের কাজ, শস্য বৈচিত্র্য। শস্য সুরক্ষার কাজ।

বনজ কাজঃ গাছ-গাছালি এবং কৃষি। গাছ ও ঝোপঝাড়-জঙ্গল ব্যবস্থাপনা। যে জায়গায় গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছে। যেখানে এগুলি ভাল জন্মায়, সেখানে এগুলির প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাণী পালনের কাজঃ স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের গোচারণভূমি। গোরুর খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনা। উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাণীপালন।

নির্দেশিত চিত্রাঙ্কন -

পরিবারঃ গ্রামীণ পরিবার, আত্মীয়তা। মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের দ্বারা সম্পাদিত কাজকর্ম।

খাদ্যঃ স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষের সাধারণ খাদ্যাভ্যাস।

স্থানীয় গোষ্ঠীর পরিবেশঃ পরিবেশগত উপকরণ, নিচু এলাকা, যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। সমুদ্র উচ্চতার সাথে সম্পর্কিত কৃষি-বাস্তুতান্ত্রিক স্তর। বৈশিষ্ট্যসমূহ। গোষ্ঠীর জমিজমা। গ্রামীণ উৎসব।

উপকরণঃ জেলা, চতুষ্কোণ, রাস্তা। স্থলপথে যোগাযোগ। স্থানীয় সম্প্রদায়ের জমিজমা। গ্রামীণ উৎসব।

চারাগাছঃ চারাগাছের অংশবিশেষ। স্থানীয় গোষ্ঠীর চারাগাছ।

প্রাণীঃ স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রাণীপালন।

জলঃ স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জলের উৎস। নদীসমূহ। নদীর গতিপথ।

কৃষি-খামারের কাজঃ ঋতুভিত্তিক কৃষিকাজ। বীজ ও তার প্রকারভেদ। কৃষিজ যন্ত্রপাতি। স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কৃষিজ উৎপাদন।

বনসৃজনের কাজঃ এলাকায় বনসৃজনের লক্ষ্যে কাজকর্ম। দাঁড়ানোর বা অপেক্ষার জায়গা। গাছ-গাছালি, ঝোপঝাড়-জঙ্গল প্রভৃতি লাগানোর উপযুক্ত স্থান।

প্রাণীপালনের কাজঃ প্রাণীপালন প্রজাতি সম্পর্কে শিশুরা জানে। প্রাণীপালন থেকে প্রাপ্ত পণ্যসামগ্রী।

মডেলের সাথে কাজ -

স্থানীয় গোষ্ঠীর পরিবেশঃ পরিবেশ গঠনের উপকরণসমূহ। নিচু এলাকা যেখানে স্থানীয় গোষ্ঠীর লোকেদের অবস্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার সাথে সম্পর্কিত কৃষি বাস্তুতান্ত্রিক স্তর। গ্রাম। প্রতিবেশী গ্রামসমূহ। স্থলপথে যোগাযোগ। গ্রামীণ উপকরণসমূহ। স্থানীয় গোষ্ঠীর জমিজমা।

জলঃ নদী, হ্রদ, খাল।

মাটিঃ ভূমিক্ষয় এবং প্রতিরোধের উপায়।

স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা বলা বা প্রদর্শন করা -

স্বাস্থ্যঃ এলাকার মানুষের প্রায়শই রোগভোগ। রুগ্ন ব্যক্তির যত্ন ও সেবা করা। চিরাচরিত ভেষজ। ওষধিযুক্ত গাছ-গাছালির ব্যবহার। মহিলা, পুরুষ, শিশুদের দ্বারা সম্পাদিত কাজকর্ম।

কাজের খোঁজে ভিনদেশে পাড়ি দেওয়াঃ অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে। ভিনদেশে যাওয়ার সমস্যা।

খাদ্যঃ স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোকেদের সাধারণ খাদ্য। স্থানীয় গোষ্ঠীর খাদ্যের সাথে সাধারণ পথ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা। খাদ্য সংরক্ষণ।

সংগঠন বা সংস্থাঃ গ্রামীণ সংস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যঃ সম্প্রদায়, সমবায় ও ইউনিয়ন বা সংঘ। প্রকল্প চালাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংস্থার গুরুত্ব।

সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীঃ স্থানীয় গোষ্ঠী। গ্রামীণ উৎসবের বর্ণনা ও তাৎপর্য।

কৃষি খামারের কাজঃ কৃষি খামারের কাজকর্ম। স্থানীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কৃষিজ উৎপাদন। উৎপাদনের উদ্দেশ্য।

বনসৃজনের কাজকর্মঃ গাছ-গাছালি ও ঝোপঝাড়-জঙ্গলের প্রসার। গাছ-গাছালি এবং

জঙ্গলের ব্যবহারঃ ফল, গোরু- বাছুরের খাদ্য, জ্বালানি কাঠ, গাছের শিকড়ের সুরক্ষা, উর্বরতা, ছায়া। গাছ-গাছালি, ঝোপঝাড়-জঙ্গল ব্যবস্থাপনা। যেখানে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

প্রাণীপালনের কাজকর্মঃ এলাকায় প্রাণীপালন প্রজাতির বংশ। প্রাণী খাদ্য। প্রাণীখাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা। স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রাণীপালন থেকে উৎপাদন, প্রাণী স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া, উন্নত প্রাণীপালনের লক্ষ্যে কাজকর্ম।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার অভিনয়ের মধ্যে সম্পর্ক -

স্বাস্থ্যঃ অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া। দেশের আশেপাশে প্রায়শই অসুস্থতা।

পরিবারঃ গ্রামীণ পরিবার, আত্মীয়তা, সম্পর্কের গুরুত্ব। গ্রামীণ সহায়তা ও পারস্পরিক সাহচর্য। মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের দ্বারা কাজকর্ম সম্পাদন। অর্থনৈতিক ইউনিট রূপে একটি পরিবার। অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়া। বিদেশ যাওয়ার সমস্যা।

- গল্পশোনা।
- একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অধ্যয়ন।
- বয়স্কদের সাথে তদন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯